~*MASUD RANA SERIES*~

Rudhra Jhar By Kazi Anwar Hossain

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

মাসুদ রানা

রুদ্রঝড়

কাজী আনোয়ার হোসেন

শিকাগো মাফিয়া সবকিছু কেড়ে নিয়েছে তার, শেষ সম্বল একমাত্র মেয়েটাকেও। শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল সে, আশ্রয় নিল বন্ধু মাসুদ রানার কাছে। কিন্তু ও ব্যর্থ হলো তাকে বাঁচাতে। মাফিয়া ওরই আশ্রয়ে হানা দিয়ে খুন করে গেল বন্ধুকে।

প্রতিশোধ নিল রানা, বন্ধুর মেয়েকে উদ্ধার করল। ওর পাল্টা আক্রমণের নৃশংসতা দেখে ঘাবড়ে গেল মাফিয়া। সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ওরা জানে না, সবে শুরু করেছে রানা, শেষ হতে অনেক বাকি।

অবশেষে রানাকে ঘেরাও করল ওদের লর্ড হাই এনফোর্সার–পালাবার পথ নেই।

এখন কি উপায়?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা রুদ্রঝড় কাজী আনোয়ার হোসেন

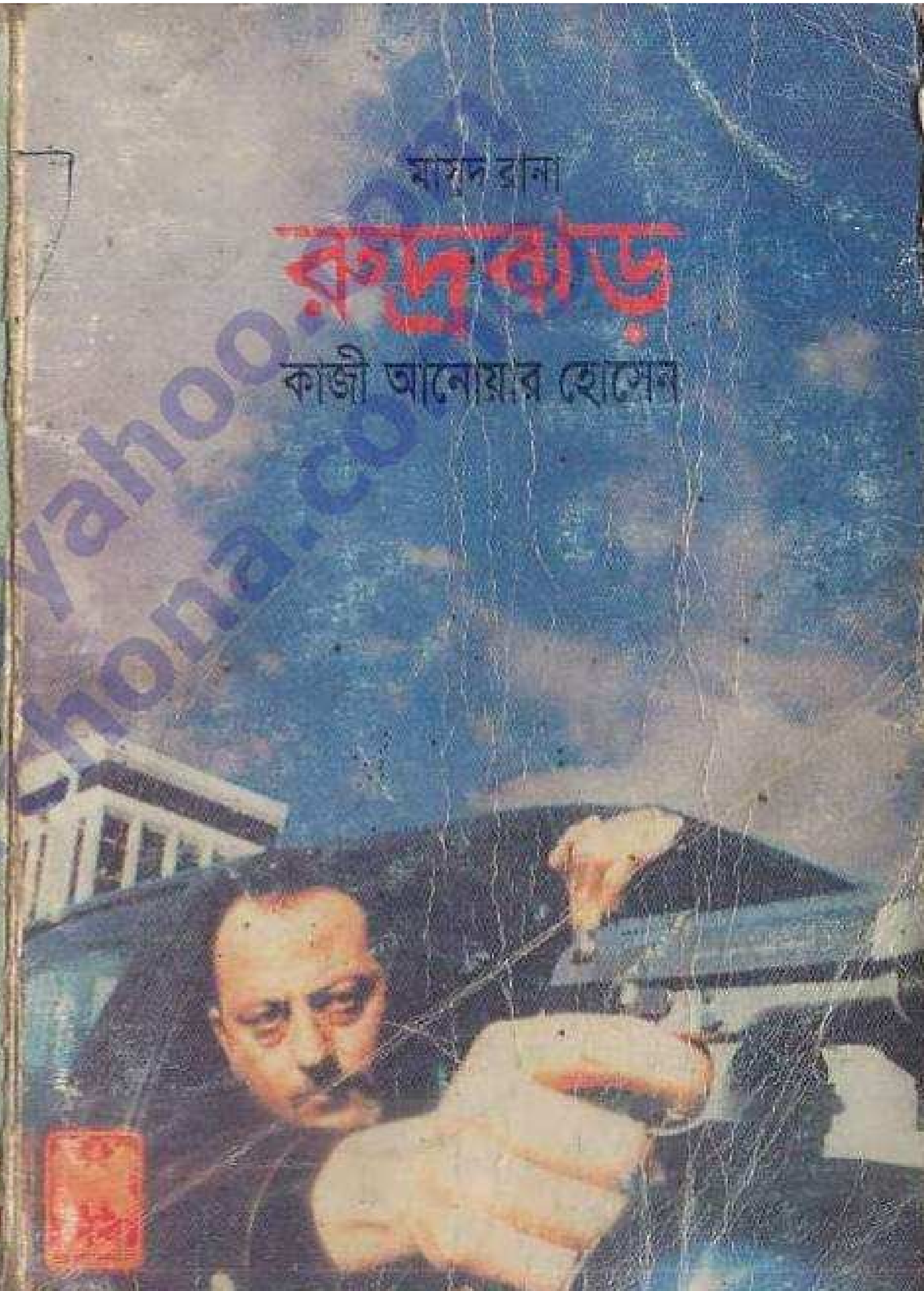

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় • ভারতনাট্যম • স্বর্ণমৃগ • দুঃসাহসিক • মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা • দুর্গম দুর্গ • শত্রু ভয়ঙ্কর • সাগরসঙ্গম • রানা! সাবধান!! • বিস্মরণ • রত্নদ্বীপ • নীল আতঙ্ক • কায়রো • মৃত্যুপ্রহর • গুপ্তচক্র • মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র • রাত্রি অন্ধকার • জাল • অটল সিংহাসন • মৃত্যুর ঠিকানা • ক্ষ্যাপা নর্তক • শয়তানের দূত • এখনও ষড়যন্ত্র • প্রমাণ কই? • বিপজ্জনক • রক্তের রঙ • অদৃশ্য শত্রু • পিশাচ দ্বীপ • বিদেশী গুপ্তচর • ব্ল্যাক স্পাইডার • গুপ্তহত্যা • তিনশত্রু • অকস্মাৎ সীমান্ত • সতর্ক শয়তান • নীলছবি • প্রবেশ নিষেধ • পাগল বৈজ্ঞানিক • এসপিওনাজ • লাল পাহাড় • হৃৎকম্পন • প্রতিহিংসা • হংকং সম্রাট • কুউউ • বিদায় রানা • প্রতিদ্বন্দ্বী • আক্রমণ • গ্রাস • স্বর্ণতরী • পপি • জিপসী • আমিই রানা • সেই উ সেন • হ্যালো, সোহানা • হাইজ্যাক • আই লাভ ইউ, ম্যান • সাগর কন্যা • পালাবে কোথায় • টার্গেট নাইন • বিষ নিঃশ্বাস • প্রেতাত্মা • বন্দী গগল • জিম্মি • তুষার যাত্রা • স্বর্ণ সংকট • সন্ন্যাসিনী • পাশের কামরা • নিরাপদ কারাগার • স্বর্গরাজ্য • উদ্ধার • হামলা • প্রতিশোধ • মেজর রাহাত • লেনিনগ্রাদ • আমস্কুশ • আরেক বারমুডা • বেনামী বন্দর • নকল রানা • রিপোর্টার • মরুযাত্রা • বন্ধু • সংকেত • স্পর্ধা • চ্যালেঞ্জ • শত্রুপক্ষ • চারিদিকে শত্রু • অগ্নিপুরুষ • অন্ধকারে চিতা • মরণ কামড় • মরণ খেলা • অপহরণ • আবার সেই দুঃস্বপ্ন • বিপর্যয় • শান্তিদূত • শ্বেত সন্ত্রাস • ছদ্মবেশী • কালপ্রিট • মৃত্যু আলিঙ্গন • সময়সীমা মধ্যরাত • আবার উ সেন • বুমেরাং • কে কেন কিভাবে • মুক্ত বিহঙ্গ • কুচক্র • চাই সাম্রাজ্য • অনুপ্রবেশ • যাত্রা অশুভ • জুয়াড়ী • কালো টাকা • কোকেন সম্রাট • বিষকন্যা • সত্যবাবা • যাত্রীরা হুঁশিয়ার • অপারেশন চিতা • আক্রমণ '৮৯ • অশান্ত সাগর • শ্বাপদ সংকুল • দংশন • প্রলয় সংকেত • ব্ল্যাক ম্যাজিক • তিক্ত অবকাশ • ডাবল এজেন্ট • আমি সোহানা • অগ্নিশপথ • জাপানী ফ্যানাটিক • সাক্ষাৎ শয়তান • গুপ্তঘাতক • নরপিশাচ • শত্রুবিভীষণ • অন্ধ শিকারী • দুই নম্বর • কৃষ্ণপক্ষ • কালো ছায়া • নকল বিজ্ঞানী • বড় ক্ষুধা • স্বর্ণদ্বীপ • রক্তপিপাসা • অপচ্ছায়া • ব্যর্থ মিশন • নীল দংশন • সাউদিয়া ১০৩ • কালপুরুষ • নীল বজ্র • মৃত্যুর প্রতিনিধি • কালকূট • অমানিশা • সবাই চলে গেছে • অনন্ত যাত্রা • রক্তচোষা • কালো ফাইল • মাফিয়া • হীরকসম্রাট • সাত রাজার ধন • শেষ চাল • বিগব্যাঙ • অপারেশন বসনিয়া • টার্গেট বাংলাদেশ • মহাপ্রলয় • যুবরাজ • প্রিন্সেস হিয়া • মৃত্যুফাঁদ • শয়তানের ঘাঁটি • ধ্বংসের নকশা • মায়ান ট্রেজার • ঝড়ের পূর্বাভাস • আক্রান্ত দূতাবাস • জন্মভূমি • দুর্গম গিরি • মরণযাত্রা • মাদকচক্র • শকুনের ছায়া • ভূকম্পের ত্রাস • কালসাপ • গুডবাই, রানা • সীমালঙ্ঘন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

ammsumon@yahoo.com©
www.murchona.com

এক

নিউ ইয়র্ক।

জানালার পর্দা সামান্য সরিয়ে এক চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষটা, নজর স্থির নেই, অনবরত ঘুরছে সামনের রাস্তার ওপর। বাড়িটার কাছেপিঠে কোন গাড়ি থামতে দেখলেই আঁতকে উঠছে। পথচারী কেউ এদিকে তাকালেও একই অবস্থা হয় তার।

গত চারদিন ধরে এই চলছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, একটু বিশ্রাম নেই। বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া জানালার কাছ থেকে নড়ে না। নিজেকে বদ্ধ একটা ঘরে আটকে রেখেছে, দরজার বাইরে করিডরে পর্যন্ত পা রেখে দেখেনি। রুমের আলো জ্বালেনি। অন্ধকার কামরা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে আছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তবু এয়ার কন্ডিশনার চালায়নি-কারণ তাহলে 'ওরা' বুঝে ফেলবে এ-রুমে কেউ আছে।

তার জানা আছে এ বাড়ি যে-সে বাড়ি নয়, প্রায় দুর্গ একটা। রানা এজেন্সির সেফ হাউস। অন্য সময় যেমন-তেমন, সে আসার পর থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া সশস্ত্র গার্ড নিয়োগ করা হয়েছে, রোজ তিন শিফটে চারজন করে বাড়ি পাহারা দেয়। দুটো কুকুরও আছে তাদের সাথে। এর ওপর আছে বিদ্যুৎবাহী কাঁটাতারের ফেন্স এবং অ্যালার্ম সিস্টেম। তবু তার ভয় যায় না।

প্রতিমুহূর্ত মৃত্যুভয়ে সিঁটিয়ে আছে। গত দুই বছরের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর মানসিক যন্ত্রণায় এমনিতেই কাহিল সে, তারওপর দু'সপ্তাহ আগে মা-হারা একমাত্র সন্তান মেয়েটিকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এখন রয়েছে কেবল নিজের প্রাণটা, আর সব শেষ হয়ে গেছে সেদিনের সৎ, কঠোর নীতিপরায়ণ, নামকরা শিকাগো অ্যাটর্নি রিচার্ড উীনের।

মাফিয়ার পিছনে লাগতে গিয়ে ধুলোয় মিশে গেছে ওর সব। নিজের শহর থেকে মাফিয়া নামের দুর্গন্ধী কীটের বীজ উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল সে, দিনে দিনে ওদের বাড় অসহ্য হয়ে উঠছে দেখে 'ক্লীন শিকাগো'র স্বপ্ন দেখেছিল। 'সিটিজেন ক্যাম্পেইন' শুরু করেছিল—এই হয়েছে তার পরিণাম।

শুরুতে যখন এক-আধটু বাধা আসতে শুরু করে, পাত্তা দেয়নি রিচার্ড। আরেকটু এগোলে এই হবে, সেই হবে ধরনের টেলিফোনের হুমকি গায়ে মাখেনি। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে চালিয়ে গেছে স্বপ্ন পূরণের কাজ। ওখানকার সমাজের বড় এক অংশকে অল্পদিনের মধ্যে মাফিয়ার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে সে ভীষণভাবে। 'স্টার অ্যাটর্নি' হওয়ায় অনেকেই সেদিন এগিয়ে আসে পত্রিকায় তার ক্যাম্পেইনে যোগ দেয়ার আবেদন পাঠ করে।

এতে উৎসাহ আরও বেড়ে যায় তার, প্রশাসনে নিজের ইমেজ খাটিয়ে কোন্ কোন্ উঁচু পদের সরকারী কর্মকর্তার সাথে মাফিয়ার কি সম্পর্ক, কে ওদের কাছ থেকে কোন কাজের বিনিময়ে কত পার সেন্ট পায়, সমস্ত তথ্য জোগাড় করতে শুরু করে দেয়। কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক মাফিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে পথে বসাতে কি কি নোংরা কৌশল খাটায় তারা, সে সবও।

এক বছরের মধ্যে মাফিয়া ও ঘুষখোর সরকারী কর্মকর্তাদের নাভিশ্বাস তুলে ছেড়েছিল মানুষটা। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল

না, 'বেশি সেনসিটিভ' জায়গায় হাত দিতে গিয়ে ফেঁসে গেল জনমের মত। টেলিফোনে শেষবারের মত হুমকি দেয়া হলো, এখনও সময় আছে 'সুস্থ জীবনে' ফিরে আসার। এলে 'শেষ রক্ষা' করতে পারবে সে, নইলে 'বাড়াবাড়ি'র পরিণতি কি, অল্পদিনেই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হবে।

সেবারও পাত্তা দিল না রিচার্ড উীন, চালিয়ে যেতে থাকল। সহ্যের মাত্রা আগেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে, কাজেই আর দেরি করল না মাফিয়া। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে মীটিঙে বসল ওদের চার সদস্যের 'কোয়াড কাউন্সিল'। পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো, তারপর একের পর এক আঘাত হানতে শুরু করে দিল মাফিয়া। যে সমস্ত সরকারী কর্মকর্তার গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল, তারাও যোগ দিল ওদের সাথে।

শুরু হলো মারধর দিয়ে। রিচার্ড পথে বেরোলেই হলো, নানান ছলে ঝগড়া বাধিয়ে পেটাতে লাগল মাফিয়ার গুণ্ডা বাহিনী। পুলিসকে জানাতে গেলে ওরা কেস নেয় না, নিলে তদন্ত করে না, আর যদি বা করে, ওদের ফাইন্যাল রিপোর্টে দেখা যায় তারই দোষ, প্রতিপক্ষের কোন দোষ নেই। যেখানকার স্টার অ্যাটর্নি সে, সেই কোর্ট পর্যন্ত তার বিপক্ষে চলে গেল। কেউ সাহায্য করতে এগোল না।

ভয়ে এক সময় ঘর থেকে বের হওয়াই ছেড়ে দিতে হলো রিচার্ড উীনকে। একমাত্র সন্তান, চোদ্দ বছরের মেয়ে রুডির স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এরপর শুরু হলো অন্য ব্যবস্থা। তাকে সিস্টেমেটিক কায়দায় সবদিক থেকে ধ্বংস করে দিতে উঠেপড়ে লাগল ওরা। নানান জটিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হয়রানিতে ফেলল রিচার্ডকে, সে-সব থেকে মুক্তি পেতে সঞ্চয় যা ছিল, হুড়হুড় করে বেরিয়ে গেল সব এক বছরের মধ্যে।

এরপর গেল তার আইন প্র্যাকটিসের লাইসেন্স। প্রতারণা ও

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

গোপন ষড়যন্ত্রের নতুন অভিযোগ উঠল, তার হাত থেকে রেহাই পেতে প্রথমে গাড়ি বেচতে হলো তাকে, তারপর বাড়ি। তার আগে এক রাতে রুডিকে তুলে নিয়ে গেল ওদের এক আন্ডারবস। মাফিয়ার কাছে নাকি অনেক ঋণ হয়ে গেছে রিচার্ডের, সে সব শোধ করতে রুডিকে দরকার ওদের।

পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে শেষ পর্যন্ত তাকে লজ্জায়, ঘৃণায় শহর ছেড়ে পালিয়েই আসতে হয়েছে নাম পাল্টে। আশ্রয় নিয়েছে এসে শেষ ভরসা, বন্ধু মাসুদ রানার এখানে। ও অবশ্য নেই, ঢাকায় গেছে। এখানকার এজেন্সি চীফের জিম্মায় আছে সে বর্তমানে। তবে মাসুদ রানার সাথে ফোনে কথা হয়েছে রিচার্ডের, যে কোনদিন এসে পড়বে ও।

রানা নেই বলে তাকে কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়নি, ওর নির্দেশ পেয়ে এজেন্সি চীফ তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছে, রানা থাকলে যে এরচেয়ে বেশি কিছু করতে পারত, ডীনের তা মনে হয় না। যথেষ্ট করছে এরা, টেলিফোন তো দিনের মধ্যে কয়েকবারই করে, তাছাড়া রোজ অন্তত একবার করে হলেও সশরীরে এসে খোঁজ নেয় তার।

রিচার্ড ডীন জানে এখানে সে নিরাপদ, ভয়ের কিছু নেই, তবু পোড় খাওয়া মনের ভয় যায় না। সামনের বড় রাস্তায় চলন্ত কোন গাড়ির গতি কমতে দেখলেই ছাঁৎ করে ওঠে বুকের মধ্যে। পথচারীদের কেউ সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেও যদি ঘুরে তাকায় এ বাড়ির দিকে, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়। দিনের মধ্যে অমন হাজারবার চমকে চমকে ওঠে সে। একা একা বিড়বিড় করে, মেয়ের জন্যে কাঁদে, নিজের পরিণতির কথা ভেবে দুঃখে বুক ভেঙে যায়। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। করবে সিদ্ধান্ত নিয়েও ফেলেছিল একবার, কিন্তু পরে মত বদলেছে।

ধৈর্য ধরে আছে সে। মাসুদ রানার পৌঁছার অপেক্ষায় আছে। ও এলে ওর হাতে এতদিন ধরে আগলে রাখা নোটবইটা তুলে দেবে, ওটার মধ্যে আছে তার এত দুর্ভোগের কারণ–শিকাগো মাফিয়া র‍্যাকেটের ইটালিয়ান ওয়ের্কারগুলোর নাম পরিচয়, ঠিকানা, সব।

রানা যদি কিছু করতে পারে, ভাল। যদি না পারে তাহলে জীবন-মৃত্যুর মাঝের সূক্ষ্ম সুতোটা নিজেই টেনে ছিঁড়ে ফেলবে সে। কি লাভ এত কষ্ট আর লজ্জা নিয়ে বেঁচে থেকে? কি দাম আছে এ জীবনের?

পেটের মধ্যে মুচড়ে উঠতে রুমের ও-মাথার টেবিলটার দিকে তাকাল সে, দুপুরের খাবার পড়ে আছে। খাওয়া দূরের কথা, ছুঁয়েও দেখেনি। ধীরপায়ে বাথরুমের দিকে এগোল রিচার্ড, পিছনের ঘষা কাঁচের ছোট জানালা দিয়ে আসা দিনের অন্তিম আলোয় আয়নার দিকে তাকাল। যাকে দেখা গেল, সে রিচার্ড নয়–অন্য কেউ মনে হচ্ছে।

গাল ভেঙে বসে গেছে, চোয়ালের হাড় জেগে আছে বিশ্রীভাবে। কয়েকদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ সারা মুখে, চোখ ইঞ্চিখানেক ঢুকে আছে গর্তের মধ্যে–ঘুমের অভাবে টকটকে লাল। চারপাশে গভীর কালো ছোপ, মাথায় টাক পড়ে গেছে। চুল যে ক'গাছি আছে, তার বেশিরভাগই সাদা। কপালে কয়েকটা গভীর ভাঁজও পড়েছে।

ওটার সাথে নিজেকে আজকাল মেলাতে পারে না সে। নিজেরই বিশ্বাস হতে চায় না তার ওই চেহারা–ছত্রিশ বছরের রিচার্ড ডীনের। মনে হয় ষাট বছরের হীনস্বাস্থ্যের কোন বুড়ো বুঝি। কোন দুরারোগ্য রোগের শিকার।

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল সে, চোখেমুখে পানি দিয়ে বেরিয়ে এসে টেবিলে বসল। কিছু মুখে না দিলে আর পারা যাচ্ছে

anisimon@yahoo.com
www.murchona.com©

না। কিন্তু খাবার দেখেই চোখে পানি এসে গেল। রুডির কচিমুখটা মনে পড়ে গেছে। এমনিতে সবসময়ই ব্যস্ত মানুষ সে, বাড়িতে খাওয়ার সুযোগ তেমন পেত না, কিন্তু পাঁচ বছর আগে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর নিজের গরজেই কিছুটা সময় বের করে নিয়েছিল মেয়ের একাকিত্বের কথা ভেবে।

যত ব্যস্ততাই থাক, ওর পর থেকে বাড়িতে মেয়ের সাথে ডিনার খেত রিচার্ড, প্রায় এই সময়। আজ কোথায় রুডি? কতদিন হলো বাপ-বেটীতে দেখা নেই? কেমন আছে ও, রুগেরি ওর ওপর কি নির্যাতন করছে, কে জানে! তার কর্মফল ওরা কেন কচি মেয়েটার ওপর চাপিয়ে দিল? ও তো তাদের কোন ক্ষতি করেনি!

টেবিলের কোনায় মাথা রেখে নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল রিচার্ড ডীন। অনেকক্ষণ কেঁদে মন কিছুটা হালকা হতে আবার মুখ হাত ধুয়ে এল। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে, শুধু এক কাপ কফি খেয়ে সিগারেট ধরাল সে, পায়ে পায়ে চলে এল জানালার কাছে। বাইরে, একটু দূরে আলোয় আলোয় ঝলমল করছে ম্যাডিসন স্কয়্যার, মানুষ-গাড়ি আসছে-যাচ্ছে, আনমনে তাই দেখতে লাগল।

কতক্ষণ পর জানে না, দুটো গাড়ি বাঁক নিয়ে এই বাড়িমুখো হলো দেখে শক্ত হয়ে গেল অ্যাটর্নি। কারা ওরা! গাড়ির হেডলাইটের আলো হঠাৎ চোখের ওপর পড়ায় প্রথমে বুঝতে না পারলেও কয়েক সেকেন্ড পর বুঝল ওগুলো পুলিসের। চোখ কুঁচকে উঠল তার, পুলিস কেন? কার খোঁজে এসেছে ওরা? জায়গা ছেড়ে সরে যাবে কি না ভাবল সে একবার, পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। দেখাই যাক না কেন এসেছে।

একশো গজমত প্রাইভেট রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির সামনের গেটে এসে থামল গাড়ি দুটো, ওপরে নীরবে ফ্ল্যাশ করে চলেছে আলো। একে একে আটজন পুলিস নামল ভেতর থেকে, ওদের দেখে ঘেউ ঘেউ করে হুঁশিয়ারি জানাল ভেতরের কুকুর দুটো। দুই গার্ডকে

ওদের গলায় বেল্ট পরিয়ে দিতে দেখল অ্যাটর্নি। রাত হলেই ছেড়ে দেয়া হয় ওগুলোকে। এক গার্ড এগিয়ে গেল গেটের দিকে, বাইরে অধৈর্যের মত পা ঠুকছে লোকগুলো, শীত তাড়াচ্ছে।

জানালার ল্যাচ সরিয়ে পাল্লা ইঞ্চিখানেক ওপরে তুলে কান পাতল রিচার্ড। সামনে দাঁড়ানো প্রকাণ্ডদেহী অফিসারকে বলতে শুনল, '...সার্চ করব।'

'কেন?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল এজেন্সির আমেরিকান গার্ড। এক্স জিআই লোকটা, ষাঁড়ের মত স্বাস্থ্য। কাঁধে হেকলার অ্যান্ড কচ সাব-মেশিনগান।

'গেট খোলো, বলছি।'

'হবে না,' সোজা নাকচ করে দিল গার্ড। 'আগে কাগজপত্র দেখাও। সার্চ ওয়ারেন্ট দেখাও।'

'গেট খোলো, ম্যান!' বিরক্ত হলো অফিসার। 'পুলিস দেখেও বুঝতে পারছ না আমরা ঠাট্টা করতে আসিনি?'

'দেখে তো পুলিসের মতই লাগছে,' এবারও অনুত্তেজিত গলায় বলল লোকটা। 'কিন্তু কাগজপত্র না দেখে তো শিওর হতে পারছি না।'

তর্ক বেধে গেছে দেখে অন্য তিন গার্ডও এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, দু'জনের হাতে ধরা কুকুরের শেকল। এমন কিছুই আশা করছিল ওরা, সবক'টাকে একসঙ্গে সামনে পেতে চাইছিল। ওদের জানা আছে কতজন গার্ড পাহারায় থাকে প্রতি শিফটে। এদিকে পুলিসের দিকে অস্ত্র ধরা ক্যাপিটাল অফেন্স, তাই সে চেষ্টা করেইনি গার্ডদের কেউ, এই সুযোগটাই ষোলো আনা নিল পুলিস। পলক ফেলার আগেই চোখের সামনে আটটা সাইলেন্সার পরানো পিস্তল দেখে জমে গেল গার্ড বাহিনী।

অসহায়ের মত এ-ওর ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকাতে লাগল। পিস্তলগুলো ওরা দেহের পাশে এমনভাবে ধরেছে, রাস্তা

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই, তার মানে কোন সাহায্য আসারও উপায় নেই। কুকুর দুটোর চিৎকারে গরম হয়ে উঠল এলাকা।

ব্যাপারটা সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে অস্ত্রের নল খানিকটা নিচু করল অফিসার, দুপ! করে দুটো চাপা আওয়াজ উঠল। একেবারে নিঃশব্দে জায়গায় ঢলে পড়ল কুকুর দুটো। নিখুঁত সই, খুলি চুরমার হয়ে গেছে দুটোরই। বেকুব হয়ে গেল চার গার্ড।

'ওয়েল!' সন্তুষ্ট হয়ে হাসল সে। 'পরিচয় তো পেলে, এবার খোলো গেট।'

'নাকি আরও কিছু দেখতে চাও?' বলে উঠল আরেকজন।

'অলরাইট!' হাতে ধরা মৃত কুকুরের শেকল ছেড়ে বাধা দিল আরেক গার্ড, এ-ও আমেরিকান। 'অলরাইট। খুলছি। কিন্তু তার আগে তোমরা শিওর হয়ে নাও ঠিক জায়গাতেই এসেছ কি না! ভুলও তো হয়ে থাকতে পারে।'

মাথা দোলাল বিশালদেহী। 'তোমরা জানো না, এসব কাজে আমাদের কখনও ভুল হয় না। এবার খোলো।'

'তোমরা জানো না কোথায় হাত দিয়েছ,' হিসিয়ে উঠল এক্স জিআই। 'জীবন দিয়ে এর মাসুল শোধ করতে হবে।'

'সে পরের ব্যাপার পরেই বুঝব। এবার পায়া নাড়াও।'

তবু নড়ল না লোকটা। 'এখনও সময় আছে, পালিয়ে যাও। শহর ছেড়ে সরে পড়ো, নইলে...'

'শাটাপ্!' চাপা ধমক লাগাল 'অফিসার'। অস্ত্রের নল একটু নামল লোকটার, গার্ডের হাঁটুর ওপর স্থির হলো। 'পাঁচ পর্যন্ত গুনব, এরমধ্যে গেট না খুললে একটা পা হারাবে তুমি।'

শেষ চেষ্টা করল জিআই। 'শোনো...'

'এক...দুই...তিন...'

দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল সে, ঠোঁট

চাটল। কপালে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে। '...চার...'

নড়ে উঠল গার্ড। উপায় নেই, আটটা পিস্তল লোভীর মত তাকিয়ে আছে, এখন কিছু করতে যাওয়া হবে আত্মহত্যার নামান্তর—অর্থহীন। কয়েক পা দূরের গার্ড হাটের দিকে এগোল সে। চালে হেরে যাওয়ায় চেহারা কালো। কে ভেবেছিল এভাবে বিপদ পুলিসের চেহারা নিয়ে হাজির হবে?

'ভেতরে ঢুকবে না,' সতর্ক করল তাকে লোকটা। 'বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপবে। জানি কিছু একটা করার জন্যে হাত নিশপিশ করছে তোমার।' মাথা নাড়ল ডানে-বাঁয়ে। 'কোরো না। তাহলে এই তিনজনের মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী হবে। ওকে?'

সব কথা কানে গেল না তার, হাটের ভেতরে হাত বাড়াবার আগে দোতলার অন্ধকার জানালার দিকে তাকাল এক পলক। সরি, মিস্টার, মনে মনে বলল, তোমাকে রক্ষা করতে পারলাম না।

খুলে গেল বিদ্যুৎচালিত ভারী লোহার গেট। 'অফিসার' সহ দু'জন বাদে বাকিরা ঢুকে পড়ল, পিস্তলের মুখে গার্ডদের নিয়ে এল বাড়ির ভেতরে। নিরস্ত্র করে হাত-পা কষে বাঁধতে লাগল সবার। কাজটা সবে শেষ হয়েছে, এমনসময় দূর থেকে টেলিফোনের রিঙ ভেসে এল। আওয়াজ শুনেই জিআই বুঝল ওটা হাটের টেলিফোন, নিশ্চই অফিস থেকে ফোন করেছে কেউ।

চারবার রিঙ হয়ে থেমে গেল। একটু বিরতি দিয়ে ফের চারবার বাজল। তারপর আবার। ওদিকে এমন অদ্ভুত রিঙ শুনে সতর্ক হয়ে উঠল 'অফিসার', বুঝে ফেলল সমস্যা হাজির হওয়ার আলামত ওটা, কাজেই পরের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না। সঙ্গী আর সে মিলে গাড়ি দুটো পিছিয়ে নিয়ে সেফ হাউসের প্রাইভেট রাস্তার মাথায় এমনভাবে আড়াআড়ি করে রাখল, যাতে ওগুলো না সরিয়ে কোন গাড়ি ভেতরে ঢুকতে না পারে।

হ্যান্ড ব্রেক টেনে দিয়ে গাড়ি লক করল ওরা, তারপর দ্রুত

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পায়ে গাড়ির দিকে এগোল। কাজগুলো সারতে বড়জোর দুই মিনিট লাগল। এরমধ্যে প্রথম ছয় 'পুলিস' উঠে এসেছে দোতলায়, ভেতর থেকে বন্ধ অ্যাটর্নির রুমের দরজা ভেঙে ফেলার সংগ্রামে ব্যস্ত।

হুলস্থুল পড়ে গেছে ম্যানহাটনে রানা এজেন্সির অফিসে। সবাই বুঝে ফেলেছে কিছু একটা ঘটেছে সেফ হাউসে। এতবার রিঙ হওয়ার পরও গার্ডদের কেউ ফোন তুলছে না, তার মানে নিশ্চয়ই ব্যাপার গুরুতর।

তখনই দুটো গাড়িতে চেপে লোকাল চীফসহ সাত-আটজন অপারেটর তুফান বেগে ছুটল ম্যাডিসন স্কয়্যারের দিকে। কিন্তু লাভ হলো না, ওরা পৌঁছার বেশ আগেই শেষ হয়ে গেছে সব। নিজের রুমের মেঝেতে মরে পড়ে আছে অ্যাটর্নি রিচার্ড ডীন–অসংখ্য গুলিতে বুকটা প্রায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে খুনীর দল।

রক্তে কার্পেট ভিজে একাকার। তার দুপুরের খাবার তেমনি পড়ে আছে, ছোঁয়নি কেউ। শিথিল ডান হাতের কাছে মেলা অবস্থায় পড়ে থাকা একটা পার্স তুলে নিল চীফ, শওকত। বাঁ দিকের ফটো স্লটে বারো-তেরো বছরের ফুটফুটে, মিষ্টি চেহারার এক মেয়ের ছবি দেখল। রুডির হবে নিশ্চই, ভাবল সে। অ্যাটর্নির দিকে তাকাল। চোখে পানি তার। মাথা কাত হয়ে থাকায় এক চোখের পানি গড়িয়ে কান পর্যন্ত নেমে এসেছে। ফোঁটা যথেষ্ট বড় হতে পারেনি বলে আটকে আছে, ঝরে পড়তে পারছে না।

পারবেও না আর কোনদিন। প্রাণটার সাথে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের যেমন অবসান ঘটেছে হতভাগা মানুষটার, তেমনি চোখের পানির উৎসও গেছে শুকিয়ে।

সিলিঙে ফিট করা মাইক্রো লিসনিং ডিভাইসের অবস্থানের দিকে তাকাল শওকত। দেখা যাক, কিছু আছে কি না ওটায়।

নানান কারণে সেফ হাউসের প্রায় সব ঘরেই প্ল্যান্ট করা আছে ওই জিনিস, প্রয়োজনে অ্যাকটিভেট করা হয়। যেদিন এই লোক এখানে এল, সেদিনই রানার নির্দেশে ওটা অ্যাকটিভেট করেছে সে। কিছু কথাবার্তা ওতে রেকর্ড হয়েছে কি না শুনতে হবে এখন, গার্ডদের সাথে কথা বলে জানতে হবে সমস্ত কিছু, তারপর ফোন করতে হবে ঢাকায়–অনেক কাজ। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল সে।

'সাদা চাদর নিয়ে এসো কেউ,' সহজ গলায় বলল। 'লাশ ঢাকতে হবে।'

'আবার রিওয়াইন্ড করো,' বলল মাসুদ রানা। 'কথা শুনব শুধু।'

তাই করল শওকত। নখের মাথা দিয়ে চাপ দিল খুদে রিসিভার/ রেকর্ডারের REW লেখা বাটনে। নিঃশব্দে ঘুরতে লাগল পিচ্চি স্পেশালাইজড্ টেপ ক্যাসেট। খুবই ছোট রেকর্ডারটা, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে মাত্র চুরাশি বাই পঞ্চান্ন মিলিমিটার। এসটিআর-৪৪০।

ডিভাইস প্ল্যান্ট করে সেট অন রাখলেই হয়, আর কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। প্রথমটার দশ গজের মধ্যে কোন আওয়াজ উঠলেই একসাথে অ্যাকটিভেট হবে ডিভাইস ও রিসিভার/ রেকর্ডার, যেটুকু আওয়াজ হবে, ততটুকুই রেকর্ড হবে, আওয়াজ না থাকলে ঘুমিয়ে থাকবে দুটোই।

বেশি পিছিয়ে গিয়েছিল টেপ, অন করতেই একটু দূরে বিকট শব্দে দরজা ভেঙে পড়ার আওয়াজ উঠল, পরক্ষণে অ্যাটর্নির হাউমাউ করে কেঁদে ওঠার। পরেরটা বেশ কাছে শোনাল। চিৎকার করে প্রলাপ বকছে আর কাঁদছে সে, প্রাণভিক্ষা চাইছে। ছত্রিশ ঘণ্টা আগের রেকর্ড।

আফসোস প্রকাশ করল কেউ, 'আহ্-হা! সেদিনের সেই

amisumon@yahoo.com www.murchona.com

পাওয়ারফুল, ড্যামকেয়ার অ্যাটর্নি সাহেবের আজ এ কী অবস্থা! চুক চুক! ভারি দুঃখজনক।'

কান্না থামল, ঘরে আর কোন আওয়াজ নেই বলে নিজে থেকে থেমে গেল রেকর্ডার। এক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে ফের নড়ে উঠল টেপ। 'রুগেরি!' উনের গলা। 'তুমি...!'

'যাক, চিনতে পেরেছ তাহলে?' কর্কশ, অমার্জিত গলা লোকটার। প্রশ্নটা করেই খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল। 'দেখতে এসেছি কেমন আছ তুমি। তা ভালই তো আছ মনে হয়। মাসুদ রানা তাহলে বাজার হালেই রেখেছে বন্ধুকে, কি বলো, মন্টি?'

'সি, সেনিয়র!'

রিচার্ডের ফোঁপানির শব্দ উঠল। 'ঈশ্বরের দোহাই, রুগেরি। প্রাণে মেরো না, সবই তো শেষ হয়ে গেছে আমার। মা মরা মেয়েটাকে পর্যন্ত তুমি...' কান্নায় গলা বুজে গেল। 'দোহাই লাগে, আমাকে ছেড়ে...'

'দুঃখিত। ছেড়ে দেব বলে এতদূর ছুটে আসিনি আমি। আর তুমিই তো সবচেয়ে ভাল জানো আমাদের অভিধানে ক্ষমা-দয়া বলে কোন শব্দ নেই। তাছাড়া আমার পার্টনার আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে ডনের গদিতে বসতে চায়, তাও জানো। তাই নমিনেশন দেয়ার আগে তার ক্ষমতা কত, তা বোঝার জন্যে কোয়াড কাউন্সিল তাকে 'তোমাকে শেষ করে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছে। সে দিয়েছে আমাকে। ভেবে দেখো, পার্টনার ডন হলে আমার কত সুবিধা। তোমার মেয়েকে তখন নিশ্চই আরও অনেক সুখে রাখতে পারব। বাপ হয়ে তুমি তোমার একমাত্র মেয়ের ভাল চাও না, একথা নিশ্চই বিশ্বাস করতে বলো না আমাকে? না কি, অ্যাটর্নি?'

'ও বাচ্চা মেয়ে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সে। 'দয়া করে ওকে রেহাই দাও, রুগেরি।'

'বাচ্চা মেয়ে! কি বলছ তুমি? মোটেই বাচ্চা নয় তোমার

মেয়ে, অ্যাটর্নি। রীতিমত সেয়ানা। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, বিশ্বাস করো। একটু কাঁচা অবশ্য ছিল, এখন সেয়ানা হয়ে গেছে। দুই সপ্তাহে ওকে সাইজ করে ফেলেছি। চাবুকের ভয়ে ভালই খেল দেখায় এখন।' নিষ্ঠুর, কুটিল সুরে হা-হা করে হেসে উঠল রুগেরি।

অনেকক্ষণ আর কোন কথা নেই, কেবল মাঝেমাঝে রিচার্ডের নাক টানার শব্দ হচ্ছে। নিজের মেয়ে সম্পর্কে এমন নোংরা কথা শুনতে হচ্ছে বলে লজ্জায়, দুঃখে কাঁদছে হয়তো অসহায় মানুষটা।

'ওকে নিয়ে চিন্তা নেই। তুমি বরং নিজের কথা ভাবো। এখন দেখলে তো, শেষ [illegible] কেউ রক্ষা করতে পারল না তোমাকে? তখন যদি আমাদের কথা শুনতে, আজ এই অবস্থা হত না, রিচার্ড। [illegible] কত লাভ হয়েছে তোমার, আমাদেরই বা কী এমন ক্ষতি করতে পেরেছ তুমি শেষ পর্যন্ত?'

'সেনিয়র, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলা উচিত আমাদের,' [illegible] কেউ বলে উঠল, খুব-সম্ভব মন্টি।

'এই তো, হয়ে এসেছে। কই, অ্যাটর্নি, মেলাতে পারলে হিসেব? প্যারোলি—কেমন? এই হয় শেষ পর্যন্ত। এজন্যেই বলে অন্যের ঘরে শুয়ে সখা স্বপ্ন দেখতে নেই। বাতাসে ঘর উড়ে গেলে...কে? তুমি কি চাও?'

চাপা, দূরাগত একটা গলা জবাব দিল, 'একটু আগে গার্ড হাটের ফোনটায় রিং হয়েছে, সেনিয়র। মনে হচ্ছিল কোন সাংকেতিক...'

'তারপর?' বাধা দিল রুগেরি।

'গাড়ি রেখে ঐ বাড়ির প্রাইভেট রোড ব্লক করে আপনাকে খবর দিতে এলাম।'

'গুড! রাস্তা ব্লক করে ঠিকই করেছ তোমরা, গুড! আমারও এদিকের কাজ প্রায় শেষ। নিচে যাও। মন্টি, তুমিও যাও সবাইকে

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

নিয়ে। নজর রাখো। এখানে আর কারও দরকার নেই।'

কয়েক জোড়া বুটের মশ মশ আওয়াজ উঠল, দূরে মিলিয়ে গেল। তারপরই রুগেরির গলা, 'কে ফোন করল!' অনেকটা আপনমনে বলে গলা চড়াল। 'তাহলে, অ্যাটর্নি! এবার যেতে হয় তোমাকে। রুডিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার দিন আমাকে মাসুদ রানার ভয় দেখিয়েছিলে তুমি, মনে আছে? আশ্রয় তার এখানে পেয়েছ ঠিকই, কিন্তু রুই, তোমাকে রক্ষা করতে তো এল না সে!

'লোকটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম তুমি মিথ্যে বড়াই করোনি, তাই তৈরি হয়েই এসেছিলাম। কিন্তু তার যখন পাত্তা নেই, তখন...'

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল রিচার্ড উীন। 'না! দোহাই, মেরো না—ঈশ্বরের দোহাই...রুগেরি...'

'আর কোন দোহাইতে কাজ হবে না। ক্ষমা অর্জনের সমস্ত পথ তুমি নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছ, ভুলে গেলে? গুড বাই।'

চট্ করে রেকর্ডার অফ করে দিল রানা। কথা শেষ। এর পর আছে রিচার্ডের বুক ভাঙা চিৎকার, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের গুলি। আবার চিৎকার, সাথে গোঙানি; তারপর আবার দুপ। চাপা গোঁ-গোঁ শব্দ, ফের দুপ—একের পর এক। চতুর্থ গুলির পরই অ্যাটর্নি নিঃসাড় হয়ে গেছে।

চুপ-চাপ বসে থাকল ও। নজর মেঝেতে সেঁটে আছে, চেহারা দেখে মনের কথা বোঝার কোন উপায় নেই—একদম স্বাভাবিক। আজই নিউ ইয়র্ক পৌঁছেছে ও, দু'ঘণ্টা আগে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে এসেছে সেফ হাউসে। ঢাকায় জরুরি এক কাজে আটকে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল, নইলে আরও আগেই আসার কথা। রিচার্ডকে কথা দিয়েছিল, ও এসে তার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে, কিন্তু কথা রাখতে পারেনি। বরং তার আগে ওকেই ঝামেলামুক্ত করে চলে গেছে সে। ওসব ভাবতে গেলে

কষ্ট হয়, তাই ভাবছে না রানা। ভাবছে আর কিছু।

এক-দুই বছরের নয়, অনেক দিনের বন্ধুত্ব ওদের। প্রায় এক যুগের। দুই কি তিন বছরের রুডি ও স্ত্রীকে নিয়ে সে বছর ক্রিসমাস ও নতুন বছরের ছুটি কাটাতে প্যারিস গিয়েছিল রিচার্ড উীন। সে তখন শিকাগোর উঠতি আইনজীবী। ডজন ডজন কেস লড়ে একটাতেও হারেনি, এমন তুখোড় আইনজীবীর নাম হওয়ারই কথা।

কিন্তু ফরাসী ভাষা একদম জানত না রিচার্ড বা তার বউ, জেনি। তাকে কেন্দ্র করেই ওদের পরিচয়। বড়দিনের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে আইফেল টাওয়ারের নামকরা রেস্টুরেন্টে ডিনার খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল জেনির, ওখানে যাওয়ার পথে হোটেল থেকে ভাড়া করা ট্যাক্সিতে জটিল যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় ফোন করে হোটেল থেকে আরেকটা ট্যাক্সি বুক করার চেষ্টা করে ড্রাইভার, কিন্তু বড়দিনের রাশের জন্যে হলো না।

বাধ্য হয়ে লোকটা ওদের সাধারণ এক ট্যাক্সিতে তুলে দিল। মক্কেল চিনতে ভুল করেনি পরের ড্রাইভার, বড়দিন উপলক্ষে কিছু কাও কামাই করবে বলে শহর থেকে বেশ দূরের এক নির্জন ব্রাঞ্চ রোডে নিয়ে গেল সে ওদের। রিচার্ডকে বেকায়দারকম মারধর করে টাকা-পয়সা, ঘড়ি-আংটি এবং পাসপোর্ট নিয়ে পালিয়ে গেল। ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে।

বউ-বাচ্চা নিয়ে কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাইওয়ে পর্যন্ত এল রিচার্ড, তখন তার বেহাল অবস্থা। স্রোতের মত গাড়ি যাচ্ছে প্যারিসের দিকে, ওরা এত হাত নাড়ে, একটাও থামে না। তাকিয়ে দেখে না পর্যন্ত। সময় নেই, সবার প্যারিস পৌঁছার তাড়া আছে— পার্টি বা এই ধরনের আর কিছু আছে। ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর যাও বা দুটো গাড়ি থামানো গেল, তার কোনা-কানচি পর্যন্ত একেবারে ভর্তি। হাঁস-মুরগির মত গাদাগাদি করে বসে আছে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

তরুণ বয়সী ছেলেমেয়েরা। নির্লজ্জ ফষ্টিনষ্টিতে ব্যস্ত।

রিচার্ড-জেনি তো দূরের কথা; রুডির দোকান মত জায়গাও নেই কোনটায়। চলে গেল ওগুলো। পরেরটার ড্রাইভার ছেলেটা অবশ্য যাওয়ার আগে দুর্বোধ্য, কড়া অ্যাকসেন্টের ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ওদের ওখানে অপেক্ষা করতে বলে গেল, সামনে থেকে হাইওয়ে পুলিসের গাড়ি পাঠিয়ে দেবে সে। আধঘণ্টা অপেক্ষার পরও পুলিস এল না দেখে হতাশ হয়ে আবার হাঁটা শুরু করল দু'জনে, রুডি তখন নিথর আড়ষ্ট হয়ে আছে।

সিকি মাইলখানেক যাওয়ার পর আরেকটা গাড়ি এল, হাত দেখাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাসুদ রানা ছিল ওটার চালক। ওর ফরাসী ভাষা জ্ঞান আর সাহায্যের ফলে দুই ঘণ্টার মাথায় ধরা পড়ল সেই ড্রাইভার, অল্প স্বল্প ডলারের ঘাটতি ছাড়া সবই উদ্ধার হলো। রিচার্ডের চিকিৎসাও হলো।

ফরাসী না হয়েও ফরাসী পুলিসের বড় কর্তাদের সাথে রানার দহরম মহরম দেখে ভারি অবাক লেগেছিল রিচার্ড-জেনির। ওর আসল পরিচয় জানতে চেয়েছে কয়েকবার, রানা এড়িয়ে গেছে। পরে অবশ্য নিজে থেকেই জেনেছে ওরা, পত্রিকায় নিউ ইয়র্কের আণ্ডারগ্রাউণ্ড অপরাধ দমনে রানা এজেন্সির সাফল্যের কীর্তি পড়ে।

দেখা দু'জনের কম হত, কিন্তু ওদের বন্ধুত্বের শেকড় ছিল অনেক গভীর। প্যারিসের ঘটনার পর বছর না ঘুরতেই সাংঘাতিক ঝামেলায় জড়িয়ে গেল রানা, আমেরিকায়। সো ভার্জিনিয়ায় ছুটে এল রিচার্ড এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিপদমুক্ত করল বন্ধুকে। একটা ব্যাপারে মিল ছিল ওদের, দু'জনেই সমান কঠোর নীতি ও কর্তব্য পরায়ণ। হয়তো এই জন্যেই মাসুদ রানা যেখানেই থাকুক, অবস্থান জেনে সেই ঠিকানায় প্রত্যেক বছরের শুরুতে ওর জন্যে নিউ ইয়ার্স গিফট পাঠাত রিচার্ড। রানাও পাঠাত। কিন্তু

রিচার্ডেরটাই পৌঁছত আগে। সাথে থাকত শুভেচ্ছা বার্তাসহ লম্বা চিঠি, পারিবারিক ছবি।

চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক কাঁপিয়ে। পকেট থেকে রিচার্ডের নোটবইটা বের করে আনমনে পাতা ওল্টাতে লাগল। নিজের মাথার কাছে ম্যাট্রেসের নিচে এটা গুঁজে রেখেছিল সে, খুনীর দল খোঁজ করলে পেয়ে যেত হয়তো। সৌভাগ্য যে ব্যস্ত ছিল বলে করেনি। এসবের তথ্য-প্রমাণ রেখে যাবে অ্যাটর্নি, সে সম্ভাবনা হয়তো কারও মাথায়ই আসেনি। অনেকগুলো নাম আছে এতে, অনেকগুলো ঠিকানাও। শিকাগোর মাফিয়ার কে কি, সব আছে।

দু'বছর আগে মাফিয়া যখন রিচার্ডের ওপর সিস্টেমেটিক নির্যাতন শুরু করে, তখন থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ঘটনার বর্ণনা আছে সংক্ষেপে। তার সাথে আছে বড় এক চিঠি। পড়লে বোঝা যায় এর মধ্যে আত্মহত্যা করবে ঠিক করেছিল সে। তার আগে সমস্ত ঘটনা রানাকে জানিয়ে যাওয়ার জন্যে ওটা লিখেছে। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টালেও চিঠিটা নষ্ট করেনি।

ওগুলো যত্নের সাথে কোটের ভেতরের পকেটে রেখে দিল মাসুদ রানা। এখন থাক ওসব, অন্য হাজারো কাজ আছে।

তার প্রক্রিয়া অবশ্য টাকা ছাড়ার আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছে। এখন একমাত্র কাজ আঁটঘাট খুব মজবুত করে বেঁধে নেয়া। সবকিছু ভাল করে জেনে-বুঝে নিয়ে পা বাড়ানো। একজন সৎসাহসী, নির্ভীক, নীতিপরায়ণ ভাল মানুষকে অন্যায়ভাবে দীর্ঘ নরকযন্ত্রণা ভুগিয়ে শেষ করে দিয়েছে মাফিয়া, অথচ কেউ তার জন্যে কিছুই করেনি। পুলিস বসে বসে তামাশা দেখেছে, আদালতের ভাগের লোভে মুখ বুজে থেকেছে। রানার সে লোভ নেই, কাজেই ছাড়বে না ও। একটাকেও না। ছাড়লে পাপ হবে, মহাঅন্যায় করা হবে।

শুয়োরের দল জোট বেঁধে রিচার্ডকে তো মেরেছেই, মা মরা বাচ্চা মেয়েটাকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। নিজের নোংরা লালসার শিকার বানিয়ে নিয়েছে ওকে আন্ডারবস রুগেরি, পঞ্চাশেরও বেশি যার বয়স। এতকিছুর পর রানাকে চ্যালেঞ্জ করে গেছে হারামজাদা, তাও ওরই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

সাহস আছে বটে! দেখা যাক, কত সাহস তার, কত ক্ষমতা। চোয়াল দৃঢ় হয়ে চেপে বসল ওর। শওকতের দিকে তাকাল। বেশ ক'বছর ধরে এখানকার এজেন্সি-চীফ ছেলেটা। ছোটখাট মানুষ, পাওয়ারফুল কাচের ওপাশে বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় চোখ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, গালে চাপদাড়ি। হাঁটে কম, এই জন্যে অন্য অপারেটররা ঠাট্টা করে আড়ালে-আবডালে তাকে 'কাপালিক' বলে ডাকে।

মুখ শুকনো শওকতের। বসের দেয়া দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বলে লজ্জায় মরে আছে। অন্য সবারও একই অবস্থা, বসকে দেখলেই জড়সড় হয়ে ওঠে, চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ভরসা পায় না। কিন্তু এ নিয়ে ওদের একটা কড়া কথাও বলেনি রানা। কারণ ও জানে ঘটনার সময় এখানে থাকলে নিজের জান দিয়ে হলেও রিচার্ডকে বাঁচাবার চেষ্টা করত এরা। কিন্তু ছিল না কেউ, থাকার কথাও নয়। কাজেই তা নিয়ে অভিযোগ করারও কিছু নেই।

'তোমাদের মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি,' ভরাট গলায় বলল রানা। 'কিন্তু শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ তোমরা, শওকত। এ ক্ষেত্রে আমি তোমাদের কোন ব্যর্থতা দেখছি না। তোমাদের মনমরা হয়ে থাকার কোন কারণ আছে বলেও মনে করি না। যেটুকু তোমরা করেছ, ঠিকই করেছ। এর বেশি কিছু করার ছিল না।'

চেহারায় সামান্য স্বস্তির আভাস ফুটল শওকতের। নিচু গলায় বলল, 'তবু নিজেকে [illegible] দিতে কষ্ট হচ্ছে, মাসুদ ভাই।'

'ভুলে যাও। আমরা [illegible]

নড়েচড়ে বসল এজেন্সি চীফ। 'আমার নিজস্ব পুলিস কন্ট্যাক্টের সাথে কথা বলেছি। গার্ডদের দেয়া বর্ণনা জানিয়েছি তাকে।'

'তো?'

'ওরা সবাই ভুয়া, মাসুদ ভাই। চেক করে দেখেছে সে। রুগেরি আর ম্যাটি বাদে দলে আর যারা ছিল প্রত্যেকে ভুয়া। পুলিসের গাড়ি ছিনতাই করে নিয়ে এসেছিল। ঘটনা সময়মত জানতে পারেনি ওরা, কারণ গাড়িতে যারা ছিল, তাদের বেঁধে বুটে ফেলে রাখা হয়েছিল। এখানে ঘটনা ঘটে যাওয়ার তিন ঘন্টা পর গাড়ি দুটো উদ্ধার করেছে পুলিস।'

মাথা দোলাল ও। অন্যমনস্ক। 'এরকম কিছুই অনুমান করেছিলাম।'

'এখন...' খানিক ইতস্তত করে বলল শওকত। 'কি করবেন, মাসুদ ভাই? এর প্রতিশোধ...' বসের চেহারা অকস্মাৎ শীতল হয়ে উঠতে দেখে ব্রেক কষল। বুক কেঁপে উঠল রানার চোখে সাপের মত পলকহীন চাউনি দেখে।

'প্রতিশোধ? নেব আমি, শওকত,' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলল মাসুদ রানা। 'কাল একদিনের জন্যে ওয়াশিংটন যাচ্ছি আমি, তারপর ফিরে এসে...'

'আমরা তাহলে তৈরি হয়ে...' আবার থেমে গেল সে রানাকে মাথা দোলাতে দেখে। 'তাহলে?'

জবাব দিল না ও। ভাবছে। রুগেরি রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে খুন করে গেছে, ওরই নিরাপদ আশ্রয়ে হানা দিয়ে, এর অর্থ ওকেই সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে শক্তি মদমত্ত মাফিয়া, কাজেই রানা একাই সে চ্যালেঞ্জের জবাব দেবে। একা-ওয়ান ম্যান শো হবে সেটা।

বুকের মধ্যে ক্রোধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে, তা নেভাতে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

একাই যেতে হবে ওকে। আর কাউকে নেবে না মাসুদ রানা–প্রয়োজন নেই।

দুই

শিকাগো। দু'সপ্তাহ পর।

সবচেয়ে অভিজাত কমার্শিয়াল এলাকা পার্ক রিজের বিলাসবহুল, শততল এক ভবন। দোতলায় বড়সড় এক অফিস–আর অ্যান্ড ভি ট্রাফিক কোম্পানি। যৌথ মালিকানার কোম্পানি। এর অন্যতম মালিক এডি রুগেরি ওরফে কিং রুগেরি। কিং অভ দা হাইওয়েজ অনেক বড় হয়ে যায় বলে নিজেকে এই উপাধি দিয়েছে সে। এতে সবার সুবিধে হয়।

শহরের প্রায় সবাই এক নামে তাকে চেনে। মাফিয়ার আন্ডারবস সে। আরেক আন্ডারবস ও আরেক কিং অভ দ্য হাইওয়ে, নিকো ভিয়েলি ওরফে ভিয়েলি দা [illegible] ওরফে কিং ভিয়েলির পার্টনার। আগামী নির্বাচনে ভিয়েলির মেয়র হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

দুই হাত এক করে, তার ওপর থুতনি রেখে আনমনে দোলাচ্ছে কিং রুগেরি। ভাবের দোলায়। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি হবে, উচ্চতা টেলেন্টুনে পাঁচ ফুট হবে। মাঝারি গড়ন। ভুঁড়ি আছে ছোটখাট। মাথায় বিরাট টাক, গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে। দীর্ঘদিন সূর্যের ছোঁয়া না পেলে যেমনটা ঘটে। কুচকুচে কালো স্যুট, দেখলে ঝি ঝি করে ওঠে শরীর কবো।

দামী স্যুট, টাইয়ের আভিজাত্যের মোড়কে নিজেকে, যতই

মুড়ে রাখার চেষ্টা করুক না কেন, কাজ হয় না। যার মানুষ চেনার চোখ আছে, সে দেখলেই বুঝবে লোকটা মানুষরূপী জ্যান্ত এক শয়তান। শুধু শয়তান না, নিকৃষ্টতম শয়তান। তার ভাবের দোলায় দোল খাওয়ার কারণ আছে। 'ন্যোয়াড কাউন্সিল' তার পার্টনার কিং ভিয়েলিকে নমিনেশন দিতে রাজি হয়েছে।

এ সাফল্যের অনেকটাই অবশ্য রুগেরির, তার নিউ ইয়র্ক মিশন সফল হয়েছে বলেই সুযোগটা পেয়েছে সে। ভিয়েলি তাই তার কৃতজ্ঞ পার্টনারের প্রতি। এটা আনন্দের এক কারণ, অন্যটা লেডি মেয়েটা। লেক মিশিগানের তীরে নিজের বিশাল এস্টেটে রেখেছে সে ওকে–বড় মৌজে আছে। অল্পদিনেই তার যৌবনের প্রায় মরা নদীতে ঠিকমত বান ডাকিয়ে দিয়েছে মেয়েটা। অল্প বয়সী মেয়ে জীবনে কম চাখেনি সে, কিন্তু এই মেয়ে একেবারেই আসলি। নির্ভেজাল, নিখুঁত, আনকোরা।

উহ্ দেখো, মেয়েটার কথা ভাবলেই গা কেমন গরম হয়ে ওঠে। ঘড়ি দেখল সে, প্রায় তিনটে বাজে–মাত্র, ভিয়েলি কখন ফিরবে কে জানে! ওর সঙ্গে কথা সেরে এস্টেটে ফিরতে তার কত রাত হবে, তাই বা কে বলতে পারে? কিন্তু কি আর করা! ব্যবসা করে খেতে হবে তো! সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার লক্ষ্য করে থাবা চালাল আন্ডারবস। 'ইয়েস?'

ভরাট একটা গলা প্রশ্ন করল, 'এডি রুগেরি?'

'হ্যাঁ! আপনি কে?'

'কিং রুগেরি?'

চট্ করে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। ব্যাটা ইয়ার্কি করছে নাকি? 'কে তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'আমি মাসুদ রানা।'

'মা...কি!' শোনার আর বোঝার সমন্বয় ঘটামাত্র একটু

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

চমকেই উঠল রুগেরি। বেখেয়ালে বলল, 'মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ, "কিং রুগেরি"।' আরও, আরও আত্মপ্রত্যয়ী শোনাল শেষের শব্দ দুটো, 'মাসুদ রানা।'

দ্রুত সামলে নিল আন্ডারবস। 'তো কিং কি চাও তুমি?'

'নিউ ইয়র্ক পৌঁছে শুনলাম আমাকে না পেয়ে তুমি আফসোস করেছ রিচার্ডের কাছে, তাই দেখা করতে এলাম।'

'তার মানে? ওকে কি বলেছি তুমি জানলে কি করে?' বিস্ময় ফুটল রুগেরির কণ্ঠে।

'তা জেনে তোমার কোন লাভ হবে না,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'দুনিয়ার সমস্ত লাভ-ক্ষতি থেকে তোমাকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিতে এসেছি আমি। তুমি রেডি, "কিং" রুগেরি?'

রাগে গা জ্বলে উঠল তার। 'তুমি জানো আমি কে? এটা নিউ ইয়র্ক নয়, মাসুদ রানা। ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে তোমাকে...' ও-প্রান্তে কঠিন হাসি শুনে থেমে গেল।

'তুমিও তাহলে তাসের ঘরে শুয়ে লম্বা স্বপ্ন দেখো? ভাল, দেখতে থাকো। শত্রু যে-ই হোক, শেষ করার আগে তাকে সতর্ক করা অভ্যেস আমার। তাই ফোন করেছি, রুগেরি। তোমাকে মরতে হবে।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল সে, কিন্তু ডায়াল টোন শুনে থেমে গেল। লাইন কেটে দিয়েছে মাসুদ রানা। কিছুক্ষণ বেকুবের মত রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল রুগেরি, তারপর আলতো করে রেখে দিল ক্রেডলে। লক্ষ করল এত শীতেও কপাল ঘেমে উঠেছে।

রুগেরি মাফিয়ার আন্ডারবস, শিকাগোর অন্যতম ত্রাস। অমন দুই-এক হালি মাসুদ রানাকে ইচ্ছে করলে যখন-তখন জুতোর তলায় পিষে মারতে পারে। এই শহরের গোটা প্রশাসন তাদের পকেটে-বসে, এখানে যা খুশি তাই করতে পারে তারা। আর

লোকটা কি না উল্টে তাকেই হুমকি দিচ্ছে শিকাগোয় এসে? হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পেল না কিং অভ দা হাইওয়ে।

কিন্তু চেষ্টা করেও হাসতে পারল না। কেন যেন আসছে না হাসি। কি যেন ছিল লোকটার বলার মধ্যে, কণ্ঠস্বরে। এমন কিছু, যা আগে কখনও কারও গলায় শোনেনি সে। কি সেটা? উচ্চারণের কাঠিন্য, ভঙ্গি, শীতল ভাব, না আর কিছু?

ওয়েল, মাসুদ রানা কি করে, বসে বসে তা দেখার চেয়ে বরং তারই উচিত কিছু করে ওকে দেখিয়ে দেয়া। হুমকি সত্যি হোক বা মিথ্যে, জবাব দেয়ার জন্যে তৈরি থাকতে হবে রুগেরিকে। সে জানে, শত্রু যত ছোট হোক, তাকে কখনও অবহেলা করতে নেই।

কিন্তু কি করা যায়? এস্টেটের গার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে? না অন্য কিছু? সে দেখা যাবে, ভাবল সে। এক টেলিফোনেই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে পড়ে গেছে দেখে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল। এসব কি? আচ্ছা, কথাটা ভিরোলিকে জানালে কেমন হয়? জানাবে নাকি? না, দূর! কি ভাববে ও? নিশ্চয়ই হেসে...নাহ্, ভীষণ লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা।

তারচেয়ে বরং এস্টেটে যাওয়া যাক, ওখানে মন্টির সাথে বসে আলোচনা করে কিছু একটা উপায় ভেবে বের করা যাবে। সেই ভাল। পার্টনারের জন্যে যে বসে আছে সে, কাজ সেরে বাইরে থেকে ফিরলে তার সঙ্গে ব্যবসার ব্যাপারে জরুরী আলোচনা আছে, সে কথা বেমালুম ভুলে গেল রুগেরি। ইন্টারকমে সহকারী মন্টিকে নির্দেশ দিল রাতে এস্টেটের জন্যে বাড়তি গার্ডের ব্যবস্থা করে গাড়ি নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় অপেক্ষা করতে।

অবাক হলো মন্টি। 'আমরা আটজন তো আছিই, আরও?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'আর গাড়ি রেডি করো।'

'এখনই যাবেন?'

রেগে গেল রুগেরি। 'কেন, তোমার কোন অসুবিধে আছে?'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'না। সেনিয়র ভিয়েলি...'
'যা বলি তাই করো, বকিয়ো না বেশি।'
'সি, সেনিয়র।'

লেক মিশিগান।

টেলিস্কোপিক সাইটের ক্রস হেয়ারে এতি রুগেরির মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল মাসুদ রানা। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ওটা দেখার জন্যেই বসে আছে ও। গতকাল প্রায় সারাদিন এখানে কাটিয়েছে ভিলায় গার্ড কতজন আছে, কি নিয়মে পাহারা দেয় ওরা, ইত্যাদি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে।

কাল ও আজ, দু'দিনই মোট আটজন গার্ড দেখেছে, তারমধ্যে চারজন সারাদিন থাকে বাইরে, রুগেরির সাথে। তাকে অফিসে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। বাকিরা থাকে ভিলার পাহারায়। একজন মেইন গেটে, একজন ভিলার ডোরম্যান হিসেবে। অস্ত্র [illegible] ওদের কাছে, হ্যান্ডগান। কিন্তু পাহারার কোন ডিসিপ্লিন [illegible] ছেড়ে দিয়ে থাকে। আর যা-ই হোক, ওটাকে গার্ড দেয়া [illegible]। বাকি দু'জন ওদের রিলিভার।

রানা জানে, ওই ভিলার মধ্যেই আছে অফি[illegible] এরমধ্যে ও বাইরে আসেনি একবারও। হয়তো আটকে [illegible] হয়েছে কোন রুমে। তাই হবে।

আরও কয়েকটা মুখ ২০-পাওয়ার সাইটের ক্রস হেয়ার স্পর্শ করে গেল, কিন্তু ওগুলোর দিকে [illegible] তাকাল না রানা। নজর ড্রাভারবসের ওপর স্থির, [illegible] তার মাঝে। ভেবেছিল টেলিফোন পেয়ে ঘাবড়ে যাবে লোকটা, আরও গার্ড নিয়ে ফিরবে। কিন্তু না, সেই চারজনই আছে তার সাথে।

এককালে হয়তো [illegible] হ্যান্ডসাম ছিল ওই চেহারা, ভাবল রানা, হয়তো সামান্য ব্যক্তিত্বের [illegible] পাওয়া যেত খুঁজলে।

এখন সেসবের চিহ্নও নেই। আছে শুধুই ক্ষমতার দম্ভ, সীমাহীন লোভ, আর নোংরামি। [illegible] লিমুজিন থেকে নেমে পড়েছে লোকটা, বডিগার্ডদের [illegible] সাথে কথা বলছে। চেহারা কুঁচকে আছে [illegible]ভাবে।

বড় [illegible] রাইফেলের ট্রিগারে আলতো করে হাত বোলাল রানা। [illegible] চাপ পড়লেই গোটা মাথা উড়ে [illegible] আতারবসের [illegible]। তারপর...

[illegible] পড়ে গেল রানা। অস্বস্তি লাগছে। [illegible] অস্বস্তি। [illegible] হয়ে যাচ্ছে বলে? আরও দু'য়েকদিন পর্যবেক্ষণ [illegible] উচিত ছিল? নাকি ও যেখানে আছে, সেখানকার [illegible] নিয়ে সন্দেহ আছে? কোন কারণ চিহ্নিত করতে [illegible] না রানা, ওর দৃষ্টিতে সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে, [illegible] অস্বস্তি দূর হচ্ছে না।

নিজের জন্যে জায়গা বাছাই করেছে ও যথেষ্ট সতর্কতার সাথে। রুগেরির এস্টেটের ত্রিসীমানায় এত নিরাপদ, নির্জন জায়গা আর নেই। এটা একটা গ্যারাজ অ্যাপার্টমেন্ট, প্রচণ্ড শীতের কারণে লোক দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রায় শূন্য বলে আপাতত বন্ধ। রুগেরির এস্টেটের উত্তর সীমানার লাগোয়া এটা। সামনে একেবারে ফাঁকা, টার্গেট এরিয়া বিনা বাধায় দেখতে পাচ্ছে ও। রিট্রিট করার পথ আছে কয়েকটা, সময়মত নিরাপদেই সরে যেতে পারবে। তার ওপর তিনশো মিটার দূর থেকে গুলি ছুঁড়বে রানা, ওরা যদি পাল্টা হামলা করেও, হ্যান্ডগানের গুলি এতদূরে কার্যকর আঘাত হানতে পারবে না।

তাহলে অস্বস্তি কেন? স্রেফ ভয়, হয়তো। 'গাধা...কি?' শ্রাগ করল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূর করে দিতে চাইল। কোন অর্থ হয় না এসবের। স্নাইপারস্কোপের ফিল্ড অভ ভিশন জুড়ে আছে শয়তানটার বদ চেহারা, সেদিকে মন দিল। পুরু ঠোঁট

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

নড়ছে রুগেরির, আগের মতই গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যাম্পেয়ারের ভঙ্গিতে উদ্ধত থুতনি তাক করে রেখেছে লেক ছুঁয়ে আসা বরফ ঠাণ্ডা বাতাসের দিকে।

দম বন্ধ করল রানা, ট্রিগারে আলতো করে চাপ দিল। বজ্রপাতের মত বিকট আওয়াজ করে উঠল হাই পাওয়ারড ওয়েদারবাই, .৪৬০ ম্যাগনাম মিসাইল এক সেকেন্ডের মধ্যে দূরত্ব পেরিয়ে গেল, রিকয়েলের ধাক্কায় চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল ওর। ইমেজ ম্যাগনিফাইড স্কোপে রুগেরির টেকো মাথা হাজারটা টুকরো হয়ে ছিটকে উঠতে দেখল রানা-রক্ত, হাড়, টিস্যুতে মাখামাখি হয়ে গেল আশপাশের কয়েকজনের চেহারা। একেবারে আচমকা অস্তিত্ব হারাল শিকাগোর মাফিয়া আন্ডারবস বা ক্যাপোরেজিমি, এডি রুগেরি ওরফে কিং রুগেরি।

ব্যাপারটা ওখানকার কেউ ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই বোল্ট টেনে চেম্বারে নতুন বুলেট নিয়ে এসেছে রানা, একই সঙ্গে ওয়েদারবাইর দীর্ঘ ব্যারেল কয়েক ডিগ্রী ঘুরিয়ে স্থির করে ফেলেছে পরের টার্গেটের ওপর-ওটা মন্টি ওরফে মন্টিসেল্লি। তাজ্জব হয়ে বসের ছিন্নভিন্ন মাথার দিকে তাকিয়ে আছে সে, অনড়। প্রথম রাউন্ডের আওয়াজ যে মুহূর্তে তার কানে পৌঁছল, ঠিক সেই মুহূর্তে তার মাথাও বিস্ফোরিত হয়ে ব্যাঙের ছাতার মত লাফিয়ে উঠল।

ঝটকা মেরে ব্যারেল ঘোরাল রানা, বোল্ট টেনে র‍্যাপিড ফায়ার ট্রিপল পজিশনে সেট করেই দুই সেকেন্ডের মধ্যে তিনটে গুলি ছুঁড়ল। আরও দুই গার্ড খতম হলো, কিন্তু শেষের গুলিটা মিস হলো। চারটে লাশ হাত-পা ছড়িয়ে আছে দেখল রানা, ওদের রক্ত-মগজ রাস্তায় গড়াচ্ছে।

এক সেকেন্ড নিথর থাকল সব, তারপর লাফ দিল রুগেরির ক্যাডিলাক, সোজা রানার দিকে আসছে। ওয়েদারবাইর পরের বুলেটে ওটার সামনের এক টায়ার সমান হয়ে যেতে ঘুরে

আরেকদিকে ছুটল ওটা নাচতে নাচতে। ভিলার দিকে স্কোপ ঘোরাল রানা, চোখের কোণে দোতলার এক জানালায় সামান্য নড়াচড়া দেখল প্রথমে, তারপরই শাঁ করে ওটার পাল্লা ওপরে উঠে গেল।

এক লোক বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে নিচের হতভম্ব লোকজনকে এ দিকে দেখিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল। বাতাস এ মুখো বলে অস্পষ্ট হলেও তার চিৎকার কানে এল ওর। একই সাথে আরেক জানালায় আর কারও উপস্থিতি টের পেয়ে কি ভেবে ঝপ করে বসে পড়ল রানা।

মাথার তালুতে গরম ছ্যাঁকা লাগল-চুলের মধ্যে দিয়ে সিঁথি কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট। পরপর আরও দুটো এল, জানালার পাল্লা, নরম কাঠের টুকরো উড়িয়ে পিছনের দেয়ালে গিয়ে বিঁধল। এতক্ষণে অস্বস্তির কারণ বুঝল ও। দু'দিন ধরে ব্যাটাদের ঢিলেমিই দেখেছে কেবল, মুহূর্তের সুযোগ পেলে ওরাও যে উপযুক্ত জবাব দিতে পারে, বুঝতে পারেনি। ওরা ক্লাউন নয়, প্রয়োজনের সময় দ্রুত-নির্ভুল আঘাত ঠিকই হানতে পারে।

একটা নয়, কয়েকটা হাই-পাওয়ার রাইফেল ক্রমাগত হুঙ্কার ছাড়ছে ওদিকে। এতক্ষণে যে জানালায় ছিল ও, দেখতে দেখতে ওটার ফ্রেম প্রায় গায়েব হয়ে গেল। নিজের আরও একটা মারাত্মক ভুল সনাক্ত করল রানা সেক্ষেত্রে, ঢোলা-ঢিলেঢালা গার্ডদের হাতে হ্যান্ডগান দেখে ধরে নিয়েছিল ওগুলোই বুঝি সম্বল ওদের, এই মালও যে থাকতে পারে, মাথায়ই আসেনি।

ঠিক আছে, চূড়ান্ত জানা-বোঝা যখন হয়েই গেল, তাহলে এবার সেইমতই এগোবে রানা। তার আগে জানতে হবে ঠিক কোন কোন জায়গা থেকে আসছে গুলি। এসব খেলা ও কম জানে না। ব্র্যাকেটিং প্যাটার্নে গুলি ছুঁড়ছে ওরা, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওকে জায়গা থেকে নড়তে দিতে চায় না। মনে মনে হাসল

amnsumon@yahoo.com www.murchona.com©

রানা, লুকোচুরি খেলায় মজা পেয়ে গেছে। ক্রল করে বাঁদিকের দরজাটার দিকে এগোল। পাঁচ গজ দূরে ওটা, ভেতরদিকে খোলে। জানালার চেয়ে ভিলার অনেক সহজ টার্গেট।

আস্তে করে ওটা খুলল রানা, ওয়েদারবাইর নল খানিকটা বের করে দাঁড়িয়ে থাকা লিমুজিনের দিকে পরপর তিনটা গুলি ছুঁড়েই গড়িয়ে সরে গেল। নিচু হয়ে দৌড়ে চলে এল আগের জায়গায়। তার আগেই ঘুরে গেছে ওদের রাইফেলের নল, খোলা দরজার গায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে একের পর এক গুলি বিঁধতে শুরু করেছে। ঠিক এটাই চেয়েছিল রানা।

মাথা সামান্য তুলে জানালার নিচের চৌকাঠের চুল পরিমাণ ওপর দিয়ে তাকাল। মাত্র তিন সেকেন্ড সময় চাই ওর, এরমধ্যে দেখে নেবে কোনদিক থেকে আসছে গুলি। তারপর ওদের খতম করতে আর তিন সেকেন্ড। ভিলার ওপর চোখ পড়ামাত্র সব কটাকে দেখতে পেল রানা—দুটো ছাতে, দুটো দোতলার জানালায়। বিরতিহীন ফ্ল্যাশ করছে চারটে রাইফেল। গুলি খেয়ে [illegible] হয়ে গেছে দরজা এরই মধ্যে।

প্রথমে ছাতের একটাকে স্নাইপারস্কোপের ক্রস হেয়ারে ধরল রানা। লোকটার হাতে সেমি-অটো রাইফেল, মেশিনের মত গুলি করে চলেছে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে রিকয়েলের [illegible] চেহারা বিকৃত। ওই চেহারা নিয়েই মরল লোকটা, পরের সেকেন্ডে দ্বিতীয়টাকে শেষ করে দোতলার এক জানালায় তাক করল রানা।

কিন্তু এরমধ্যে ওরাও [illegible] ফেলেছে টার্গেট, জায়গা বদল করেছে, নল ঘোরাতে [illegible] দিয়েছে। [illegible] অবস্থায়ই ওর স্কোপে ধরা পড়ল [illegible] লোক, [illegible] সেমি-অটো তারটা। রাইফেল এ মুখো হলো [illegible], সই না করেই ট্রিগার টেনে দিল। রানার মাথার হাত খানেক ওপর দিয়ে চলে গেল

বুলেটটা।

দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার সময় তাকে দিল না ও, কপালের অর্ধেক হারিয়ে আছড়ে পড়ার আগেই শেষবারের মত ট্রিগার টানল। গুলির ধাক্কায় উড়ে চলে গেল লোকটা ভেতর দিকে। স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা, কোপ ঘুরিয়ে প্রথম লাশ চারটে দেখল।

বাঁ গাল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে টের পেয়ে হাত তুলল ও, চামড়ায় কাঠের একটা টুকরো বিঁধে আছে। ওটা ফেলে আস্তিনে রক্ত মুছে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে ভিলার দিকে তাকিয়ে থাকল। আসার আগে প্রতিজ্ঞা করেছিল শিকাগোর মাফিয়া র‍্যাকেট ধ্বংস না করে ফিরবে না। অবশ্য যদি তার আগেই ওর মৃত্যু না হয়।

প্রথম দফা মন্দ হয়নি। ভালই উৎরে গেছে রানা। এবার নিশ্চয়ই ঢিল পড়েছে ভিমরুলের চাকে। হয়তো···বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল ও। আলোর ঝলকানি দেখে বাঁয়ে তাকাল। রুগেরির ক্যাডিলাক আচমকা বিস্ফোরিত হয়েছে—পিছন দিক খানিকটা লাফিয়ে উঠেই আছড়ে পড়ল সশব্দে, দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

খুব সম্ভব ডিলেইড্ রিঅ্যাকশন, ভাবল রানা। একটু আগে তিনটে গুলি ছুঁড়েছে ও গাড়িটা লক্ষ্য করে, তার ফল হবে হয়তো। ড্রাইভিঙ সীটে শোফারের দেহটা দেখতে পেল রানা, স্টিয়ারিঙ হুইলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে যেন, আগুনের পরোয়া নেই। ব্যাটা কখন মরেছে জানে না রানা।

ভিলার দিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসতে শুনে তাকাল। তিন-চারজন লোককে দেখতে পেল, বন-বাদাড় ভেঙে পালাচ্ছে উল্টোদিকে। গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটছে প্রাণপণে। স্কোপে চোখ রেখে দেখল ওদের রানা। নিরস্ত্র সবাই, পোশাকও সাধারণ। ভিলার কর্মচারী নিশ্চয়ই, ভাবল ও। বাবুর্চি, বয়-বেয়ারা

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

হবে।

আকাশের দিকে তাকাল। বড় ধরনের এক ঝড়ের আশায় আছে ও। আসছে ওটা উত্তর-পশ্চিম থেকে। খুব বাজে অবস্থা আকাশের। বাতাস আগের চেয়ে অনেক ধারাল, কনকনে হয়ে উঠেছে। তার মানে আসছে। এবার ওঠা দরকার, রুডিকে খুঁজে বের করতে হবে। রুগেরির মৃত্যুর খবরটা জানাতে হবে তার পার্টনারকে। জানাতে হবে এবার তার পালা। রাইফেল বাগিয়ে গ্যারাজ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে ধীরপায়ে এস্টেটের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল কিছুক্ষণের জন্যে।

ভিলায় আর কেউ নেই জানে, তবু খটকা লাগছে। সবাইকে চোখের সামনে মরতে দেখেছে রানা, দেখেনি শেষেরজনকে। গুলি খেয়ে উড়ে গিয়েছিল সে। লোকটা মরেছে কি না জানে না রানা। আহত হয়েও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিপদ ঘটে যেতে পারে। কিন্তু উপায় নেই, ঝুঁকি নিয়ে হলেও যেতে হবে ওকে। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

ভিলার ওপর নজর রেখে বেড়ার পাশ ঘেঁষে এগোল। অনেকটা পথ পেরিয়ে লেকের কিনারায় এসে পড়ল, তারপর পাড় ধরে ভিলার পিছনে যাওয়ার জন্যে এগোল। গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অনেক কাছে পৌঁছে গেল ও। কেউ গুলি ছুঁড়ল না, কোন আওয়াজ নেই ভেতরে। একেবারে নীরব। কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

ব্যস্ত হলো না ও, সবচেয়ে কাছের বড় এক পাইনের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঝাড়া পাঁচ মিনিট ভিলার ওপর নজর বোলাল। নাহ্, কবরের মত নীরব। তবু আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল ও, রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে ওয়ালথার বের করল, তারপর মাঝের অল্প ব্যবধান কয়েক লাফে পার হয়ে ভিলায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে। শুধু শুধু, কোন দরকার ছিল না।

আড়ালে দাঁড়িয়ে এক হাতে সার্ভিস দরজা খুলল ও—গুলি করল না কেউ।

এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। এবং দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর ঠিক সামনেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক লোক, অজ্ঞান। মেঝেতে রক্তের পুকুর, আধা জমাট হয়ে আছে। শিথিল ডানহাতে একটা পিস্তল। মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে তার, মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে প্রচুর রক্ত হারিয়ে। এ-ই সেই লোক, বুঝল রানা, শেষ গার্ড। নিশ্চয়ই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল।

কাছে গিয়ে তার পিস্তলটা তুলে নিল ও, পা দিয়ে দেহটা চিত করল। জ্ঞান ফেরার লক্ষণ নেই। কিচেন থেকে পানি এনে নাকেমুখে জোর ঝাপ্টা মারল রানা, বরফ ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়ায় জ্ঞান ফিরল ব্যাটার, গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলল। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে রানার ওপর স্থির হলো নজর, একটু একটু করে বিস্ফারিত হয়ে উঠতে শুরু করল।

'ভেতরে কতজন ছিলে তোমরা?' প্রশ্ন করল রানা।

'চা-চারজন!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'আমার...আমার গুলি লেগেছে।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে এখনও বেঁচে আছ।' হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'মেয়েটা কোথায়?'

চোখ কুঁচকে উঠল লোকটার। 'মেয়েটা!' রানাকে নিরুত্তর দেখে আবার বলল, 'তুমি ওর জন্যে...'

'কোথায় ও?'

'ওপরে। ওপরতলায়।'

'ওকে, টেক অফ! যদি বাঁচতে চাও।'

অনেক কষ্টে উঠে বসল গানার। 'কি?'

'ক্ষত বাঁধার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম তোমাকে। কাজ

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com

সেরে পালাও।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল লোকটার, বিশ্বাস করতে পারছে না।

'উঠে পড়ো।' দাবড়ি লাগাল রানা। 'পালাও ভিলা ছেড়ে। ভিয়েলিকে জানাও এখানে কি ঘটেছে। বলবে, মাসুদ রানা করেছে খুনগুলো। এরপর তার পালা, তাও বলবে, বুঝেছ?'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়ল সে, টলতে টলতে সামনের দরজার দিকে এগোল। ব্যান্ডেজ বাঁধার কোনও ইচ্ছে দেখা গেল না তার মধ্যে, সোজা বেরিয়ে গিয়ে পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকা এক ফেরারিতে চড়ে বসল। ওটা মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর দোতলায় উঠে ডানে-বাঁয়ে তাকাল। থমথম করছে গোটা ভিলা।

'রুডি, কোথায় তুমি?'

তিনবার ডাকতে দূর থেকে মেয়েটার ক্ষীণ সাড়া পেয়ে দ্রুত সেদিকে এগোল, কয়েকটা রুম খুঁজে বুঝল মাস্টার বেডরুমে আছে ও। দরজায় তালা মারা। তালা উড়িয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, দেখল ঘরের এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুডি।

চোখ বড় করে দেখছে রানাকে। অজানা ভয়ে মুখ শুকিয়ে আছে। চেহারা দেখে মনে হলো ওকে চেনার চেষ্টা করছে। বারবার তাকাচ্ছে ভয়ঙ্কর চেহারার ওয়েদারবাইটার দিকে। ঠোঁট কাঁপছে। পরনে জিনস্ আর টি-শার্ট।

'এসো, রুডি,' মৃদু গলায় ডাকল রানা। 'চলো। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।'

'আপনি...?'

'রিচার্ডের বন্ধু আমি, মাসুদ রানা। মনে পড়েছে?'

মুহূর্তের জন্যে আরও বড় হয়ে উঠল ওর সুন্দর চোখ দুটো, আনন্দে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিত মাত্রাছাড়া আনন্দে

কান্না ঠেলে উঠল ভেতর থেকে। শব্দ করে কেঁদে উঠল রুডি, ত্রস্ত হরিণীর মত কয়েক লাফে ওর কাছে এসে ঝাঁপ দিল। দুই হাতে ওকে বুকে টেনে নিল মাসুদ রানা, মাথাটা বুকের সাথে চেপে ধরে চোখ বুজল।

বুক ভরে উঠছে মধুর, অনাবিল এক অনুভূতিতে। ওর কান্নার বেগ কমার অপেক্ষায় থাকল রানা, তারপর বলল, 'জলদি! ড্রেস আপ! যেতে হবে এখনই।'

আরও খানিক পর ধাতস্থ হলো রুডি। চোখ মুছে নাক টানল। 'বাইরে পরার মত শীতের কিছুই তো নেই।'

সময় নষ্ট করল না ও, কোটটা খুলে রুডিকে দিল, নিজে পরল শুধু ওভারকোট। 'চলো।'

ঢলঢলে কোটের দুই প্রান্তসহ নিজেকে আলিঙ্গন করে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল মেয়েটা। 'বাইরে গার্ড...'

'সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। হাঁটো।'

ওকে নিয়ে পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। বেশ আঁধার হয়ে এসেছে চারদিক, বাতাস আরও ধারাল হয়ে উঠেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাতও শুরু হয়ে গেছে। খানিকটা যেতে ডানদিকে, মাঠের মধ্যে জ্বলন্ত গাড়ি দেখে থমকে গেল রুডি, পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল পোর্চের দিকে নজর যেতে।

তাড়াতাড়ি ওর চোখের সামনে এসে দৃশ্যটা আড়াল করে দাঁড়াল রানা। মৃদু গলায় বলল, 'কোনদিক তাকাবে না, হাঁটো।'

ওকে দেখল রুডি, ভয়ঙ্কর চেহারার ওয়েদারবাইটাকেও দেখল, তারপর মুখ নিচু করে পা বাড়াল।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

তিন

পার্ক রিজের সেই বিলাসবহুল ভবন। পাঁচটা।

'ফর গড'স সেক, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ, নিক্কো? তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান আমি!'

নিক্কো ভিয়েলি ওরফে ভিয়েলি দ্য হলার ওরফে দ্য কিং অভ দ্য হাইওয়েজ বসসুলভ হাসি দিল তার 'একজিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট' মারিও রসির উদ্দেশে। তার চেহারায় সত্যিকারের উদ্বেগ দেখে শ্রাগ করল। 'আর বোলো না, শালার ট্রাকিঙ ব্যবসা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। সামান্য একটা কাজ সারতে...'

বক্তব্য শেষ না করে কুমড়োর মত দেহটা নিয়ে নিজের বিশাল চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, ওভারকোট খুলে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল। 'উফ্, বাপ্‌রে!' চোখ তুলতে রসিকে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝল ও কিছু বলতে চায়। 'কেন খুঁজছিলে? এক মিনিট, আগে এডিকে আসতে বলো।'

নড়ল না রসি। ছয় ফুটী দেহ নার্ভাস ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক করছে তার, দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাচ্ছে ঘন ঘন।

'কি হলো, আসতে বলো এডিকে!'

ঠোঁট চাটল ভবিষ্যৎ ডনের প্রধান দেহরক্ষী। আর অ্যান্ড ভি ট্রাকিঙ কোম্পানির অন্যতম মালিক, ভিয়েলির বহুদিনের সঙ্গী সে। এতবড় একটা দুঃসংবাদ কি করে তাকে জানাবে ভেবে পাচ্ছে না।

'কি ব্যাপার?' চোখ কুঁচকে উঠল ভিয়েলির। 'দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'একটা দুঃসংবাদ আছে। বুঝতে পারছি না কি করে জানাই।'

'ওয়েল, বলে ফেলো, কি দুঃসংবাদ?'

আবার ঠোঁট চাটল রসি। 'এডি নেই।'

'নেই মানে?'

'এডি মারা গেছে।'

ডেস্কের দিকে ঝুঁকে এল ভিয়েলি দ্য হলার। 'মারা গেছে বললে?'

'হ্যাঁ। এডি বেঁচে নেই।'

দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে ঘোলাটে হয়ে উঠল ভবিষ্যৎ ডনের, খবরটা হজম করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না, বিশ্বাস হতে চায় না। পরেরবার মুখ খুলতে বেশ সময় লাগল তার। 'হেল্, ওকে বারবার সাবধান করেছি লিভারের পেইন সম্পর্কে। বহুবার বলেছি ড্রিঙ্ক ওর সর্বনাশ করে ছাড়বে, তারপরও ব্যাটা...তুমি বলতে চাইছ সত্যি...?'

'হ্যাঁ। কিন্তু লিভারের জন্যে মরেনি এডি।'

'তো?'

'গুলি খেয়ে। লেকসাইড ভিলার সামনে মেরে ফেলা হয়েছে তাকে। শোফারসহ বডিগার্ড সবাই খতম। একজন মাত্র কোনমতে পালিয়ে আসতে পেরেছে।'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল নিক্কো ভিয়েলির। বাতাস ভরা বেলুনের মত নিঃশব্দে ভেসে উঠল যেন। উঠে দাঁড়িয়ে স্লো মোশনে ড্রয়ার থেকে নিজের .৪৫ কোল্ট অটোলোডার বের করে ডেস্কের ওপর রাখল। কয়েক সেকেন্ড বেকুবের মত সহকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে ঘুরে পিছনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তাকিয়ে থাকল নিজেদের বিশাল ওয়্যারহাউস কমপ্লেক্সের দিকে।

www.murchona.com
mnsumon@yahoo.com

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে।

ভেতর থেকে উঠে আসা কাঁপুনি ঠেকাতে পারছে না কিছুতেই। কাজটা কার, রসি না বললেও অনুমান করে নিয়েছে। শোনা যায় কি যায় না, এমনভাবে বলে উঠল, 'কখন?'

'তিনটের দিকে। বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়ে গেছে লোকটা। প্রত্যেকের মাথা উড়িয়ে দিয়ে গেছে। সিটি জিম জানিয়েছে...'

'সিটি জিম কোত্থেকে এল এর মধ্যে?'

'শহরের অর্ধেক পুলিস ফোর্স নিয়ে ওখানে আছে সিটি জিম,' রসি বলল। 'একটু আগে ফোন করেছে সে, বলল...'

'সিটি জিম নিজে করেছে?' দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল ভাবী ডন। ডেস্কের কাছে ফিরে এল।

'হ্যাঁ।' সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'পুরো খবর সে-ই দিয়েছে। ওই ছেলেটা তো কথাই বলতে পারছিল না। মারাত্মক আহত...'

'ছেলে!' চেহারা কুৎসিত হয়ে উঠল নিক্কোর। 'কোন ছেলে?'

'এডির বডিগার্ডদের মধ্যে যে বেঁচে আছে, তার কথা বলছি। ওই যে সেই ছেলে, কার্ড খেলতে বসলে ঘোল খাওয়ায় সবাইকে।'

'হ্যাঁ। কি অবস্থা ওর?'

'খুব খারাপ। খুনীকে দেখেছে ও সামনাসামনি। তার সাথে কথাও বলেছে। খুনী ওকে...'

'কে সে?' শান্ত গলায় বাধা দিল নিক্কো। মনে মনে জানে জবাবটা কি হবে, হলোও তাই।

'রিচার্ডের বন্ধু, মাসুদ রানা।'

ঝট্ করে ডেস্ক থেকে ভারী কাচের অ্যাশট্রেটা তুলে নিল সে, গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল সামনের দেয়ালের দিকে। চুরমার হয়ে গেল জিনিসটা, ফলস্ দেয়াল ভেদ করে সেঁধোল ভেতরে। 'বাস্টার্ড!'

'শান্ত হও, নিক্কো!' গলা চড়ে গেল রসির। 'সব কথা এখনও বলা হয়নি আমার।'

'বলো, বলো! আমি শুনছি।' পিস্তলটা তুলে নিল সে, প্রকাণ্ড ভুঁড়ির সাথে ধস্তাধস্তি করে বেল্টের নিচে গুঁজল। 'আর কি, বলো।'

'ছেলেটা বলেছে, তোমাকে জানানোর জন্যে মাসুদ রানা ওকে একটা মেসেজ দিয়ে গেছে। বলেছে এবারের টার্গেট তুমি। সে খবর পেয়েই সিটি জিম ফোন করেছিল। তোমাকে কিছু দিনের জন্যে শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে বলেছে সে।'

রাগে চোখ লাল হয়ে উঠল নিক্কোর। 'স্মার্ট সান অফ বিচ্!' দাঁত কিড়মিড় করে বলল। 'এতবড় সাহস কোথায় পেয়েছে হারামজাদা? কি মনে করে ও নিজেকে?'

'কে, সিটি জিম? সে তো তোমার ভালর জন্যে...'

'আরে, দূর! আমি বলছি হারামজাদা মাসুদ রানার কথা!' চেঁচিয়ে বলল আন্ডারবস। 'ও জানে কোথায় হাত দিয়েছে? শিকাগোকে নিউ ইয়র্ক ভেবে বসেছে নাকি? ও জানে না এখানে কিছুই করতে পারবে না ও?'

'গড! কি বলছ তুমি, নিক্কো? পারবে না কি, লোকটা তো পেরে বসে আছে, দেখছ না?' কষে কয়েক টান লাগাল সে সিগারেটে। 'ও...মাসুদ রানা আস্ত এক উন্মাদ, বেশ বুঝতে পারছি আমি। ওর নিউ ইয়র্কের রেকর্ড তো তুমি জানোই। কাজেই কোন ঝুঁকি না নিয়ে তোমার উচিত...'

'ওউ, শাটাপ! লেম্মি থিঙ্ক। আমি এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না এডি নেই। লেম্মি থিঙ্ক।'

'ভাবো। তার সঙ্গে আমি কি বলি সেটাও শোনো। নিকি আর ফ্রেডিকে আমি বলে দিয়েছি, ছেলেদের যতগুলোকে সম্ভব নিয়ে আসতে। ওরা তোমাকে গার্ড দিয়ে বাসায় নিয়ে যাবে। আমি চাই

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

না তুমি উন্মাদটার ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নাও।'

মনে মনে সন্তুষ্ট হলো আন্ডারবস। স্বস্তিও পেল। মারিও রসির এই ধরনের সতর্কতার প্রশংসা করে সে। প্রয়োজন দেখলে বসের তোয়াক্কা করে না ও, যা করা উচিত, করে বসে। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, তাতে আর যাই হোক, ক্ষতি অন্তত হয় না।

'ইয়াহ্, ইয়াহ্! ওকে, থ্যাঙ্কস!' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, কিন্তু দেখছে না কিছু। মন পড়ে আছে আর কোথাও। 'সিটি জিম আবার ফোন করলে তাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়ো। বোলো তার কথা মনে থাকবে আমার।'

বেরিয়ে যাচ্ছিল রসি, ডেকে থামাল সে। 'ইয়ে, রিচার্ড হারামজাদার মেয়েটা...কি নাম, ও কোথায়?'

'খোঁজ নেই। নিশ্চয়ই মাসুদ রানা...'

'বুঝেছি।' একটু ভাবল সে। 'দেখো, ওরা এল কি না।'

দুই রুমের মাঝের দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে গেল রসি। ওটা তার নিজের। দরজা বন্ধ হতে চিন্তায় ডুবে গেল শিকাগোর ভাবী ডন। ডেস্কের কোনায় এক পা ঝুলিয়ে বসে আপনমনে কোল্টের বাঁটে হাত বোলাতে লাগল। নজর জানালা দিয়ে বাইরে মেলে দিয়েছে, তুষারপাতের মধ্যে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে সব। সে অবশ্য ওসব দেখছে না—কিছুই দেখছে না। তাকিয়ে আছে কেবল। বেদনা, হতাশা, ভয় আর ক্রোধ, সব শুষে নিচ্ছে বন্ধুকে হারানোর কঠিন মর্মবেদনা। এডি রুগেরি চমৎকার সঙ্গী ছিল তার। বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল। প্রায় দুই যুগের পুরানো বন্ধু। সুখের দিনে যেমন থেকেছে, দুঃখের দিনেও তেমনি ছায়ার মত সঙ্গ দিয়েছে তাকে, কখনও কোন ছুতোয় কেটে পড়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। ওর জন্যেই আগামী নির্বাচনে দাঁড়াতে পারছে নিকো ভিয়েলি, ক্যাপোরেজিমির সুদীর্ঘ জীবন শেষ করে নূতন ডন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে।

এক সাথে, একই বয়সে 'পারিবারিক' ব্যবসায় ঢুকেছে দু'জনে, তারপর দীর্ঘদিনের রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে এই পর্যায়ে উঠে এসেছে। আর ক'দিন পর ভোট, এই সময় এডিকেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল নিকোর। এমন সময় কি না...নিজেকে তার ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো। নিষ্ঠুর পৃথিবী এতবড় এক বন্ধুকে কেড়ে নিয়ে একেবারে অসহায় করে তুলেছে তাকে।

কে দায়ী এ জন্যে? কার দোষে ঘটল এমন কাণ্ড? তার জন্যে? না। এডির জন্যে? না। তাহলে? এসবের জন্যে ষোলো আনা দায়ী রিচার্ড ডীন হারামজাদা। সে যদি ওদের পিছনে না লাগত, ওরা কি লাগত? কক্ষনো না। বারবার সতর্ক করার পরও কানে পানি যায়নি লোকটার, পাত্তাই দেয়নি মাফিয়াকে। ওর জন্যে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে মাফিয়ার প্রত্যেকের।

লোকসানের পর লোকসানের ধাক্কা সইতে না পেরেই না যা করার করেছে মাফিয়া। এতে দোষটা কোথায়? শহরের আর দশটা ব্যবসায়ীর মত তারাও ব্যবসা করে খায়, হাজার হাজার পরিবারের রুটি-রুজি নির্ভর করে তাদের ওপর। কেউ কি তা অস্বীকার করতে পারবে? পারবে না। তাহলে কেন ওদের পিছনে লাগতে গিয়েছিল ব্যাটা?

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল চিন্তিত আন্ডারবস। একে ন্যায়বিচার বলে না। রিচার্ড মরেছে বলে কোথাকার কোন মাসুদ রানা এসে ওদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, একজনকে শেষ করে আরেকজনকে হুমকি দেবে, এ কেমন কথা হলো? আর পুলিস তাকে পরামর্শ দেবে শহর ছেড়ে সরে পড়তে, সেটাই বা কেমন কথা? এই জন্যেই কি ওদের প্রতিমাসে বস্তা বস্তা টাকা দেয়া হয়?

দাঁতে দাঁত পিষল নিকো, এর একটা বিহীত করতে হয়। এডির এমন দুঃখজনক মৃত্যু কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। যে

কুত্তার বাচ্চা ওকে মেরেছে, তার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ঠিক আছে, কাজ ভাগাভাগি করে নিতে রাজি আছে সে। অর্ধেক কাজ পুলিস করবে, অর্ধেক করবে তার লোকেরা। দেখা যাক, তখন কোথায় পালায় ব্যাটা! তাড়া করে ওকে যদি ইঁদুরের গর্তে না ভরেছে নিকো, তাহলে ওর নামই নেই।

কোত্থেকে কে এসে তার সারাজীবনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে মেরে ফেলবে, তারপর দূর থেকে তাকে ভেঙচি কাটবে, আর ভাবী ডন তা বসে বসে দেখবে? আঙুল চুষবে? হতে পারে না। একটা কেন, হাজারটা মাসুদ রানা এলেও কেয়ার করে না সে। এর বিহীত করতেই হবে।

অনেকক্ষণ বসে থাকল সে। তারপর উঠে পড়ল এক দীর্ঘশ্বাস মোচন করে। বহু বছর এই বিল্ডিঙে পাশাপাশি বসে কাজ করেছে সে আর এডি। কয়েক ঘণ্টা আগেও ছিল সে, এখন নেই, দুনিয়া ছেড়ে অসময়ে চলে গেছে, কথাটা মনে হতেই কেমন যেন করে উঠল বুকের মধ্যে। আজ বড় এক ব্যবসা ধরার কথা ছিল তার, সফলও হয়েছে, কিন্তু সুখবরটা জানা হলো না এডির।

জানালার ব্লাইন্ড টেনে দিয়ে চেয়ারে বসল নিকো ভিয়েলি। ইন্টারকমের মাধ্যমে পিছনে ওয়্যারহাউসের সাথে যোগাযোগ করল। 'রকফোর্ডের সেই লোক এসেছে?'

জবাব এল, 'না, সেনিয়র। আসেনি এখনও।'

রেগে উঠল ভিয়েলি। 'তার মানে! চারটায় অবশ্যই পৌঁছার কথা ওর, অথচ এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখনও আসেনি? তাহলে এতবড় চালান পাঠাব কি করে, শুনি?' শেষের প্রশ্নটা নিজেকেই করল সে।

'ইন্টারস্টেট নাইনটির কাছে প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হয়েছে, সেনিয়র। বেলভিডারের কাছে। মনে হয় ওরই জন্যে আটকে পড়েছে।'

'আইস স্টর্ম!' বিস্মিত হলো সে। 'কখন থেকে?'

'চারটার দিকে শুরু হয়েছে শুনছি। কমছে না, বাড়ছে মিনিটে মিনিটে।'

জিভ দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল আন্ডারবস। 'কী মুশকিল! এত ঝড় আজকেই না হলে চলছিল না!' দু'সপ্তাহ আগে লুট করা ইলেকট্রনিক আইটেমের একটা চালান বাইরে বেচে দিয়েছে সে। কথা ছিল মালের দামসহ রকফোর্ড থেকে পঞ্চাশটা ট্রাক নিয়ে আজ আসবে পার্টি, কিন্তু এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে তো...

'ঠিক আছে। তুমি আরও ঘণ্টাখানেক থাকো, দেখো ওরা আসে কি না। এলে বাসায় যোগাযোগ কোরো, আমি চলে যাচ্ছি।'

'শিওর, সেনিয়র।'

সিগারেট ধরাল নিকো, জানালার কাছে গিয়ে ব্লাইন্ড সরিয়ে উঁকি দিল। অসময়ে সন্ধে নামিয়ে ছেড়েছে আজ আবহাওয়া, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না তেমন কিছু। তবে অবস্থা যে খারাপ, তা বুঝতে কষ্ট হলো না। ঘন তুষার পাতের জন্যে শহরের আলো দেখাই যায় না, ঢাকা পড়ে গেছে।

দরজা খুলে উঁকি দিল মারিও রসি। 'কনভয় পৌঁছে গেছে, নিকো। চলো, যাই।'

'এক মিনিট। এডির বউকে খবরটা দেয়া হয়েছে? ও কোথায় আছে এখন জানতে পেরেছ?'

'এখনও পারিনি, তবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। বছরের এই সময় নাসাউ থাকে সে,' শুকনো গলায় বলল লোকটা। 'চলো।'

'তুমি যাও। আমি বাথরুম সেরে আসছি।'

বাথরুম সেরে ওভারকোট গায়ে চাপাল ভিয়েলি দ্য হলার। কোল্টের লোড চেক করে সাইড পকেটে রাখল। ডেস্কের ওপর চোখ বুলিয়ে জরুরী কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল। এডি রুগেরির কথা ভাবছে। আশ্চর্য! এখনও তার বিশ্বাস

হচ্ছে না ব্যাপারটা। কস্মিনে ওর লাশ না দেখা পর্যন্ত হবেও না।

ঝামেলা হয়ে গেল। এতবড় ব্যবসা এখন একা তাকেই সামাল দিতে হবে। কত কাজ, কত অ্যাপয়েনট্‌মেন্ট, কত লেন-দেন! এত দিক দেখা বড় কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু তবু দেখতে হবে। এডির মৃত্যুর জন্যে জীবন তো আর থেমে থাকবে না!

মোটা দেহ নিয়ে ধুপ্ ধাপ্ শব্দে নামতে শুরু করল নিক্কো। খেয়াল করল পুরো বিল্ডিঙ নীরব, কেউ নেই মনে হচ্ছে। অবশ্য না থাকারই কথা। পাঁচটায় সব অফিস ছুটি হয়ে যায়, তারওপর আজ আবার ওয়েদার খারাপ। কাজেই দেরি করেনি কেউ। পেটের মধ্যে মুচড়ে উঠতে চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার। আলসার আছে। উদ্বেগ-উত্তেজনার সময় ভোগায় খুব।

সিঁড়ির শেষ ধাপে রসিকে বসে থাকতে দেখল সে। জুতোর ফিতে বাঁধছে বোধহয় ঝুঁকে। ওর মনিবভক্তির কথা ভেবে মনে মনে হাসল আন্ডারবস। এই সামান্য পথ তাকে একা যেতে দিতে রাজি নয় লোকটা, আর কেউ না থাকুক, ও ঠিকই আছে পাহারায়। জুতোর ফিতে বাঁধা একটা বাহানা। সাধারণ সময় যেমন তেমন, পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে দেখলেই এই কাজ করে রসি। খোলা জায়গায় মুহূর্তের জন্যেও তাকে একা যেতে দিতে চায় না।

রসির জন্যে গর্ব হলো নিক্কোর। লোকটা মাফিয়ার সেরা গানারদের একজন। তার ওপর আন-আর্মড কমব্যাটে মহা ওস্তাদ। ওই বিদ্যায় রসির সামনে দাঁড়াবার মত কেউ নেই গোটা শিকাগোয়। ওর সামনে যদি পড়ে মাসুদ রানা, কি অবস্থা হবে লোকটার? রসি আছে, আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কে বেতন দিয়ে পোষা একদল গান ক্রু আছে, কাজেই উদ্বিগ্ন হওয়ার কি আছে তার?

লোকটার গা ঘেঁষে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গেল নিক্কো ভিয়েলি।

'চলো, চলো!' কয়েক পা গিয়ে রসি আসছে না, খেয়াল হতে দাঁড়িয়ে পড়ল, বসেই আছে সে সিঁড়ির রেলিঙে হেলান দিয়ে। 'এই, ঘুমাচ্ছ নাকি তুমি?'

বলেই সশব্দে আঁতকে উঠল। লোকটার পায়ের কাছে কালো রঙের কি যেন গড়াচ্ছে। বসার ভঙ্গিটাও যেন কেমন কেমন। সিঁড়িগোড়ার ওই জায়গায় আলো জোরাল নয় বলে বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা কি। দ্রুত ফিরে এল সে, রসির কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল। গোটা দেহ নড়ে উঠল তার, মাথা হেলে পড়ল পিছনদিকে। গলাটা এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত হাঁ হয়ে আছে দেখে আহাম্মক হয়ে গেল নিক্কো, তীব্র আতঙ্কে জমে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপরই কাঁধ ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল।

প্রায় নিঃশব্দে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল জবাই হয়ে যাওয়া মারিও রসি, মুখ নিচের দিকে ছিল বলে রক্ত পুরো দমে বের হতে পারেনি এতক্ষণ, এইবার সবেগে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। দেখতে দেখতে রসির ফর্সা চেহারা কাল্‌চে হয়ে উঠল ফিন্‌কি দিয়ে ছোটা রক্তে, মেঝে ভেসে যেতে আরম্ভ করল।

ভয়ে কুঁকড়ে গেল নিক্কো, কাঁপুনি উঠে গেছে সারাদেহে। ওরমধ্যেই পিস্তলের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পকেট হাতড়াতে শুরু করল সে, কিন্তু মুশকিল যে পকেটটাই খুঁজে পাচ্ছে না। হাত পিছলে একবার ওদিকে যায়, একবার সেদিকে। ঘুরে দাঁড়াল দৌড়ে গাড়ির কাছে চলে যাবে বলে, এমন সময় সিঁড়ির পিছনে একটা ছায়া নড়ে উঠতে দেখে জমে গেল। কিন্তু হাতের কাজ থামল না।

দীর্ঘদেহী কেউ হবে, হাতে ওটা লম্বা ব্যারেলের অস্ত্র। সাইলেন্সার লাগানো। লোকটার সাথে চোখাচোখি হলো নিক্কোর, তার অস্ত্র প্রায় নিঃশব্দে ঝল্‌সে উঠল দেখে চোখ বুজল সভয়ে। পরক্ষণে দুটো গুলি হলো, কিন্তু গায়ে লাগল না একটাও। ওভার কোটের আস্তিনে হ্যাঁচকা দুটো টান অনুভব করল কেবল।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'হোল্ড ইট!' চাপা ধমক লাগাল লোকটা। 'নইলে এর পরেরটা তোমার কপাল দিয়ে ঢুকবে।'

গাল কোঁচকাল সে, অনড় হয়ে গেছে। পেটের ভেতর নতুন করে শুরু হয়ে গেছে আলসারের যন্ত্রণা। কেশে উঠল বিচ্ছিরি আওয়াজ করে। 'কে তুমি? রানা? মাসুদ রানা?'

'তোমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম,' গমগম করে উঠল ওর ভরাট গলা। 'পেয়েছ, কিং ভিয়েলি?'

'পেয়েছি,' সামলে নিয়ে বলল সে। 'পেয়েছি। তোমার জন্যেও আমার একটা মেসেজ আছে। কয়েক গজ দূরে আমার গান-ক্রুরা অপেক্ষা করছে। আমার দেরি দেখে কেউ না কেউ এসে পড়বে যে কোন মুহূর্তে। তুমি...'

'তুমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ,' বরফের মত শীতল গলায় বলল রানা। 'কেউ নেই তোমার অপেক্ষায়।'

আড়চোখে সামনের প্লেট-গ্লাস দরজাটার দিকে তাকাল নিকো। ওটার ওপাশেই নিজেদের প্রাইভেট কার পার্ক। ওখানে নিশ্চয়ই আছে ওরা। নইলে যাবে কোথায়? 'আছে!' জোর দিয়ে বলতে চাইল সে। 'একটু আগেই এসেছে ওরা।'

'এসেছিল, আবার চলেও গেছে। রসি নিজে ওদের ফিরে যেতে বলেছে। এখন তুমি-আমি আর রসির লাশ ছাড়া কেউ নেই এখানে। অন্তত তোমাকে রক্ষা করার মত।' আচমকা গম্ভীর হয়ে উঠল ও। 'ওভারকোট খুলে মেঝেতে ছেড়ে দাও, নিকো। লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দাও।'

রসি তার গান-ক্রুদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে, এমন অবিশ্বাস্য তথ্যটা হজম হলো না ভাবী ডনের। অসম্ভব! রসি অমন কাজ করতেই পারে না।

'খুব পারে!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠ থেকে। 'গলায় ছুরি ধরা থাকলে না পেরে উপায় আছে? খোলো ওটা!'

আর দেরি করল না সে, ঝটপট খুলে ফেলল ওভারকোট। ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে তাকে রক্ষা করার কেউ নেই বুঝতে পেরে। পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল সে। বুঝতে পেরেছে, আর যা-ই হোক, অন্তত এখনই তাকে খুন করতে যাচ্ছে না মাসুদ রানা। সে ইচ্ছে থাকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করত না। কাজ সেরে ফেলত এতক্ষণে।

অনুমানটা প্রকাশ করল সে ভয়ে ভয়ে, আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে সঙ্গে একটা 'তাই না?' প্রশ্ন জুড়ে দিল। জবাবে মাথা দোলাল রানা। 'ঠিক ধরেছ, বুদ্ধি আছে তোমার।'

'ওয়েল, কেন! কিসের জন্যে?'

'আমি ঠিক করেছি, রিচার্ডের মেয়ের ইনশিওরেন্স পলিসি হিসেবে তোমাকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখব।'

ওভারকোট মেঝেতে ফেলে দিল সে। 'বুঝলাম না।'

'আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যদি রুডিকে স্পর্শও করে, সেজন্যে তুমি দায়ী হবে, নিকো ভিয়েলি। ওর নিরাপত্তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এখন থেকে তোমার। এই মুহূর্ত থেকে।'

হাবার মত তাকিয়ে থাকল কিং ভিয়েলি। 'তা কি করে সম্ভব! মেয়েটা তো তোমার কাছে।'

'হ্যাঁ, এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেও তাই।'

'থাকবে তোমার সাথে, অথচ ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে? এ কেমন কথা?' চোখ কুঁচকে উঠল নিকোর।

'কথা যেমনই হোক, দায়িত্ব ঠিকমত পালনে যেন ঢিলেমি না হয়,' কড়া গলায় বলল রানা। 'মনে রেখো, ওকে যদি কেউ একটা খোঁচা দেয়, আমি তোমাকে দশটা খোঁচা দেব। ওকে যদি একবার কাঁদানো হয়, তোমাকে আমি দশবার কাঁদাব। একে তুমি ডীল বলতে পারো, এস্কেপ ক্লজ ছাড়া। জীবনে-মরণে ওর সাথে বাঁধা পড়ে গিয়েছ তুমি, নিকো। কথাটা খুব ভাল করে গেঁথে নাও মনের

মধ্যে।'

'নার্ভাস ভঙ্গিতে ঠোঁট চাটল কিং অভ দ্য হাইওয়েজ। 'আমি এর কোন অর্থ বুঝলাম না।'

'অর্থ বুঝতে গিয়ে গরম মাথা আরও গরম কোরো না, শুধু কাজের কথাটা টুকে রাখো ওখানে। মাফিয়া খোঁয়াড়ের কোন শুয়োর যদি ওর কোন ক্ষতি করার পরিকল্পনা করতে যায়, তুমি তাতে বাধা দেবে। যদি কেউ রুডির দিকে এক পা এগোয়, তুমি তার দু'পা-ই ভেঙে দেবে নিজের গরজে, এই হচ্ছে এ ডীলের মর্ম কথা। গট দ্যাট?'

'না!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'কিছুই বুঝলাম না। ওরকম এক সহায়-সম্বলহীন, রাস্তার মেয়ের সঙ্গে তুমি এক করে ফেলতে চাইছ "আমাকে"? নিক্কো ভিয়েলিকে?'

ওয়ালথারের নল আধ ইঞ্চি ওপরে তুলল রানা। চেহারার যাবতীয় অভিব্যক্তি পলকে উবে গেছে। 'ভবিষ্যতে ওই মেয়ে সম্পর্কে কিছু বলার আগে সতর্ক হয়ে ভাষা বাছাই করে তবে মুখ খুলবে। ও রাস্তার মেয়ে নয়, সহায়-সম্বলহীনও নয়, সবই আছে ওর। এই মুহূর্তে তোমাদের মত কিছু হারামী শুয়োরের নোংরামির শিকার হয়ে কঠিন অবস্থায় আছে ঠিকই, কিন্তু দেখতে থাকো, দু'দিন পর রুডি নিজের সবকিছুই আবার ফিরে পাবে। আর তার বিনিময়ে তোমরা হারাবে তোমাদের সবকিছু। প্রাণটাও।

'আরেকটা কথা। তোমাকে রুডির সাথে এক করে ফেলার কথা কখনও আমার কল্পনাতেও ঠাঁই পায়নি। আমার বিচারে তোমাদের দু'জনের বিনিময় দর একটা রুডি সমান একশোটা নিক্কো ভিয়েলি। নাউ মুভ! অফিসে ফিরে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে যদি নেমেছ, নিজের দায়িত্বে নামবে।'

'কিন্তু...'

'শাট আপ!' কড়া দাবড়ি লাগাল ও। 'আমি মত পাল্টে

ফেলার আগেই সরে পড়ো, নয়তো তোমাকে শেষ করে আর কারও সঙ্গে ডীল করতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারি আমি।'

ঘুরেই ছুটল সে। অসহ্য রাগে ফুঁসছে। কতবড় দুঃসাহস লোকটার, কার সামনে দাঁড়িয়ে এত হম্বি-তম্বি করছে, জানে ও? এটা যে নিউ ইয়র্ক নয়, বোঝে? অলরাইট, যদি না বুঝে থাকে তো বোঝাতে হবে। সিটি জিমকে জানাতে হবে সব। প্রচুর পয়সা দেয়া হয় পুলিসকে, এই সুযোগে তার কিছু অন্তত হালাল করে নিতে পারবে ব্যাটারা।

কাউন্সিলকেও খবরটা জানানো উচিত, ভাবল নিক্কো ভিয়েলি। নির্বাহীদের জানানো উচিত। জানাবে? ঠিক হবে সেটা? কিন্তু না জানিয়েই বা উপায় কি? পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠতেই বাথরূমের দিকে ছুটল কিং ভিয়েলি। দু'হাতে সজোরে মুখ চেপে ধরে আছে।

হারামজাদা আলসার, হারামীর বাচ্চা মাসুদ রানা!

মেঝে নোংরায় ভাসিয়ে দেয়ার আগমুহূর্তে কোনমতে কমোডের কাছে পৌঁছতে পারল সে। অনেকক্ষণ পর খানিকটা সুস্থির হয়ে হাতমুখ ধুলো, বেরিয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

কোথায় কোথায় ফোন করবে, ভাবছে।

চার

রাতের আঁধার গাঢ় হচ্ছে ক্রমে।

সময় যত গড়াচ্ছে, ততই দুটো ঝড় ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে।

দুটোরই লক্ষ্য এক, ব্যাপক ধ্বংস। একটা আসছে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে–ঘন তুষার, প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসের ক্রুদ্ধ মাতম আর অসহ্য ঠাণ্ডা নিয়ে।

অন্যটা ঘনিয়ে উঠছে শহরের ভেতরেই। উদ্বিগ্ন অফিশিয়াল, পুলিসের ব্যস্ত-সমস্ত ছোটাছুটিও এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের ঘুম হারাম করা ইত্যাদি আলামত নিয়ে। সিটি হলের সমস্ত আলো জ্বলছে। মেয়র ও পুলিস কমিশনারের অফিসে প্রচণ্ড ব্যস্ত সবাই। প্রত্যেকের আলোচনা এখন মাসুদ রানাকে কেন্দ্র করে।

স্ট্যান্ডার্ড রায়ট ফোর্স পথে নেমে পড়েছে বিশেষ অভিযানে। সিভিল ড্রেসে আছে তারা। সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা দল আছে, ডজন ডজন ভেহিকেলে শহর চষে বেড়াচ্ছে তারা। অন্যদিকে প্রত্যেকটা কী পয়েন্টে বসে আছে ওদের স্পেশাল মোটরাইজড ইউনিট। সবখানে সাজ সাজ রব। ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন কেয়ামত ঠেকাতে তৈরি হচ্ছে সবাই।

প্রকৃতির রুদ্র যে ঝড়টা আসছে, সেদিকে তেমন নজর নেই পরিকল্পনাবিদদের, পরেরটা ঠেকাতে মহাব্যস্ত। ওটার কামড় যে কী মারাত্মক, তা টের পাচ্ছে কেবল পথে নামতে বাধ্য হওয়া কর্মচারীরা।

ওদিকে মিশিগান অ্যাভিনিউ ট্যাভার্নের এক বড়সড় প্রাইভেট রূমে আলোচনায় বসেছে অন্য এক দল আপাদমস্তক 'ভদ্রলোক'। এরা 'ব্যবসায়ী'। দ্বিতীয় ঝড়ের অন্যতম উৎস। আনঅফিশিয়ালী এদের উপাধি কাউন্সেলর। যে মীটিঙে তারা বসেছে, সেটার নাম 'কোয়াড কাউন্সিল'।

এর অদৃশ্য ক্ষমতার দাপটেই প্রশাসনের ঘুম হারাম এ-মুহূর্তে। শিকাগোর আপারগ্রাউন্ড আর আণ্ডারগ্রাউন্ড, দুটোই নিয়ন্ত্রণ করে ওরা। কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা চার–উপাধি সিটি, লেবার, ইন্ডাস্ট্রি ও সিন্ডিকেট। মাসুদ রানাকে প্রতিহত করতে কি

কি পদক্ষেপ নিতে হবে, সেসব নির্ধারণ করাই হচ্ছে এদের এই আলোচনা বৈঠকের একমাত্র এজেন্ডা।

কাকে কি দায়িত্ব পালন করতে হবে, কাকে কি অ্যাকশন নিতে হবে, এসব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শেষে একেকজনকে একেক দায়িত্ব দেয়া হলো। ভবিষ্যৎ ডনকে উদ্ধার করতে, এবং নিজেদের চামড়া বাঁচাতে অ্যাকশনের কোন বিকল্প নেই তাদের। বেশ কিছু লোককে 'ফিল্ড জেনারেলের' দায়িত্ব দিল কাউন্সিল, তাদের নিয়ন্ত্রণের ভার পড়ল লর্ড হাই এনফোর্সার আলবার্তো 'টার্কি' ফেলিনি ওরফে জিনি টার্কি ওরফে টার্কের ওপর। অতীতে আর্মিতে কর্নেল ছিল সে, পরে হয়েছে 'টার্কি'।

মাফিয়ার সাধারণ পরিভাষায় 'টার্কি' শব্দ ব্যবহার হয় নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে নির্যাতন করে 'শিকার'কে সিস্টেমেটিক উপায়ে ধ্বংস করে বোধবুদ্ধিহীন মাংসের দলা অথবা 'টার্কিতে' পরিণত করার কাজে 'ওস্তাদ' বিশেষজ্ঞদের নামের সাথে। আলবার্তো ফেলিনি ও কাজে কেবল ওস্তাদই নয়, মহাওস্তাদ।

আজকের এই নিয়োগ তাকে নিজের ওস্তাদি প্রমাণের অনেক বড় এক সুযোগ এনে দিয়েছে। উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে আরও ওপরে উঠে যাওয়ার এই সুযোগের ষোলো আনা সদ্ব্যবহার করতে চায় জোলিয়েট, ইলিনয় এস্টেট প্রিজনের দু'বারের 'গ্রাজুয়েট', পঁয়ত্রিশ বছরের আলবার্তো।

পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে টার্কের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে জয় তার সুনিশ্চিত। কারণ, মিশিগান অ্যাভিনিউ ট্যাভার্ন থেকে অভিযান পরিচালনার যতগুলো পথ সে দেখতে পাচ্ছে, সবগুলোর গন্তব্য এক–তার সাফল্যের মনুমেন্ট।

হাতের বড়সড় পার্সেল দুটো মোটেল রূমের টেবিলে রেখে সোজা হলো মাসুদ রানা। বিছানার দিকে তাকাল। উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে

ammsuman@yahoo.com
www.murchona.com

কাঁদছিল রুডি, আওয়াজ শুনে তাকাল।

কোন কথা গোপন করেনি রানা, এডি ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর কি কি ঘটেছে রিচার্ডের ভাগ্যে, একটু আগে সব বলেছে রুডিকে। নির্মম বাস্তব ওকে শক্ত হতে সাহায্য করবে, তাই চেয়েছে ও। শোনার পর থেকে কাঁদছে রুডি, রানা মিছে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেনি। চেয়েছে কাঁদুক ও যত খুশি, কেঁদে মন হালকা করুক।

সেটাও একটা প্লাস পয়েন্ট হবে। নইলে যে চরম বিপজ্জনক কাজে হাত দিয়েছে রানা, তা ঠিকমত শেষ করা কঠিন হয়ে উঠবে। প্রতিমুহূর্ত ভীত-সন্ত্রস্ত কাউকে বয়ে নিয়ে চলতে পদে পদে সমস্যা হবে। তারচেয়ে মনে ঘৃণা আছে, প্রতিশোধ স্পৃহা আছে, শত্রুর বিনাশ কামনা আছে, এমন কেউ সঙ্গে থাকলে অনেক সহজ হবে কাজ।

ঘরের বাতি নেভানো। টিভি স্ক্রীনের সামান্য রুপালী আলোয় আলো হয়ে আছে কেবল। তাও এ ঘরে নেই সেটা, বাথরূমের সামনে ছোট একটা স্পেস আছে, ওখানে নিয়ে রেখেছে রানা। কিছু সময়ের জন্যে বাইরে গিয়েছিল ও, জরুরী একটা কাজ এবং কিছু কেনাকাটা সেরে আসতে। ভয়ঙ্কর অবস্থা বাইরে। ভেবেছিল দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। সব না হলেও বেশিরভাগই বন্ধ দেখেছে ও। রাস্তায় লোকজন নেই, ট্রাফিকও না থাকার মতই। দরকারী জিনিসপত্র জোগাড় করতে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে।

উঠে বসল মেয়েটি, টি-শার্টের আস্তিনে চোখের পানি মুছে দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে থাকল। অদ্ভুত চোখে দেখছে রানাকে।

রানাও দেখল। এই নিয়ে পাঁচবার দেখল ও রুডিকে, বেশ ছোট থাকতে দেখেছে তিনবার, ওর মা মারা যাওয়ার পর দেখেছে শেষবার, তারপর পাঁচ বছর পর আজ। এরমধ্যে যথেষ্ট লম্বা হয়েছে রুডি। চেহারায় মিষ্টি একটা ভাব ফুটেছে। চাউনিতে বুনো

আতঙ্কও। এটা এডি রুগেরির কীর্তি, বুঝতে অসুবিধে হয় না। কে জানে কত নির্যাতন সইতে হয়েছে বেচারিকে।

'কোথায় ছিলেন? আমি ভেবেছি আমাকে ফেলে...' শেষ করতে না পেরে ফের কেঁদে উঠল রুডি।

'তোমাকে ফেলে!' বিস্মিত হলো ও, পরমুহূর্তে হেসে উঠল নিঃশব্দে। 'তোমাকে ফেলে যাব বলে আসিনি আমি, রুডি। নিয়ে যাব বলে এসেছি।'

'কোথায় যাব?'

'এখানকার কাজ শেষ হলে নিউ ইয়র্কে। রিচার্ডের লাশ মর্গে আছে, তুমি গেলে ওর শেষ ব্যবস্থা হবে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটা। 'একটু আগে টিভিতে বলছিল এক ট্রাকিং কোম্পানির কে যেন খুন হয়েছে। জবাই করা হয়েছে লোকটাকে। লাশের সাথে আপনার ছবিও দেখানো হয়েছে।'

'আমার ছবি?' বলল রানা।

'হাতে আঁকা, স্কেচ।'

'তাই বলো।' ছোট পার্সেলটা রুডির দিকে ঠেলে দিল ও। 'এগুলো পরে দেখো ঠিক আছে কি না। তারপর খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করো। প্রতিমুহূর্তের জন্যে তৈরি থাকতে হবে আমাদেরকে।'

ওভারকোটের ভেতরের পকেট থেকে রিচার্ড ডীনের নোটবইটা বের করল রানা, উঠে গিয়ে টিভির আলোর সামনে বসল। কয়েকটা নাম খুঁজে বের করে তার পাশে খস্খস্ করে ক্রস চিহ্ন দিল।

বাইরে তুষার ঝড়ের তীব্রতা বাড়ছে মিনিটে মিনিটে।

বিশেষভাবে তৈরি দরজাটার ওপরে লেখা আছে: কমিউনিকেশন্স,

amarsumon@yahoo.com
www.murchona.com

লিমিটেড। তার ওপাশের রুমটা বেশ বড়, এক সারি সেমি-এনক্লোজড টেবিল একদিকের পুরো ফ্লোর দখল করে আছে। প্রতিটার ওপর আছে একটা করে টেলিফোন, ও বুকমেকিঙ ব্যবসার জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু ডিভাইস।

শিকাগো মাফিয়ার ওয়্যার-বেটিং সার্ভিসের হেডকোয়ার্টার এটা। কিন্তু আজ অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছে, রানার বিরুদ্ধে মাফিয়ার যুদ্ধের নার্ভ সেন্টার হিসেবে।

কয়েক ডজন মানুষ ব্যস্ত টেলিফোন নিয়ে। থেকে থেকে ফোন আসছে, ওরা রিসিভ করছে, মেসেজ কাগজে লিখে আলবার্তো 'টার্কি' ফেলিনির হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছে। রুমের এক মাথায় এক টেবিল 'ফিল্ড জেনারেলের' মাঝে বসে আছে টার্ক। চিন্তিত।

এক সময় তাদের কেউ একজন বলে উঠল, 'ওই যে, ভিয়েলি দ্য হলার হাজির।'

'কি চায় ব্যাটা?' বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল লিনি টার্কি। লোকটাকে একদম সহ্য করতে পারে না সে। যতই নমিনেশন পাক, তার ধারণা ব্যাটা কোনদিনই ডন হতে পারবে না। 'পরিবারের' কেউই পছন্দ করে না ভিয়েলিকে। ভোট দেবে না কচু!

মনে যাই থাক, চেহারা নির্বিকার রাখল সে। সিগারেট ধরিয়ে ছোট ছোট চুমুক দিতে লাগল। হাসল না, হাসির ভঙ্গি করল আন্ডারবসের সাথে চোখাচোখি হতে। লোকটার সাথে সম্পর্ক খারাপ করতে চায় না, কে জানে, যদি বাই চান্স ডন হয়েই বসে? তখন তার আনুকূল্য দরকার হবে।

'হাই, টার্ক!' হাত নাড়ল নিকো ভিয়েলি। 'কেমন চলছে?'

'ফাইন, সেনিয়র। জাস্ট ফাইন। বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্যে।'

'কিছু না,' নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল লোকটা। 'একা একা

অপেক্ষা করতে ভাল লাগছিল না। ভাবলাম এখানে তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি কি না খোঁজ নিয়ে দেখি।'

সিলিঙের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল লিনি টার্কি। আজকের খেলায় সে রাজা, নিচের র‍্যাঙ্কের যে কেউ সাহায্য করতে আসুক, ক্ষতি নেই। বড় কেউ এলেই ক্ষতি–সমস্ত ক্রেডিট শেষ পর্যন্ত লুটে নেয়ার চেষ্টা করবে। অথচ বড় বলে তার কোন প্রতিবাদ করার উপায় থাকবে না তার।

'ভালই করেছেন, সেনিয়র,' হাসি মুখে বলল সে। 'কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই ঘটছে না আসলে। আমার মনে হয় কোন গর্তে গিয়ে ঢুকেছে ব্যাটা।'

একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল ট্রাকার। 'তাহলে বরং বসি কিছুক্ষণ। দেখি কিছু ঘটে কি না।'

পাশের ফিল্ড জেনারেলের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো টার্কের। 'আমরা আমাদের স্ট্র্যাটেজি রিভিউ করছিলাম, সেনিয়র,' বলল সে। 'আপনার পিছনে বড় একদল গান ক্রু এনগেজ করেছি আমরা। যদি আপনি এখানেই থাকতে চান, তাহলে ওদের আর কোথাও...'

'তোমাদের গান ক্রু!' বিস্মিত হলো ভিয়েলি। 'কই, কেউ তো কিছু বলেনি আমাকে!'

'কাউকে বলতে বলা হয়নি, সেনিয়র।'

'কিন্তু তার কি দরকার ছিল? আমার নিজেরই তো প্রচুর ক্রু আছে সঙ্গে।'

চান্স পেয়ে মোক্ষম অস্ত্রটা ঝেড়ে দিল টার্ক। 'সে যতই থাকুক, শত হলেও আপনি আগামী নির্বাচনের মনোনীত ডন পদপ্রার্থী। আপনার ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নই আমি।'

পাম্প খেয়ে মোটা দেহ আরও ফুলে ওঠার ব্যবস্থা হলো

anirsuman@yahoo.com
www.murchona.com

ভিয়েলি দ্য হলারের। এতদিন এই অতিরিক্ত চটপটে, হ্যান্ডসাম লোকটাকে সে-ও বিশেষ পছন্দ করত না, চট্ করে সে ভাবটা দূর হয়ে গেল। 'থ্যাঙ্কস।'

'এনি টাইম, সেনিয়র।' একটু চুপ থেকে আবার বলল, 'লুক, সবচেয়ে ভাল হয় যদি আপনি স্বাভাবিক আচরণ করেন, বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করেন। ওই লোক একবার আপনাকে মারার চান্স নিয়েছে, খোলা জায়গায় পেলে আমার ধারণা আবারও নেবে। যদি নেয়, আমার স্পেশাল ক্রু ধরে ফেলবে ওকে। তারপর,' শ্রাগ করে থেমে গেল টার্ক।

'বুঝতে পেরেছি,' ক্লান্ত হাসি দিল ভিয়েলি। কুমড়ো মার্কা দেহ নিয়ে উঠে পড়ল ধস্তাধস্তি করে। 'ওকে, যাচ্ছি। ওহ্, আরেকটা কথা। আমি রিচার্ডের মেয়েটার ব্যাপারে আগ্রহী। আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত কেউ টাচ্ করবে না ওকে।'

'আমি কেবল মাসুদ রানায় আগ্রহী, সেনিয়র,' নির্বিকার চেহারায় জবাব দিল সে। 'কেউ হাত দেবে না মেয়েটার গায়ে। ধরা পড়লে আমি আপনাকে খবর দেব, বি শিওর।'

ও মাথায় এক লাইনম্যান চট্ করে উঠে পড়েছে দেখে চোখ কুঁচকে তাকাল টার্ক। একটা কাগজ দোলাতে দোলাতে এদিকেই আসছে সে। টার্কের দৃষ্টি অনুসরণ করে ভাবী ডনও ঘুরে তাকাল। লোকটা কাছে এসে দাঁড়াতে ভুরু নাচাল টার্ক।

'একটা খোঁজ বোধহয় পাওয়া গেছে ব্যাটার, সেনিয়র!' বলল সে।

'কে দিল?'

'নেইবারহুড প্রোটেকটিভ থেকে আমাদের এক ইনফর্মার।'

'হ্যাঁ, খবরটা কি?'

'ওয়েস্ট ওয়াশিংটনের এক ড্রেস শপে ঘন্টাখানেক আগে এক লোক গিয়েছিল। তখন অবশ্য কেউ সন্দেহ করেনি। পরে

কর্মচারীদের একজন বাসায় ফিরে টিভি নিউজ দেখে ফোন করে আমাদের একে।'

'আহ্, আসল খবরটা বলো,' চেহারা কুঁচকে উঠল টার্কের।

'ওয়েল, ঝড়ের জন্যে দোকান বন্ধ করছিল ওরা, তখন এই লোক গিয়ে হাজির। ওভারকোট পরা ছিল, নিচে কালো ড্রেস, চোখে কালো চশমা। কয়েক সেট গরম কাপড় কিনেছে সে ছোট মাপের। ছেলেদের সেট, তবে সাথে মেয়েদের প্যান্টিও কিনেছে।' আড়চোখে ভিয়েলিকে দেখল লোকটা। 'আর অ্যান্ড ভি কোম্পানিতে হিট্ করার একটু পরের ঘটনা এটা।'

'তাতে কি?' প্রশ্নটা নিজেকেই করল যেন টার্ক।

'এই লোক দাম বা স্টাইল নিয়ে বাছ-বিচার করেনি, শুধু কয়েক সেট ড্রেস চেয়েছে। জিনস্, গরম শার্ট, পুল ওভার ইত্যাদি। জেনারেলি ওগুলো ছেলেদের, কিন্তু মেয়েরাও পরে। সাথে ছিল মেয়েদের প্যান্টি। যে সাইজ, তা ওই মেয়েটার সাইজের সাথে মিলে যায়। তাছাড়া ক্রেতার যে বর্ণনা পেয়েছি, তাও মিলে যায় মাসুদ রানার সঙ্গে।'

ব্যাটার বুদ্ধি আছে, ভাবল টার্ক। তার কনুই ধরে টেনে নিয়ে চলল এক ডেস্কের ওপর মেলে রাখা শহরের বড় এক ম্যাপের কাছে। 'কোথায়! জায়গাটা কোথায় দেখাও আমাকে। চারদিকে সার্কেল আঁকো।'

তাই করল সে। 'এই যে, এখানে। ওহ্, সাদা স্পোর্টস কারে চড়ে এসেছিল লোকটা। নাম্বার বা মডেল জানা যায়নি। বড় গাড়ি, খুব দামী। বিদেশী।'

ভিয়েলির দিকে ফিরল টার্ক। 'ওর গাড়ি দেখেছেন আপনি?'

'না।'

'পরনে ওভারকোট ছিল?'

মাথা নাড়ল আন্ডারবস। 'অন্ধকারে ভাল করে দেখতে

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

পাইনি। তবে...মনে হয় ছিল না। কালো ড্রেস ঠিক আছে। কিন্তু চশমা দেখিনি।'

'কালো ড্রেস কেন?' উত্তরের আশায় নয়, ইচ্ছে হলো কথা বলার, তাই বলে বসল কে যেন।

'ক্লাউন সাজার জন্যে!' খেউ খেউ করে উঠল ভিয়েলি। 'আর কেন!'

'মাফ করবেন, সেনিয়র,' একটু গম্ভীর হলো টার্ক। 'এ ধরনের মন্তব্য ক্রুদের মনে মাসুদ রানা সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে।' নিজের সহকর্মীদের দিকে ফিরল। 'শোনো, খুব ভাল করে শুনে রাখো। মাসুদ রানা ক্লাউন নয়, ফুল কমান্ডো ট্রেনিং পাওয়া ফাইটার, তাই কালো ড্রেস পরে আছে, যাতে কেউ সহজে দেখতে না পায়। যতক্ষণ ও নিজে থেকে দেখা না দেবে, ততক্ষণ আমরা দেখতে পাব না। ওকে? কথাটা মনে রেখো, তাতে নিজেদেরই লাভ।'

'কিন্তু বাইরে এখন স্নো পড়ছে,' আরেকজন বলল। 'কালো পোশাক পরে থাকলে তো উল্টে ও নিজেই এক্সপোজড হয়ে পড়বে। তাতে সুবিধে হবে আমাদের।'

মেজাজ খাপ্পা হয়ে উঠল লিনি টার্কির। 'গাধার মত কথা বোলো না!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটার উদ্দেশে। 'তা মাসুদ রানাও দেখতে পাচ্ছে, অন্ধ নয় সে। কাজেই ওই সুবিধে সে কাউকে দেবে না।'

সিগারেট ধরাল সে। উত্তেজিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। 'ওই এলাকার প্রত্যেকটা হোটেল-মোটেল সার্চ করার ব্যবস্থা করো। এখনই লেগে পড়ো। ক্লীন সুইপ চাই আমি।'

'উত্তরের সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে শুনেছি,' ভিয়েলি বলে উঠল। 'এদিকেও একটা একটা করে হতে শুরু করেছে। স্টর্ম ওয়ার্নিং চড়ছে।'

'তো?' প্রশ্ন করল টার্ক।

'এটাই তোমার বড় সুযোগ। এর মধ্যে কোথাও নড়তে পারবে না ও।'

হাসি ফুটল তার মুখে। 'আমিও তাই ভাবছি। ওকে, বয়েজ!'

'আমি তাহলে চলি,' ভাবী ডন বলল। 'বাড়ি গিয়ে সেঁটে ঘুম লাগাই।'

'তাই করুন, সেনিয়র। আমি এদিক সামলাচ্ছি।'

'গুড হান্টিং।'

বিছানায় সুখাসনে বসে আছে মাসুদ রানা। পাশে ঘুমে বিভোর রুডির দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তিত মনে।

শিশুর মত সরল, নিষ্পাপ একটা চেহারা। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, বালিশে ছড়িয়ে আছে বব্ ছাঁট্ সোনালী চুল। থেকে থেকে দু'গাল কুঁচকে উঠছে একটু একটু। কাঁদছে বোধহয় স্বপ্নে। দুঃস্বপ্ন দেখছে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। এডি রুগেরির চাপিয়ে যাওয়া দুঃস্বপ্ন কতকাল দেখতে হবে ওকে কে জানে! প্রথম সুযোগেই ভাল কোন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে রুডিকে, নিজেকে মনে করিয়ে রাখল রানা। আজই হলে সবচেয়ে ভাল হত, কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। নিউ ইয়র্ক ফিরেই সারতে হবে কাজটা, অবশ্য যদি...

রুডির কপালে আলতো করে এক হাত রাখল ও, আস্তে করে নাড়া দিল। 'রুডি, ওঠো।'

তৃতীয় ঝাঁকিতে চোখ মেলল ও, আবছা আলোয় রানাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল। 'ভয় নেই, রুডি,' তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিল রানা। 'চেঁচিয়ো না।'

ওকে চিনতে পেরে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি, চোখ

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

রগড়াল। 'কি হয়েছে?' পরক্ষণে রানাকে পুরোদস্তুর সজাগ-সতর্ক দেখে বলল, 'আপনি ঘুমাননি?'

জবাব এড়িয়ে গেল ও। 'ওঠো। সরে যেতে হবে আমাদের।'

'এরইমধ্যে!' চোখ বড় বড় হয়ে উঠল রুডির। 'কোথায়?'

'জানি না। তবে এখানে আর থাকা যাবে না, বিপদ ঘটে যেতে পারে। উঠে পড়ো, তৈরি হয়ে নাও।'

নেমে পড়ল রানা। ব্যাকপ্যাক থেকে একটা থার্মাল স্কিনস্যুট বের করে উল্টে নিল, ভেতরের সাদা সারফেস বাইরে রেখে ঝটপট পরে ফেলল। স্যুটটা ওয়াশিংটন থেকে কিনে এনেছে ও। 'জলদি, রুডি!' তাড়া লাগাল। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও।'

এরমধ্যে যুদ্ধ পরিকল্পনা খানিকটা বদলেছে ও, তা হলো রুডিকে কোন নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে না রাখা পর্যন্ত নিজে থেকে নতুন কোন হামলা চালাতে যাবে না। তাতে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। পারে না, হবেই। রুডি সাথে থাকলে হাত-পা বাঁধা থাকবে, কিছুই করতে পারবে না ও। কাজেই আগে মেয়েটার কোন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর...

ওয়ালথারটা চেক করল রানা। তারপর একটা বেরেটা বেলি। ট্রিগারে বিশেষ কারিগরি ফলানো আছে ওটার, তুচ্ছ পরিমাণ চাপ পড়লেই বেরিয়ে যাবে নাইন এমএম প্যারাবেলাম হাই শকার বুলেট-আট রাউন্ডের ম্যাগাজিন। ত্রিশ গজের মধ্যে শিকারের দেহে ঢোকার সময় দুই ইঞ্চি গর্ত করে ঢোকে। সেকেন্ডেরও কম সময়ে রিলোড করা যায়। ওয়ালথারে অভ্যস্ত হাতে এর ওজন একটু বেশি লাগে, কিন্তু রানা প্র্যাকটিস করে নিয়েছে।

প্রস্তুতি শেষ হতে রুডির দিকে ফিরল রানা। 'এখন আমরা বের হব। বাইরের অবস্থা কি আমি জানি না, তবে ভাল যে নয়, তা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। তিসৌকে যারা মেরেছে, তারা

দেখতে মানুষ হলেও স্বভাবে নেকড়ের চেয়েও হিংস্র। বাইরে কোথাও আছে ওরা, আমাদের খোঁজে দল বেঁধে ঘুরছে। যদি ধরতে পারে, কি ঘটবে বুঝতেই পারছ।

'কিন্তু কিছুতেই আমাদের ধরা পড়া চলবে না, মনে রেখো। তোমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে। খুব সতর্ক থাকতে হবে। তোমাকে নিয়ে চিন্তায় আছি আমি। ঠিক করেছি নিরাপদ কোথাও তোমাকে রেখে বাকি কাজে নামব।'

চোখ পিট্‌পিট্ করে উঠল রুডির। 'কোথায়?'

'চলো, দেখতে পাবে। তোমার চেনা এক জায়গায় যাচ্ছি এখন আমরা। কিন্তু বাইরে যতক্ষণ আছি, প্রত্যেকটা সেকেন্ডের জন্যে তৈরি থাকতে হবে তোমাকে। প্রতি মুহূর্তের জন্যে সতর্ক থাকতে হবে। কান খাড়া রাখবে, যখনই আমি বলব "ডাউন", যেখানে, যে অবস্থায়ই থাকো, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বা মেঝেতে শুয়ে পড়বে। যদি নির্দেশ মানতে দেরি হয়, শত্রুর গুলি খাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তোমার। আমি যখন নির্দেশটা দেব, বুঝবে আমার হাতে পিস্তল চলে এসেছে, আমি গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছি। তোমার দেরি হলে আমার লাইন অভ ফায়ারও ক্লীয়ার পাব না আমি। ওকে?'

কিছুটা দ্বিধার সাথে মাথা দোলাল রুডি। 'ওকে।'

'কিভাবে করবে খেয়াল করে দেখো। তুমি "ডাউন" বলো।'

বলল মেয়েটা, পরক্ষণে সভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ওকে বিদ্যুৎগতিতে ডাইভ দিতে দেখে। চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। উঠে পড়ল রানা। 'এবার তুমি।'

ঢোক গিলল রুডি। 'আপনার মত অত তাড়াতাড়ি?'

'নিশ্চয়ই। ডাউন!'

ডাইভ দিল মেয়েটা, তবে একটু স্লো হয়ে গেল। কয়েকবার প্র্যাকটিস করিয়ে শুধরে নিল রানা, মোটামুটি সন্তুষ্ট হওয়া গেল।

'এতক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে বলেছি আমি। তুমি মোটামুটি

তৈরি ছিলে। কিন্তু এবার অন্যদিকে ফিরে বলব, কখন বলব বোঝার সময় দেব না। ওয়াচ ইট, রেজাল্ট সেম হতে হবে।'

ঝাড়া দশ মিনিট পর ওকে রেহাই দিল রানা। ভালই আয়ত্ত করে নিয়েছে রুডি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়ার অনুমতি দিল রানা।

'এসব কোথায় শিখেছেন আপনি?' বিছানায় উঠে বসে বলল ও। গভীর কৌতূহলের সাথে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

জবাব দিল না ও। শুনতে পায়নি। ধ্যানে বসে গেছে।

পাঁচ

সামনে ঝুঁকে হুইলম্যানের কাঁধে দুটো চাপড় লাগাল লিনি টার্কি। 'সামনের বিল্ডিংটার পাশে গাড়ি রাখো।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, গ্যাস পেডাল ছেড়ে প্রকাণ্ড গাড়িটা ডানে ঘুরিয়ে কার্বের দিকে এগোল। ভবনটার এন্ট্রান্সের সামনে দাঁড় করাল। ওটার সামনে একটা নিয়ন সাইন জ্বলছে, ওতে লেখা: টাউন একরস্ মোটর লজ।

টার্কি অবশ্য দেখতে পাচ্ছে না। দেখার দরকারও নেই, কারণ সে জানে কোথায় তাকে থামতে হবে। প্রচণ্ড ঘোড়ো বাতাস তাড়িত ঘন তুষারে ঝিরঝিরিটি প্রায় ঢেকে এ মুহূর্তে, এর মধ্যে সাইনটাকে স্রেফ এক ফ্লোরেসেন্টের বাতির মত দেখাচ্ছে। আকাশে ঝুলছে।

টার্কির গাড়ির পিছনে আরেকটা এসে দাঁড়াল, ক্রু চীফ বার্নি বের হলো ওটা থেকে। ঘাড়ে-মাথায় করে একগাদা তুষার নিয়ে প্রথমটার ব্যাক সীটে উঠে পড়ল সে। বাতাসের তোড়ে ভেতরে ঢুকে পড়া তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে বিরক্তির সাথে টার্কি বলল, 'কী এক রাত! উফ্!'

'সত্যি,' নাকমুখ মুছল চীফ ক্রু। হাতের তালুতে জোরে ফুঁ দিয়ে জোরে জোরে ঘষতে লাগল। 'এই সেই জায়গা?'

'হ্যাঁ। এটার কথাই বলেছে রিটার।'

'এখানেই আছে ওরা, বস্? শিওর?'

মাথা দোলাল টার্কি। 'পুরো নই। রিটার জানিয়েছে একটা সাদা স্পোর্টস মডেল গাড়ি দেখেছে সে এটার কার পার্কে। ইন্ডিয়ানার প্লেট। ডেকে ওদের রেজিস্টারও চেক করে দেখেছে ও। ইন্ডিয়ানাপোলিসের মিস্টার উইলিয়াম আর তার ছেলে, ওখানকার এই দু'জনকেই পাওয়া গেছে। বাপ দু'দিন আগে থেকেই ছিল, ছেলে এসেছে আজ। এইটুকুই জানা গেছে কেবল। আমার বিশ্বাস ওরাই।'

'ঠিকমত চেক করে থাকলে হয়,' বার্নি বলল নিজের মনে।

'বলল তো করেছে। রুম নাম্বার বি-দুশো চল্লিশ, দোতলার দক্ষিণ মাথায়।'

'লবি দিয়ে ঢুকব?'

'না, বাইরে দিয়ে,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল লিনি টার্কি। 'বাইরে দিয়ে চারটে সিঁড়ি আছে। পার্কিং লট থেকে দুটো, ওগুলো সামনেই, কয়েক গজের মধ্যে। অন্য দুটো পিছনের কোর্টইয়ার্ডের দিকে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' বার্নি বলল। 'এদের সব রুমের দরজা বাইরের দিকে। টানা বারান্দা আছে। বুঝেছি।'

'হ্যাঁ,' ঘুরে চীফ ক্রুর দিকে তাকাল সে। 'শোনো, প্রত্যেক

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সিঁড়ির গোড়ায় গার্ড রেখে ওপরে যেতে হবে তোমাদের, সেই ব্যবস্থা করো আগে। কোন ঝামেলা চাই না আমি। উল্টোপাল্টা কিছু যেন না ঘটে।'

'ভেবো না, বস্। ঠিকই থাকবে সব।'

'তুমি নিজে ধরবে ওকে, বুঝতে পেরেছ? কোনমতে যদি পালাতে পারে লোকটা, এই ওয়েদারে হাজার চেষ্টা করলেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কথাটা মনে রেখো।'

'যদি ও রূমে না থাকে?'

'অপেক্ষা করবে তুমি,' নাকের ডগা চুলকাল টার্কি। 'কাউকে পাঠিয়ে দেবে খবরটা আমাকে জানাতে।'

'রাইট।' দরজায় কাঁধ ঠেকিয়ে সিগারেট ধরাল বার্নি। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ সে, পেশীবহুল শরীর। মুখটা বিরাট। শুটিংএ পাকা হাত, নির্ভর করা যায়। 'ওকে জ্যান্ত চাও, বস্?'

'যদি সম্ভব হয়, হ্যাঁ। তবে কোন ঝুঁকি নিতে যেয়ো না। এতগুলো গার্ডসহ এডির কি দশা লোকটা করেছে, সে তো নিজের চোখেই দেখেছ। তবে মেয়েটাকে আস্ত নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। আর, কোন সাক্ষী রাখবে না।'

'অল রাইট, বস্। দুটো গাড়ির সবাইকে চার সিঁড়ির গোড়ায় প্লেস করছি আমি। হুইলম্যানসহ মোট বারোজনকে। তারপর ক্রিস, হুপার আর বাউন্সারকে নিয়ে ওপরে যাব আমি। অন্যরা সবাই চারদিকে ছড়িয়ে থাকবে।'

'তোমার সিঁড়ির গোড়ায় বাছাই করা ছেলেদের রেখো,' টার্কি বলল। 'সুবিধে হবে তোমার। আর "সেফটি প্লাস" হিসেবে মেইন এন্ট্রান্সে একটা গাড়িও রাখবে।'

'রাইট।'

'বেরোও। আমি আছি এদিকে। আমি আর জো,' সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসা চওড়া কাঁধের যুবককে দেখাল সে।

বার্নি বেরিয়ে যেতে চালকের উদ্দেশে বলল, 'ফ্রন্ট একজিটের দিকে চলো।'

নড়ে উঠল বিশাল লিমুজিন, নরম তুষারের ওপর দিয়ে ভেজা আওয়াজ তুলে গড়াতে শুরু করল ওটার চাকা। 'রক্তের গন্ধ পাচ্ছ নাকি, জো?' সিগারেট ধরাবার ফাঁকে প্রশ্ন করল আলবার্তো 'টার্কি' ফেলিনি। হাসছে মুখের একপাশ দিয়ে।

'শুধু গন্ধ না, বস্। স্বাদও পাচ্ছি।'

আচমকা তুষারের ঘন পর্দা ফুঁড়ে এক জোড়া সার্চলাইট দেখা দিতে চমকে উঠল টার্কি। প্রকাণ্ড একটা গাড়ি, ওরটার পাশ কাটিয়ে শামুকের মত এগিয়ে যাচ্ছে মোটেলের দিকে। নিজেদের হেডলাইটের আলোয় পলকের জন্যে ওটার আরোহীদের দেখতে পেল সে, আহাম্মক হয়ে গেল। 'ক্রাইস্ট!' বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'ও ব্যাটা সেই ইয়ে না?'

'ইয়েস, বস্,' হুইলম্যান বলল। 'দলবলসহ হাজির।'

জো ঘুরে তাকাল তার দিকে। 'কে? দেখতে পাইনি আমি।'

লিনি টার্কির তুফান বেগের খিস্তি খেউরের ফাঁকে জবাব দিল চালক, 'ওটা নিকো ভিয়েলি।'

দুটো পার্সেলের বড়টা খুলল মাসুদ রানা। ওর মধ্যে নিজের জন্যে দরকারী জিনিসপত্র আছে। স্কিনস্যুটের ওপর প্রথমে একটা উলেন শার্ট গায়ে দিল ও, এরপর পার্সেল থেকে সাদা রঙের একটা হেভি-ওয়েদার জাম্পস্যুট বের করে পরল।

ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট ওটা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওয়ান পীস ড্রেস। কব্জি ও গোড়ালির কাছে টাইট ফিট। তার ওপর একটা বাড়তি হুডেড জ্যাকেট গায়ে দিল রানা, ওটাও সাদা। পায়ে দিল ধূসর রাবারাইজড থার্মাল লাইনিঙের হেভি বুট। প্রায় একই ড্রেস রুডির জন্যেও এনেছে ও, কিন্তু ফাঁস হয়েছে শুধু

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

সাধারণগুলোর কথা। সে খবর অবশ্য জানা হয়নি রানার–জানার কথাও নয়।

তৈরি হয়ে রুডিকে ভাল করে দেখল ও। কয়েকটা ড্রেস একসাথে পরার।বেশ মোটা দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। রানার মত থার্মাল স্কিনস্যুটের ওপর একটা গরম শার্ট পরেছে ও, তারওপর সাদা হেভি-উল প্যান্ট-স্যুট। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত বুট। এরপর প্রায় উরু পর্যন্ত স্কি জ্যাকেট, মাফলার, ক্যাপ আর গ্লাভস। সব মিলিয়ে আর্কটিক অভিযাত্রীর মত লাগছে ওদের।

'অসুবিধে হচ্ছে?' জানতে চাইল ও।

বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল রুডি। 'একটু একটু।'

'কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করলে ঠিক হয়ে যাবে।' ফোল্ড করা ওয়েদারবাই, স্কোপ ও প্রয়োজনীয় এটা-ওটায় প্রায় ভর্তি ব্যাকপ্যাক বাঁ কাঁধে তুলে নিল ও। ডান হাতে বেরেটা, ওয়ালথার জ্যাকেটের ডান পকেটে। 'চলো।'

গলা বাড়িয়ে আগে বাইরে চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর নিশ্চিত হয়ে রুডির হাত ধরে বেরিয়ে এল। সিঁড়ির মাথায় ছোট এক ক্যানোপি আছে, ওর নিচে বসে পড়ল বাইরের সাদা পেইন্ট করা দেয়াল ঘেঁষে। কেউ যদি ভেতরে ঢুকতে চায়, ওদের সাথে গুঁতো না খেয়ে অনায়াসে যাতে ঢুকতে পারে, সে জন্যে এই সতর্কতা।

'এখানে কি?' ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল রুডি।

'একটু অপেক্ষা করতে চাই। কথা বোলো না।' সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। পাঁচ হাত দূরে গোড়ার দিকের একটা ধাপ কোনমতে আন্দাজ করা যায় কেবল, ওপাশে সব সাদা। ভয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে মেয়েটা, একটুও নড়ছে না। ওর মনের অবস্থা টের পেয়ে করুণা হলো রানার।

ঝাড়া পাঁচ মিনিট কেটে যাওয়ার পরও যখন সচল কিছু চোখে পড়ল না, কোন আওয়াজও কানে এল না, উঠে পড়বে ঠিক করল

রানা। এবং সেই মুহূর্তেই কানে এল একটা শব্দ–গাড়ির আওয়াজ! ঠিক সিঁড়ির গোড়ায় এসে থেমেছে। রুডিও শুনল, রানার বেরেটা একটু একটু করে ওপরে উঠছে দেখে এক হাতে মুখ চেপে ধরল যাতে চিৎকার বের হওয়ার পথ না পায়। চোখ বিস্ফারিত, হাতুড়ির ঘা পড়ছে বুকের মধ্যে।

'একদম নড়বে না,' ওর কানের কাছে মুখ এনে বলল রানা। 'চুপ করে বসে থাকো।'

ভয় পেয়ে ওকে ধরতে হাত বাড়িয়েছিল রুডি, ওটায় মৃদু চাপ দিয়ে ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। তারপর পলকে হাওয়া হয়ে গেল। মোটেলের বাইরের আলোগুলো জ্বলছে, কিন্তু তাতে কেবল ওগুলোর অবস্থানই অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, আর কিছু না। ধোঁয়া ধোঁয়া। ত্রিশ সেকেন্ড পর ফের উদয় হলো রানা। 'কোন শব্দ নয়। একদম চুপ!' বলল ও। 'শব্দ করে নিঃশ্বাসও ফেলবে না।'

কয়েক সেকেন্ড পর গলার শব্দ ভেসে এল–কয়েকজনের গলা। চাপা, ভুতুড়ে। কোনদিক থেকে আসছে এলোমেলো বাতাসে বোঝার উপায় নেই, তবে ক্রমেই যে এগিয়ে আসছে, তা বোঝা যায়।

'জিযাস ক্রাইস্ট!' কেউ বলল চাপা বিস্ময়ের সাথে। 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না শালার...'

'অ্যাই, চুপ! একদম চুপ!' এটা একটু মোটা।

'যদি পথ হারিয়ে ফেলি?' তৃতীয় গলা।

'বলে কি ব্যাটা আহাম্মক? সিঁড়িতে কোন্ শালা কবে পথ হারিয়েছে, এমন আজব কথা তো শুনিনি!' এ আরেকজন।

তৃতীয় গলা: 'হারায় হারায়। আমাদের ওদিকে এরকম ঝড়ের রাতে এক লোক নিজের ব্যাকইয়ার্ডে ঠাণ্ডায় জমে মরেছে দরজা খুঁজে না পেয়ে। অথচ দরজাটা মাত্র দশ গজ দূরে ছিল।'

amarsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'ড্যামিট!' চাপা খ্যাঁকানি মেরে উঠল মোটা গলা। 'বলছি সবাই চুপ করো!'

তিনটে গলা, বুঝল মাসুদ রানা। সংখ্যা এ মুহূর্তে অল্প বলে কিছুটা স্বস্তি পেল। আগে এ ক'টাকে সামাল দেয়া যাক, তারপর...

'ভাঁড়ুয়া ব্যাটা রুম নাম্বার কত বলেছে, বি-দুশো চল্লিশ?'

চুক্! আওয়াজ করল দ্বিতীয় গলা। 'কি যা-তা বলছ! তুমি জানো ও কে? যত্তসব ফালতু আলাপ! টার্কের সামনে বলে দেখো কথাটা, প্যাঁদানির চোটে তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে।'

নীরব হয়ে গেল সবাই। এসে পড়েছে। সিঁড়ির তুষারে অদ্ভুত আওয়াজ উঠছে ওদের পায়ের চাপে। রানা অনড়। সিঁড়ির শেষ ধাপে প্রথম অস্পষ্ট ছায়াটা দেখল। শীতে হি হি করছে। 'কোনদিকে হতে পারে রুমটা, ডানদিকে না বাঁদিকে?'

ভরাট এক গলা জবাবটা দিল, 'বাঁদিকে।'

'অ্যাঁ!'

'হোয়া...!'

খুব দ্রুত কয়েকটা ফুট! ফুট! শব্দ শুনল রুডি, পরমুহূর্তে একটামাত্র কাতর ধ্বনি ও তিনটে ভারী দেহ আছড়ে পড়ে গড়িয়ে নেমে যাওয়ার আওয়াজ। হুঁশ হতে রানা কাছে নেই দেখে চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল, তখনই দেখা দিল ও। রুডির হাত ধরে টানল। 'এসো!'

উঠে পড়ল ও, রানার টান খেয়ে ছুটল পিছন পিছন। সিঁড়িতে বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে পড়ে থাকা দেহগুলো টপকে মাঝসিঁড়ি পর্যন্ত নেমে হঠাৎ ব্রেক কষল রানা, রুডিকে নিজের আড়ালে রেখে কান খাড়া করল। আবার কথার আওয়াজ আসছে—সামনে থেকে। একটা গলা আস্তে কথা বলছে, অন্যটা ধমকের সুরে। একজোড়া হেডলাইটের আলো ঘুরল, তেরছা তুষারবৃষ্টি ও আরেকটা গাড়ির

কাঠামো মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল সে আলোয়।

ওরা দূরে আছে বুঝতে পেরে আরও খানিকটা নামল রানা, ফের দাঁড়াল। পরের গলাটা কানে এল। '...কোথায় যেতে হবে না হবে সে আমি বুঝব। ওকে গিয়ে বলো নিজের চরকায় তেল দিতে।'

'আপনার মত গুরুত্বপূর্ণ মানুষের এখানে আসা ঠিক হয়নি, সেনিয়র ভিয়েলি,' আবেদনের সুরে বলল দ্বিতীয় কণ্ঠ। 'টার্ক চায় না আপনি অনর্থক নিজেকে এক্সপোজ করেন।'

'আমি জানি, বার্নি। কিন্তু সবাইকে সব সময় উপদেশ দেয়া ভাল অভ্যেস নয়। ওকে গিয়ে বলো সে কথা, আর তুমি নিজেও খেয়াল রেখো।'

নেমে পড়েছে রানা ও রুডি, ভিয়েলির গাড়ির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে সতর্ক পায়ে। বড়জোর দশ হাত দূর দিয়ে। দুই অদৃশ্য কণ্ঠধারীর কথা কাটাকাটি শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। অর্থাৎ তারাও দেখতে পাচ্ছে না ওদের। পার্ক করা গাড়ির মাঝখানে হাঁটু সমান তুষার জমেছে রিজের মত, ওর একটার ওপর দিয়ে হাঁটছে ওরা।

দশ-বারো পা গিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল মাসুদ রানা—দেখেনি কিছু, কিন্তু মন বলেছে ধারেকাছে শত্রু আছে। এ লাইনে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল এটা, বিপদ ঘটে বসার আগেই ভেতর থেকে হুঁশিয়ারি শুনতে পায় ও। থেমে দাঁড়ানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সত্যি হলো ওর ধারণা। ঘন পর্দা ফুঁড়ে ঠিক সামনেই একটা কাঠামো আকৃতি নিতে শুরু করেছে দেখে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল রুডি। প্রায় একই মুহূর্তে মৃত্যু বর্ষণ করল রানার বেরেটা বেলি।

নিঃশব্দে ঢলে পড়ল কাঠামোটা। আবার এগোল ওরা, তখনও একটু একটু নড়তে থাকা দেহটা ডিঙিয়ে পা চালাল। ওটা ডিঙানোর সময় গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল রুডির। ওদিকে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

আওয়াজটা উঠতেই কথা থেমে গেছে দুই অদৃশ্য বাক্যবাগীশের।

'শুনলে কিছু?' একমুহূর্ত পর চেঁচিয়ে উঠল ভিয়েলি। 'কিছু শুনতে পেয়েছ তুমি?'

'শুনেছি, সেনিয়র,' বার্নি বলল। 'ও কিছু নয়, এই ওয়েদারে ওরকম অনেক শব্দ ওঠে।'

'না,' নাক টেনে বলল ভিয়েলি। 'ওটা সম্পূর্ণ অন্যরকম শব্দ, সাইলেন্সারের। আমি শিওর, কুত্তার বাচ্চা মাসুদ রানা এখানেই কোথাও আছে। দাঁড়াও, ছেলেদের দিয়ে আগে...'

'গড! সেনিয়র, না! ভুলেও...'

আচমকা বিকট শব্দে হর্ন বেজে উঠতে বার্নির গলা চাপা পড়ে গেল। ওদের ডানদিকে বেশ কয়েকটা কাঠামোর নড়াচড়ার আভাস দেখা গেল, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে, হাঁপাচ্ছে। ভয় কিছুটা লাগছে রুডির, কিন্তু সাহস হারাল না। বুঝতে পারছে সাদা ড্রেস পরা বলেই ওদের দেখতে পাচ্ছে না শত্রু, কাজেই খুব বেশি ঘাবড়াবার কিছু নেই।

কানের কাছে একটা বাজখাই গলা চেঁচিয়ে উঠল, 'হর্ন বন্ধ করো, উল্লুক! শাট অফ, শাট অফ! ও পালিয়ে যাবে!'

হঠাৎ করে জ্যান্ত হয়ে উঠল চারদিকটা। দৌড়ঝাঁপ, বিস্ময়ধ্বনি, বরফের মুড়মুড় আর চাপা কমান্ড শোনা যেতে লাগল। শত্রু সবদিকে বুঝতে পেরে আরও সতর্ক হলো রানা, বুদ্ধি করে সাদা ড্রেস কিনেছিল বলে মনে মনে নিজেকে বাহবা দিল। নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই খবর হয়ে যেত। সাবধানে এগোল, ঘন ঘন থেমে চারদিকে নজর বোলাচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে থেমে গেল ও-পৌঁছে গেছে গাড়ির কাছে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসেছে।

কিন্তু রুডি সময়মত থেমে পড়তে ব্যর্থ হলো, গাড়ির পিছনদিকে দুম করে গুঁতো খেয়ে পড়ে গেল পা পিছলে। অবশ্য

একেবারে পড়ে যাওয়ার আগেই ঝটকা মেরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে কানের কাছে একটা উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল, 'রিকি! কি হয়েছে? শব্দ কিসের?'

'কই!' জবাব ওদের বড়জোর তিন-চার গজ দূর থেকে এল। 'আমি তো ভাবলাম তুমি করেছ শব্দ।'

রিকির জবাব পুরো হওয়ার আগেই রুডির কানে কানে বলল ও, 'ডাউন!' পরমুহূর্তে নরম তুষারের বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি, কয়েক গড়ান দিয়ে ঢুকে গেল রানার ফেরারির নিচে। রানাও শুয়ে পড়ল। আর ঠিক তখনই একসাথে কয়েকটা অস্ত্র গর্জে উঠল ওদের অবস্থান লক্ষ্য করে।

সব ক'টা গানফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে দু'বার করে কাশল রানার বেরেটা, থেমে গেল গুলি। সেকেন্ডের মধ্যে চেম্বারে দ্বিতীয় ক্লিপ ভরে প্রস্তুত হয়ে নিল ও। চারদিকে আন্দাজে গুলি করে ওটাও শেষ করল, আরেক ক্লিপ ভরে উঠে বসল হাঁটুতে ভর করে। চারদিক থেকে সমানে গুলি, চিৎকার ও গোঙানির শব্দ আসছে। সেদিকে খেয়াল না দিয়ে রুডিকে ঠেলে গাড়িতে তুলে দিল রানা। 'ডাউন! ফ্লোরে!'

ওর নির্দেশ পুরো হওয়ার আগেই সীট থেকে নেমে পড়ল মেয়েটা, ফ্লোরে মুখ গুঁজে পড়ে থাকল। এক মুহূর্ত পর সগর্জনে স্টার্ট নিল ফেরারির শক্তিশালী এঞ্জিন, চাকার তাড়নায় প্রচুর তুষার উড়িয়ে ঝাঁপ দিল। ছুটতে শুরু করল অন্ধকারে। এই সময় চারদিক থেকে গুলি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ওদের লক্ষ্য করে-ধুপ্ ধাপ্ শব্দে ফেরারির দেহে অনবরত বিদ্ধ হচ্ছে বুলেট, ধাতব আবরণ ছিঁড়িখুঁড়ে ঢুকে পড়ছে ভেতরে। কাঁচ ভাঙছে একটার পর একটা, সীটের আপহোলস্টারি ছিন্নভিন্ন হয়ে শূন্যে উড়ছে।

মাথা সামান্য একটু জাগিয়ে রেখে ড্রাইভ করছে রানা, ওর বেরেটাও জবাব দিয়ে চলেছে সমানে। ক্লিপ ফুরিয়ে যেতে ওটা

ফেলে ওয়ালথার বের করল, কিন্তু দুটোর বেশি গুলি ছোঁড়ার সময় পেল না ওটা থেকে। অদ্ভুত এক গোঙানি বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। পরক্ষণে একটা চিৎকার, 'সাবধান, ঘেরাও করে ফেলেছে...!'

বলেই শুয়ে পড়ল ও, এক হাতে জড়িয়ে ধরল রুডিকে, অন্য হাতে স্টিয়ারিঙ হুইল। স্কিড করল ফেরারি, মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারের বিকট শব্দে চমকে উঠল গোটা এলাকা। ধাক্কাটাও ঠিক তখনই লাগল।

অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত সহজাত অনুভূতি আর ভেতরের সতর্কবাণীই শুধু নয়, শত্রুর সাথে একের পর এক লড়াই করে জয়ী হওয়ার ফলে সামনে দেখার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, এই লড়াইয়ে তাকেও ষোলো আনা কাজে লাগাল ও। বিপদ যেমন রানার নিত্যসঙ্গী, তেমনি তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার হাজারো কৌশলও জানা আছে ওর। বিশেষ করে তা যদি হয় এটার মত চেনা বিপদ। জানা ছিল এমন কিছু ঘটবে, তাই সবদিক থেকে তৈরি হয়েই ছিল ও। রুম থেকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে কত পা যেতে হবে–উত্তরে না দক্ষিণে, পুবে না পশ্চিমে, সমস্ত কিছু মুখস্থ করে রেখেছে ও ঝড় শুরু হওয়ার দু'দিন আগেই।

দু'দিন হলো শিকাগো এসেছে ও, টাউন একরস মোটর লজে উঠেছে। তখন থেকেই শুরু করেছে হিসেব-নিকেশ। ফিজিক্যাল সারাউন্ডিঙের সমস্ত খুঁটিনাটি চিনে রেখেছে আপন হাতের তালুর মত। ভেতরের সহজাত 'ব্যাটলফিল্ড ইনটুইশনে'র তাগিদে এসব করেছে ও। মাফিয়ার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর ভালই জানা আছে রানার, কাজেই কি ধরনের হুমকি আসবে এবং তা ঠেকাতে ওকে কি করতে হবে, সে ব্যাপারেও মোটামুটি ধারণা ছিল।

এ হচ্ছে মিলিটারি ট্রেনিঙের সুফল। এরকম চরম মুহূর্তে জীবন-মরণের মাঝের ভারসাম্য যখন টলমল করে, সাধারণ চিন্তাশক্তি তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক পাশে সরে যায়, জায়গা করে দেয় চরম সন্ধিক্ষণ মোকাবিলার জন্যে তৈরি হয়ে থাকা ট্রেইনড় রিফ্লেক্সকে। সাইকেল চালনা আর সাঁতার যেমন একবার শিখে নিলে জীবনে ভোলে না মানুষ, এই রিফ্লেক্সও তেমনি। মগজে জমা থাকে, প্রয়োজনের সময় অ্যাকশনে নামে।

ওটাই রানাকে নিয়ে এসেছে পার্কিং লটের একজিট পর্যন্ত। হয়তো বের হয়ে যেতেও পারত, যদি ওখানে আরেকজন 'সামনে দেখা' অভিজ্ঞ লোক ওর বিপক্ষে না থাকত, গাড়ি দিয়ে পথের ওপর 'সেফটি প্লাগ' না তৈরি করে রাখত। লিনি টার্কিও ওরই মত এক্স আর্মিম্যান, অভিজ্ঞতা তারও কম নয়। ভেবেচিন্তে উপায়টা ভালই বের করেছিল সে।

মাসুদ রানার আর্মি ট্রেনিঙের ঝুলিতে ওই মাল ছিল না, তাই প্রথমে বড়সড় গাড়িটার ওপর চোখ পড়তে ক্ষণিকের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সামলে নিল শেষ পর্যন্ত, গোঁয়ারের মত তেড়ে গেল ওটার দিকে। ওদিকে তখন অন্য নাটক চলছে। গাড়িটা লিনি টার্কির। ভিয়েলিকে দেখে বিস্মিত বার্নি তার সাথে কথা বলতে গিয়ে 'প্লাগ' সেট করার কথা ভুলে গেছে দেখে নিজের গাড়ি দিয়ে কাজটা সারল সে। সহকারী জো আর হুইলম্যানের হাতে ওটার দায়িত্ব দিয়ে রাগে গজ গজ করতে করতে ভিয়েলির গাড়ির দিকে পা বাড়াল, লোকটার এই অপ্রত্যাশিত সীনে উদয় হওয়াকে বড় ধরনের এক প্রতারণা মনে হচ্ছে তার।

সবে কয়েক পা গেছে সে, এই সময় ভিয়েলির গাড়ির বিকট হর্ন শুনে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল তার। চিৎকার করে হর্ন বাজানো বন্ধ করতে বলে পড়িমরি করে ছুটল সে ওদিকে, ঠিক

তখনই শুরু হয়ে গেল এলোপাতাড়ি গোলাগুলি। ওদিকে প্লাগ কারের দু'পাশে দাঁড়িয়ে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছিল জো আর হুইলম্যান। প্রথমজনের হাতে একটা থমসন সাব-মেশিনগান।

লোকটা যে মুহূর্তে সাদা গাড়িটাকে দেখল, মাসুদ রানাও একই মুহূর্তে তাকে দেখতে পেয়েছে। ও গুলি করতে যাচ্ছে দেখে চেঁচিয়ে উঠেই সড়াৎ করে ডুব দিল রানা, কেবল নাক জাগিয়ে ছুটল সোজা জো-র দিকে। গাড়িটা একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখল রানা, ততক্ষণে ওর গুলিতে বিদেহী হয়ে গেছে জো। হুইলম্যান দৌড়ে সরে যেতে চেয়েছিল, সফলও হলো, তবে নিজের ইচ্ছেয় নয়। ফেরারির লেফট ফেন্ডারে দড়াম করে বাড়ি খেয়ে উড়ে গেল লোকটা। তবে ভাগ্য ভাল যে উরুর পিছনে লেগেছিল আঘাতটা, এবং সে-ও ছিল লাফের ওপর, তাই বেশি একটা লাগেনি। অবশ্য যেটুকু লেগেছে, তাতেই বেহাল অবস্থা।

টার্কের ভারী লিমুজিনের ওপর সবেগে আছড়ে পড়ল ফেরারি, মুহূর্তে দুমড়ে গেল সামনের দিকটা, বনেটের ঢাকনা মট ভেঙে যাওয়ায় লাফ দিয়ে উপরে উঠে ওর সামনে দেখার পথ বন্ধ করে দিল। দেরি করল না রানা, সংঘর্ষের ঝাঁকিতে ফেরারির পিছিয়ে আসা পুরো থেমে পড়ার আগেই থাবা মেরে রুডির দিকে দরজা খুলে ফেলল। ওকে টপকে বেরিয়ে এসে পিছনের সীট থেকে ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে দ্রুত বাঁ কাঁধে ঝোলাল, তারপর অজ্ঞান মেয়েটাকে অন্য কাঁধে নিয়ে ওয়ালথার বাগিয়ে সরে এল ফেরারির কাছ থেকে। এ কাজে ওর সময় লাগল মাত্র দুই সেকেন্ড।

চারদিকের চরম বিশৃঙ্খলার সুযোগে সরে পড়তে শুরু করল রানা। কয়েক পা যেতে না যেতে ভাঙাচোরা ফেরারি বিস্ফোরিত হলো, দপ করে লাফিয়ে উঠল আগুন। গতি আরেকটু দ্রুত করল ও। খানিকটা যেতে একটা গলা শুনে ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল। কে যেন গোঙাচ্ছে করুণ সুরে, বারবার একই কথা বলছে, 'আমার

হাত...কেউ সাহায্য করো! আমার হাত...!' একটু আগে ফেরারির গুঁতো খেয়েছে এই লোকটাই।

তাকে খুঁজে বের করল রানা সে ওকে দেখার আগেই। মাথায় পিস্তলের নল ঠেকাল। 'কে তুমি?'

'আ-আমি লানি টার্কির হুইলম্যান!'

'গুড! উঠে পড়ো!'

'কিন্তু, স্যার, আমার হাত...!'

'একটা গাড়ি চাই আমার,' কঠিন গলায় বলল ও।

ঢোক গিলল লোকটা। ইঙ্গিতে রাস্তার দিকে দেখাল। 'শিওর, স্যার। ওখানে কয়েকটা গাড়ি আছে।'

'অলরাইট, ওঠো!'

ট্রিগারের ওপর রানার তর্জনীর সন্দেহজনক নড়াচড়া দেখে আর কথা বাড়াতে সাহস হলো না লোকটার, ব্যথা নীরবে সহ্য করে উঠে পড়ল। 'আমার আগে থাকো,' নতুন নির্দেশ জারী করল রানা। 'গুলি হলে প্রথমটা খাবে তুমি।'

'ওখানে গুলি করার কেউ নেই, সবাই ওইখানে,' মুখ ঘুরিয়ে মোটেল ইঙ্গিত করল সে।

এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে মাফিয়ার বিশাল এক লিমুজিনের প্রশস্ত ব্যাকসীটে মেয়েটিকে নিয়ে উঠে বসল রানা, হু-হু করে ওদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে হুইলম্যান। ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল রুডির জ্ঞান ফেরাতে। প্লাগের সাথে সংঘর্ষের সময় ড্যাশবোর্ডে বাড়ি খেয়েছে মেয়েটার মাথা। অনেকটা জায়গা ফুলে আছে। কাঁধের ওপর জমে থাকা তুষার জোগাড় করতে গিয়ে ব্যথাটা প্রথম টের পেল রানা।

গুলি লেগেছে কাঁধে। আশ্চর্য! অ্যাকশনের উত্তেজনায় টেরই পায়নি কখন ঘটেছে ব্যাপারটা। আঙুলের মাথা দিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখল ও-ভেতরে ঢোকেনি বুলেট, খানিকটা চামড়া-

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

মাংস তুলে নিয়ে গেছে খাবলা মেরে। জ্যাকেট অনেকখানি ছেঁড়া। নিজেকে ছেড়ে রুডিকে নিয়ে পড়ল ও, খানিকটা তুষার নাকেমুখে মাখিয়ে ঘষা দিতেই গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলল সে। নিজেকে চলন্ত গাড়িতে রানার কোলে শোয়া দেখে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি...আমি বেঁচে আছি?'

ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'শিওর, রুডি। চিন্তা নেই আর, বিপদ আপাতত কেটে গেছে। শুয়ে থাকো, উঠতে হবে না।'

'এই গাড়ি...!'

'এটা? মাফিয়ার। না না, ঘাবড়াবার কিছু নেই, এটা এখন আমাদের। রাইট, হুইলম্যান?'

'ওহ্, শিওর, স্যার! অফ কোর্স!'

ডাগর দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রুডি, তারপর চোখ বুজল পরম নির্ভরতার সাথে। ওদিকে হুইলম্যান ঘন ঘন ভিউ মিররের মধ্যে দিয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে, দেখলেই বোঝা যায় খুব ভয়ে ভয়ে আছে।

'তোমার নাম কি?' প্রশ্ন করল রানা।

'উইলি, স্যার,' নার্ভাস ভঙ্গিতে ঠোঁট চাটল লোকটা।

'ওকে, উইলি। সামনে যেখানে প্রাণের সাড়া দেখবে, সেখানে আমাদের রেখে চলে যেতে পারবে তুমি। তোমাকে কিছুই বলব না আমি। তবে বিনিময়ে আমার একটা মেসেজ নিয়ে যাবে তুমি, যাকে যাকে বলব, পার্সন টু পার্সন পৌঁছে দেবে।'

'শিওর থিং, স্যার। ও কাজ আমি খুশিমনে করব।'

'তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি কে?'

'জানি, স্যার। আপনি মিস্টার মাসুদ রানা।' একটু বিরতি। 'মেজেসটা কি, স্যার?'

'আমাদের নামিয়ে দিয়ে তোমাদের চার কাপোর সাথে দেখা করবে তুমি। সবাইকে বলবে, আজ রাতের মধ্যেই আমি ওদের

হারামের টাকায় তৈরি স্বর্গকে নরক বানিয়ে দেব। আন্ডারস্ট্যান্ড? আজ রাতের মধ্যে।'

মিররে মৃদু বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখল উইলি। ঠোঁট চাটল। বুকের মধ্যে কাঁপ ধরে গেছে ওর ঠাণ্ডা হুমকি শুনে। 'রাইট, স্যার। সব বুঝেছি।'

'সব এখনও বলিনি আমি,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল ও। আনমনে রুডির পিঠে হাত বুলাচ্ছে। 'তাদের আরও বলবে, এই নিষ্পাপ মেয়েটাকে এতিম করার অপরাধে, এর ওপর এডি রুগেরির নির্যাতন সমর্থন করার অপরাধে তাদের ছেলেমেয়েদেরও এতিম করে দেব আমি। চার কাপোর কেউ আগামীকাল সূর্যের মুখ দেখবে না।'

গলা কেঁপে গেল উইলির, 'ই-ইয়েস, স্যার! সবাইকে আমি বলে দেব। আপনি আজ রাতের মধ্যে কাউন্সেলরদের সবাইকে ওয়াইপ আউট করবেন।'

'আজ রাতের এই ঝড় আমার মিত্র, ওদের শত্রু। ঝড় শেষ হওয়ার আগেই ওরা শেষ হয়ে যাবে। গট দ্যাট?'

'ইয়েস, স্যার।'

'দেখো, মেসেজ পৌঁছে দিতে গড়িমসি কোরো না। তাহলে পস্তাবার সময়ও জুটবে না তোমার ভাগ্যে। খবরটা ওদের আগাম জানিয়ে রাখতে চাইছি কিছুটা দুশ্চিন্তা করার সুযোগ দেয়ার জন্যে।'

'গড়িমসির প্রশ্নই আসে না, স্যার। এখনই গিয়ে সবাইকে জানাব আমি।'

একটু পর হাইওয়ের পাশে কিছু আলো দেখে ওটা কোন জায়গা প্রশ্ন করল রানা। উইলি জানাল মার্চেন্ডাইজ মার্কেট। 'ওকে, ওখানে রাখো গাড়ি,' ও বলল। 'তারপর কেটে পড়ো। গাড়ি থেকে নেমে খুব তাড়াতাড়ি গায়েব হয়ে যাও। ভুলেও

anmsumon@yahoo.com ©
www.murchona.com

পিছনে তাকাবে না। রীডিং মি?'

'ইয়েস, স্যার! আই বীন রীডিং ইউ রাইট অ্যালং।'

একটু পর মৃদু দোল খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লিমুজিন। উইলি নেমে পড়ল, তার সঙ্গে রানাও। ওর দিকে একবারও তাকাল না লোকটা, রোবটের মত আড়ষ্ট পায়ে হাঁটতে শুরু করল, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল তুষারের পুরু চাদরের ওপাশে।

ছয়

বিশ মিনিট পর অভিজাত নর্থ সাইড রেসিডেন্স এলাকায় পৌঁছল ওরা। এর মধ্যে কাঁধের ব্যথা বেশ বেড়েছে রানার, দপ্ দপ্ করছে জায়গাটা। তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেজ না করলে সমস্যা দেখা দেবে।

কিন্তু এ মুহূর্তে ওটার থেকে রুডি অনেক বড় সমস্যা ওর জন্যে। মেয়েটার পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না। ভিমরুলের চাকে ঢিলটা বেশ জোরেই লেগেছে, হন্যে হয়ে উঠেছে মাফিয়া, কাজেই এখনই ভারমুক্ত হতে না পারলে কঠিন বিপদ। রানা নিজে ঠুঁটোর মরবে, রুডিও মরবে। কাজের কাজ হবে না কিছু।

তেরছা, ঘন তুষারের ফাঁক দিয়ে সাইনটা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। মানুষটা এখনও আছে তাহলে, পালায়নি। সাইনটা রুডিও দেখল, মসৃণ কপালে মৃদু ভাঁজ তুলে ওর দিকে তাকাল। ইতস্তত করে বলল, 'এখানে...এখানে কোথায় এসেছি আমরা?'

নেপোয়াল বলে উঠতে পেল না রানা। সাইন ছেড়ে শ'খানেক

গজ এগিয়ে একটা গলিতে ঢুকে গাড়ি দাঁড় করাল। স্টার্ট বন্ধ করে বলল, 'নামো।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা হলো না রুডির। নেমে দাঁড়িয়ে থাকল গাড়ির পাশে। রানাও নেমে পড়ল, গাড়ি লক করে ঘুরে ওর কাছে চলে এল। এক হাতে ওর কাঁধ বেষ্টন করে 'চলো,' বলে পা বাড়াল ফেলে আসা পথ ধরে।

একটু পর সেই সাইনের কাছে ফিরে এল ওরা। ওটায় লেখা: লিওপোল্ড স্টেইন, ট্যাক্স কনসালটেন্ট। নামটা রুডির ভালই চেনা, কিন্তু পরিচয় দেখে খটকা আগেই লেগেছে। তখন যে প্রশ্নটা করতে দ্বিধা করছিল, এবার তা চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো ও। 'লিওপোল্ড...ট্যাক্স...? এ সেই...!'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'সেই লিওপোল্ড। তোমার বাবার সহকারী ছিলো এক সময়ে।'

চোখ কুঁচকে উঠল মেয়েটির। 'কিন্তু ট্যাক্স কনসালটেন্ট কেন? উনি তো ট্যাক্স কনসালটেন্ট নন!'

'প্রাণের দায়ে হতে হয়েছে। নইলে এর অবস্থাও রিচার্ডের মতই হত।' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা।

'ও!'

বাড়িটা দোতলা, বেশ বড়। পুরু তুষার মোড়া তিনটে ধাপ পেরিয়ে সামনের খোলা বারান্দায় উঠল ওরা, হাত বাড়িয়ে ডোর বেলের বাটন টিপল রানা। ভেতর থেকে চাপা, সুরেলা ডিং-ডং আওয়াজ ভেসে এল। প্রায় একই সঙ্গে একটা গলা সাড়া দিল, 'কামিং!'

এক জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠল, পরমুহূর্তে দরজা খুলে উঁকি দিল মিষ্টি চেহারার ছোট এক মেয়ে। ভারি মিষ্টি চেহারা। 'ইয়েস!' বলতে বলতে রুডির ওপর চোখ পড়ল। এক মুহূর্ত কোন ভাবান্তর ঘটল না ওর চেহারায়, তারপর ঘটল। বিস্ময়ে

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

দু'চোখ বড় হয়ে উঠল। অস্ফুটে 'ড্যাড!' বলে ডেকে উঠল মেয়েটা, চট করে রানার দিকে তাকাল। বোঝা গেল ভয় পেয়ে গেছে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে চোখের পলকে।

'হ্যালো, ইয়াং লেডি!' ওকে অভয় দেয়ার জন্যে যথাসম্ভব মিষ্টি করে হাসল রানা। যদিও বুঝল কাজ হয়নি তাতে। ঘন ঘন রুডিকে আর ওকে দেখছে মেয়েটা, পিছিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় ভেতর থেকে পুরু কণ্ঠের 'ইয়েস!' শুনে চোখ তুলল। হুইল চেয়ার ঠেলে এগিয়ে আসছে এক মাঝবয়সী লোক। বলিষ্ঠ গড়ন, তবে চুল প্রায় সবই পাকা, এলোমেলো। এরমধ্যে বেখেয়ালে দরজা পুরো মেলে দিয়েছে মেয়েটা, ফলে দূর থেকেই রুডিকে চিনে ফেলল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে একই রকম বিস্ময় ফুটল তার চেহারায়। দ্রুত হুইল ঘোরাতে শুরু করল। 'রুডি! বিড়বিড় করে বলতে লাগল সে। 'রুডি, মাই চাইল্ড!'

ঝাপসা চোখে ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল রুডি, একই মুহূর্তে রানার দিকে ফিরে পঙ্গু লোকটা বলে উঠল, 'কাম অন ইন, ম্যান, ফর গড'স সেক! দরজা বন্ধ করে দিন।'

পনেরো মিনিট পর। বিশাল লিভিং রুমে লিওপোল্ড স্টেইনের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। তার অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীও আছে ওদের সাথে। বছর ত্রিশেক হবে বয়স, রোজালিন। পেশায় ডাক্তার। এর মধ্যে রানার ক্ষত ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে মহিলা। কফির সাথে দুটো পেইন কিলারও খাইয়ে দিয়েছে।

ওদিকে রুডি লিওপোল্ডের কাঁধে মাথা রেখে বসে আছে সোফার এক প্রান্তে। কেঁদে কেঁদে চেহারা জবা ফুলের মত লাল করে ফেলেছে। ওর মাথায় হাত বোলাচ্ছে লিওপোল্ড, অস্ফুট

এটা-ওটা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ছোট্ট মেয়েটা দু'চোখে রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে ওদের, বিশেষ করে রানাকে দেখছে তো দেখছেই। লিনা ওর নাম, লিওপোল্ডের একমাত্র মেয়ে।

আর এদিকে রানা, ও দেখছে লিওপোল্ড স্টেইনকে। রিচার্ডের নোটবুকে তার এই সহকারীর সম্পর্কেও তথ্য ছিল। ওতে তার বয়স লেখা ছিল পঁয়ত্রিশ, অথচ রানার সামনে যে লোক বসা, তাকে ষাট বছরের বৃদ্ধ মনে হচ্ছে ওর। মাত্র কয়েক মাসে এই হাল হয়েছে মানুষটার।

মাফিয়া যখন পথে-ঘাটে রিচার্ডকে মারধর শুরু করে, তখন একদিন এ-ও ছিল তার সাথে। রিচার্ডকে মার খেতে দেখে ঠেকাতে গিয়েছিল বলে একেও বেদম মেরেছিল ওরা। কোমরে লেগেছিল খুব পড়ে গিয়ে, আর সুস্থ হলো না। ধীরে ধীরে পঙ্গুই হয়ে গেল।

দুর্ভোগ আর মানসিক যাতনা সহ্য করতে করতে এক সময়ের নামী আইনজীবী আজ খেলা শেষে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হাত-পা ভাঙা পুতুলের মতই অসহায়। মাফিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রিচার্ডকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছে লিওপোল্ড স্টেইন, সুস্থ থাকলে এরও একটা ব্যবস্থা হয়তো করত ওরা, কিন্তু পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় প্রয়োজন মনে করেনি।

টানা তিন মাস হাসপাতালে কেটেছে এই লোকের। ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের অতীত পরিচয় বদল করে 'ট্যাক্স কনসালট্যান্ট' হয়ে গেছে।

মৃদু খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল রানা। 'আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন, মিস্টার স্টেইন।'

'সাহায্য করব আমি! আপনাকে!' অবিশ্বাস ফুটল আইনজীবীর চেহারায়। মাথা দোলাল সে। 'লর্ড হেল্প মি!' কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে থাকল। 'সঙ্কের নিউজে আপনার কীর্তি দেখেছি আমি। কেন

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

জানি না, দেখেই বুঝেছি এ আপনার কাজ না হয়েই যায় না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'বিশ্বাস করুন, আজ যদি আমার পা সুস্থ থাকত, আমিও আপনার সাথে লড়াইয়ে নামতাম। রিচার্ডের মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি আমি। মাফিয়া ওর বিরুদ্ধে লাগার পর প্রায়ই আপনার প্রসঙ্গ তুলত। আমি কয়েকবার বলেছি আপনাকে জানাতে, রাজি হয়নি ও। বলত, ব্যস্ত মানুষ, এইসব ছোটখাট ব্যাপার জানিয়ে আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চায় না।'

আবার দীর্ঘশ্বাস। 'আত্মমর্যাদাবোধ খুব টনটনে ছিল রিচার্ডের, তাই বলি বলি করেও দ্বিধার কারণে বলতে পারেনি। আমাকে দেখতে হাসপাতালে যেত, বাড়িতেও আসত সুযোগ পেলে। আপনার সাথে কথা হয়েছে কি না জানতে চাইলে বলত, "হবে। রানাকে সব ডিটেইল্ড্ জানাবার জন্যে নোট লিখছি"।'

রুডির মাথায় আলতো করে চাপড় লাগাল আইনজীবী। 'ওর নোট লেখাও শেষ হলো না, আর...! শেষ পর্যন্ত সেই যাওয়াই গেল, কিন্তু সব শেষ করে। চোখের সামনে এক এক করে সব হারাতে দেখেছি রিচার্ডকে। তবু ওদের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, একা। টাকা পয়সা, মান-ইজ্জত, সম্পত্তি, সব হারালেও ওকে ভেঙে পড়তে দেখিনি আমরা। কিন্তু রুডিকে হারিয়ে হঠাৎ করে একদম...'

মাথা নিচু করে নীরবে কাঁদল আইনজীবী। অবশ্য তাড়াতাড়িই সামলে নিল। 'সঙ্কের ঘটনা খুব আগ্রহের সাথে দেখেছি আমরা, মিস্টার রানা। মন থেকে যদিও মেনে নিতে পারিনি, কিন্তু এ-ছাড়া করার আছেই বা কি?'

কয়েক মুহূর্ত পর পুরোপুরি আবেগমুক্ত হয়ে কাজের কথা পাড়ল সে। 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'রুডিকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে আপনার জিম্মায় রেখে যেতে চাই আমি,' বলল ও। 'ও সঙ্গে থাকলে কাজ ঠিকমত করতে

পারব না।'

'অর্থাৎ কাজ আরও বাকি আছে আপনার?' অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল আইনজীবী। চোখে চোখে দ্রুত কথা হলো স্বামী-স্ত্রীর। 'শেষ হয়নি?'

বুক পকেটে চাপড় দিল মাসুদ রানা। 'রিচার্ডের নোটবইটা আমার সঙ্গে আছে, মিস্টার স্টেইন। আরও কয়েকটা নাম আছে ওটায়, কাজেই শেষ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেবল শুরু করেছি আমি।'

দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকল আইনজীবী। ঘরের পরিবেশ খুব দ্রুত বদলে যেতে শুরু করল। সোজা হয়ে বসে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল রুডি। রোজালিনকে খানিকটা বিচলিত দেখাল। মুখ খুলল সে, 'কিন্তু ওই ক্ষত নিয়ে কি করে লড়বেন আপনি? তারচেয়ে দু'দিন দেরি করে...' রানার মুখে মৃদু হাসি দেখে থেমে গেল।

ওটা খুনীর হাসি। বাঁকা, নির্দয়। চোখের সাথে সম্পর্কহীন। 'কাজ ছোট-বড় যা-ই হোক, শেষ না করা পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই বিশ্রাম নিই না আমি, ম্যা'ম!' ধীরস্থির গলায় বলল ও। 'সময়মত রিচার্ডের ডাকে সাড়া দিতে পারিনি বলে ও আমাকে অপরাধী করে রেখে চলে গেছে। সে বোঝা আর বাড়াতে চাই না।'

'ও-ওয়েল!' বলল আইনজীবী।

'কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন দয়া করে,' রানা বলল। 'আর কিছু না। ভোরে এসে ওকে নিয়ে যাব আমি। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ড একতরফা হয়েছে, কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। হয়ে গেছে অলরেডি।'

'ঠিক আছে,' রোজালিন বলল। 'রুডির দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি, তেমন বুঝলে এখান থেকে সরিয়ে ফেলব। ওর জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে।'

বুকের উপর থেকে বিশ মন ওজনের পাথরটা নেমে গেল রানার। 'ধন্যবাদ। এবার নিশ্চিন্তে কাজ সারতে পারব। অবশ্য ওকে আর কোথাও নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হবে বলে আমার মনে হয় না। আমাকে শেষ করা ছাড়া এখন আর কোনদিকে নজর দেয়ার সময় পাবে না ওরা।'

'ওকে,' স্ত্রীর দিকে ফিরল আইনজীবী। 'তোমরা রুডিকে নিয়ে ভেতরে যাও। আমার কিছু জরুরী আলাপ আছে ভদ্রলোকের সাথে।'

রুডির উদ্দেশে ভরসার হাসি হাসল রানা। 'যাও। খুব জলদি দেখা হবে আবার।'

কিছুক্ষণ কি যেন বলবে বলবে করল মেয়েটা, কিন্তু বলতে পারল না শেষ পর্যন্ত। রোজালিন ওর হাত ধরে বেরিয়ে গেল রুম ছেড়ে। নিনা অনুসরণ করল দু'জনকে। হুইল চেয়ার ঠেলে রুমের এক প্রান্তের নিচু বুকের সামনে থামল আইনজীবী। 'কফি, মিস্টার রানা? প্লীজ, হেলপ ইওরসেলফ। হোস্ট হিসেবে আমি তেমন সুবিধের নই।'

উঠল রানা। 'থ্যাঙ্কস।' সিলভার সার্ভিস থেকে ধূমায়িত এক কাপ কফি নিয়ে জায়গায় ফিরে এল। চুমুক দিল চোখ বুজে। কাঁধের ব্যথা এরইমধ্যে অনেক কমে এসেছে, প্রায় নেই বলা চলে। স্বস্তি বোধ করল ও। চেয়ারের চওড়া হাতলে কাপ-পীরিচ রেখে রানার তিন হাতের মধ্যে এসে থামল লিওপোল্ড স্টেইন। কফিতে চুমুক দেয়ার ফাঁকে তাকিয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। অন্যমনস্ক।

'এবার বলুন, মিস্টার...ও! টু হেল উইথ দ্যাট। পরস্পরকে শুধু নাম ধরে ডাকব আমরা, ওকে?' রানাকে সম্মতি জানাতে দেখে বলল, 'আপনার প্ল্যানটা কি জানতে পারি?'

যা যা গোপন রাখা উচিত, সেগুলো বাদে মোটামুটি খুলে

বলল ও। শুনতে শুনতে চোখ কপালে উঠল আইনজীবীর। পরের প্রশ্ন করার আগে ঘন ঘন কয়েক চুমুক দিল কাপে। 'আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি আছে বলে মনে করেন?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল রানা, সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'নেই। শতকরা পয়েন্ট শূন্য এক ভাগ।'

'হুঁম!' গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা। 'আমিও ওরকম কিছুই ভেবেছি। তাহলে...তাহলে যতটা করতে পেরেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল না আপনার? কেন নিজের বিপদ বাড়াচ্ছেন?'

সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল ও, মাথা দোলাল আইনজীবী–খায় না। হাত ফিরিয়ে নিয়ে নিজে ধরাল, দীর্ঘ টানে বুক ভরে নিল ধোঁয়ায়। 'কেন?'

'হ্যাঁ, কেন? বিশেষ করে যেখানে নিজেই বুঝতে পারছেন সাফল্যের সম্ভাবনা শূন্য, সেখানে কেন আরও ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন?'

'কারণ ঝুঁকি নেব বলেই এসেছি আমি। মাফিয়া আমাদের নিষ্ঠা ও সততাকে চ্যালেঞ্জ করেছে বলে এসেছি। আমার এক বন্ধুকে আমারই আশ্রয়ে তেড়ে গিয়ে খুন করে রেখে এসেছে ওরা, তাই এসেছি। টাকা আর ক্ষমতার দম্ভে ধরাকে সরা ভাবছে এখানকার মাফিয়া, তাই ওদের বোঝাতে এসেছি ধরা এখনও ধরাই আছে, সরা হয়ে যায়নি।'

'মানছি,' তর্কের সুরে বলল লিওপোল্ড স্টেইন। 'কিন্তু যে কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা একেবারেই নেই, সেখানে আপনার এই একগুয়েমী একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'যাচ্ছে,' স্বীকার করল রানা। 'তবু আমি পিছাতে রাজি-নই। রিচার্ডকে ওরা যে অসহ্য কষ্ট দিয়ে মেরেছে, রুডিকে সারাজীবনের জন্যে যে মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলেছে, তাতে ওদের ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবতেও পারি না আমি। অনেক কষ্ট নিয়ে মরেছে রিচার্ড। আমি বিয়ে করিনি, সন্তান নেই, তবু বুঝি নিজের মেয়ে

সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক নোংরা মন্তব্য শুনতে কোনও অসহায় বাপের কী ভীষণ কষ্ট হয়।'

'কিসের কথা বলছেন?' বিস্ময় ফুটল আইনজীবীর চেহারায়।

জবাব না দিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে একটা মাইক্রো-ক্যাসেট রেকর্ডার বের করল ও, প্লে বাটন টিপে দিয়ে সেটটা ধরিয়ে দিল তার হাতে। 'শুনুন। রিচার্ড কি ভাবে মরেছে, শুনলে বুঝবেন।'

ওটা তাড়াতাড়ি নিল সে, কানের কাছে ধরে রুগেরি ও রিচার্ডের শেষ মুহূর্তের কথোপকথন শুনতে লাগল। খুদে ক্যাসেট যখন শেষ হলো, লোকটার মুখে এক ফোঁটা রক্তের আভাস পর্যন্ত দেখতে পেল না মাসুদ রানা।

সেট দূরে সরিয়ে ওটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সে, মোমের মত সাদা ঠোঁট নড়ছে। কি যেন বলছে বিড়বিড় করে।

'আপনার তো একটা মেয়ে আছে, লিও,' মৃদু গলায় বলল ও। 'তার জায়গায় রিচার্ডের মেয়েকে বসিয়ে ভেবে দেখুন কেমন লাগে।'

নিজেকে ফিরে পেতে প্রচুর সময় লাগল লিওপোল্ড স্টেইনের। নিচু গলায় বলল, 'ওহ্, কতবড় জানোয়ার হলে মানুষ...'

'বুঝেছেন তাহলে?'

অসহায়ের মত নিজের পায়ের দিকে তাকাল সে। 'আজ যদি সুস্থ থাকতাম, আপনার সাথে নেমে পড়তাম। সত্যি, অনেক বাড় বেড়েছে শুয়োরের বাচ্চারা। আমি আমার আগের মন্তব্য ফিরিয়ে নিচ্ছি, রানা। আমি সমর্থন করি আপনার...আপনার, কি বলব, প্রতিশোধ নেয়ার পদ্ধতি? হ্যাঁ, তাই। ভায়োলেন্স কখনও কোন সমস্যার সমাধান বয়ে আনতে পারে বলে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আজ বুঝেছি। ঠিক পথই বেছে নিয়েছেন আপনি।

'গোটা দেশ কলুষিত করে ফেলেছে ওরা, নোংরা করে ফেলেছে। ওদের মরে যাওয়াই ভাল। মাফিয়ার মত এক মহামারীর বীজ থাকতে কোন সুস্থ সমাজ টিকে থাকতে পারে না। কোথায় নেই ওরা? কংগ্রেস, ওয়ার্ড, প্রিসিঙ্কট, শহর, কাউন্টি–দেশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত, সবখানে আছে।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে আহত জন্তুর মত মাথা দোলাল আইনজীবী। 'গড! ন্যাশনাল পার্টি অর্গানাইজেশন, ফেডারেল এগজিকিউটিভ, সিনেট, হাউস, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট, পয়সার জোরে সব কিনে নিয়েছে মাফিয়া। বাইরে থেকে আসা একদল খুনে গুণ্ডা চালাচ্ছে এই দেশটাকে। আর আমরা, অসহায়ের মত বসে বসে দেখছি। ওদের দেয়া হারামের ভাগ খাচ্ছি।'

চেয়ারের হাতলে জোরে চাপড় মেরে বসল উত্তেজিত আইনজীবী, সশব্দে লাফিয়ে উঠল কাপ-পীরিচ। 'সমাজের নোংরা দুর্গন্ধ দূর করতে এতবড় এক লড়াই শুরু করল রিচার্ড, একটা মানুষ এগিয়ে এল না সাহায্য করতে। অথচ বিপক্ষে দাঁড়াতে লোকের অভাব হয়নি।'

কফি শেষ করে আরেক কাপ ঢেলে নিয়ে এল মাসুদ রানা, মন দিয়ে আইনজীবীর বক্তব্য শুনছে।

'আরেকদিকে সরকার, কাগজে-কলমে কখনোই স্বীকার করে না মাফিয়া বলে কোন আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন আছে। জনগণের সাথে এতবড় প্রতারণা আর কোন দেশের সরকার করেছে বলে আমার জানা নেই। এত সমস্ত প্রমাণ, এত অঘটন, সাক্ষী-সাবুদ, তথ্য, কিছুতেই মন ভরছে না সরকারের। তার একটাই দাবি, কি? মাফিয়া বা কোসা নোস্ট্রা আসলে আমেরিকান প্রেসের উদ্ভট কল্পনার ফসল।'

'ওদের বলায় পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন আসবে না,' মৃদু

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

গলায় বলল রানা। 'আমি ভূতের সাথে লড়ছি না।'

'জানি। যার মধ্যে কনামাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, সে-ও তা জানে। কিন্তু তাতে কাজ কি হচ্ছে? আজ বাদে কাল গোটা দেশটাকে পকেটে পুরবে ওরা, হয়তো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীকেও দাঁড় করাবে একদিন।'

এক ঢোকে অবশিষ্ট ঠাণ্ডা কফিটুকু গলায় ঢেলে দিল লিওপোল্ড স্টেইন। 'গত সপ্তায় কলাম্বিয়া না কোথাকার হারামজাদা এক প্রফেসর খবরের কাগজে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছে। কারণ মাফিয়া নাকি জেনারেশন গ্যাপের ফলে মরতে বসেছে।'

'আমি পড়েছি,' মাথা দোলাল রানা।

'এইসব অ্যাকাডেমিশিয়ানরা আরও ডোবাচ্ছে। এই শিক্ষিত আহাম্মক একটা মাত্র ইটালিয়ান পরিবারের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। কল্পনা করতে পারেন? লক্ষ লক্ষ প্রমাণ–ফ্যাক্টস, ফিগারস্, নাম-তারিখ, ঘটনাস্থল, সব এক কথায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছে হারামজাদা। আমি শুনেছি মাফিয়ার সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন আপনি। বলুন তো, ওদের মধ্যে একজনও কি দেখেছেন যে সমাজে তার আসল নামে পরিচিত?'

'না। ওদের বেশিরভাগ আসল নাম ভুলে গেছে, নকল নামকেই আসল বানিয়ে নিয়েছে।'

'আমিও তাই জানি।' খানিক ভাবল আইনজীবী। চোখ তুলে সরাসরি রানার দিকে তাকাল। 'এরপর কি?'

'অর্থাৎ?'

'বলছি এরপর কাকে টার্গেট করবেন।'

'নয়টাকেই।'

ভুরু উঁচু হলো লিওপোল্ড স্টেইনের। 'ইউ মীন...!'

'হ্যাঁ, চার মাথা, দুই সিন্ডিকেট বস্, ওদের দুই ফেডারেল ও

স্টেট লেভেল প্রতিনিধি এবং সিটি জিম, সবাইকে।'

'সবাইকে!'

'ওয়েল, হ্যাঁ। তবে শেষের তিনটেকে একটু টাইট দিয়ে ছেড়ে দেব ভাবছি, যদি তাতে কাজ হয়। না হলে...' ইচ্ছে করে বাক্য অসমাপ্ত রাখল রানা।

'বড় চারটাকে...একসঙ্গে পাবেন বলে মনে হয় না।'

'পাব,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল রানা। নতুন একটা সিগারেট ধরাল। 'ওরা যাতে এক জায়গায় জড়ো হতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা এরই মধ্যে সেরে ফেলেছি।'

'রিয়েলি!' অস্ফুটে বলল আইনজীবী। 'রিচার্ডের নোটবইটা একনজর দেখতে পারি আমি?'

'কি দেখতে চান?'

'কারও নাম-টাম বাদ পড়ে গেছে কিনা, তাই আর কি। গিয়ে থাকলে আমি হয়তো ফিল-আপ করে দিতে পারব।'

'শিওর, দেখুন!' আগ্রহের সাথে ওটা তার হাতে তুলে দিল মাসুদ রানা। 'ভাল কথা মনে করেছেন।'

প্রায় দশ মিনিট নীরবে কেটে গেল, নাকের ওপর চশমা ঝুলিয়ে বইটার পাতা উল্টে যেতে লাগল লিওপোল্ড স্টেইন। দেখা শেষ হতে মাথা ঝাঁকাল। 'কিছু বাদ পড়েনি। ঠিকই আছে। এসব কাজে রিচার্ড সবসময় খরো ছিলো, কখনও কোন কিছু হাফ-ডান রাখেনি।'

ওটা পকেটে রেখে উঠে পড়ল রানা। 'এবার যেতে হয়, লিও। কফির জন্যে ধন্যবাদ। রুডিকে আশ্রয় দেয়ার জন্যেও।'

'ও, দ্য হেল উইথ দ্যাট!' হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল সে। 'ও আমার আরেক মেয়ে। ওর জন্যে কিছু করতে পেরে আমি বরং ধন্য মনে করছি নিজেকে।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আরও ধন্য হতাম যদি আপনার সাথে অ্যাকশনে নামতে

ammsumon@yahoo.com www.murchona.com©

পারতাম আজ।'

'আপনার পক্ষে যতখানি সম্ভব, তা অলরেডি করেছেন আপনি, লিও। এটুকুই যথেষ্ট। চলি।'

'গুড লাক, রানা। গড, সতর্ক থাকবেন। ক্রুসেড সেরে ফিরে আসতে হবে আপনাকে, ভুলবেন না।'

'নিশ্চয়ই!' হাসল ও। 'নিশ্চয়ই ফিরে আসব।'

'আমরা টিভির সামনে অপেক্ষা করছি ফলাফল জানার জন্যে,' এক চোখ টিপল আইনজীবী।

রানার হাত মুঠোয় চেপে ধরে রাখল কিছু সময়, তারপর ছেড়ে দিল চট্ করে। 'গড ব্লেস ইউ!'

ঘুরে দাঁড়াল ও। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল দরজার দিকে। প্রবল বাতাসের মধ্যে বেরিয়ে গেল পথে।

রাত বাড়ছে। চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় এসে গেছে। আজ রাতেই শেষ করতে হবে এখানকার কাজ।

আজ রাতেই।

সাত

মাফিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের সবরকম প্রস্তুতি নিয়েই শিকাগো এসেছে মাসুদ রানা। ওর খুব ভালই জানা আছে মাফিয়া কোনও সাধারণ গুণ্ডা বা গুণ্ডা দল-ক্লুদের সংগঠন নয়। মাফিয়া একটা শক্তি—অপশক্তি। অপরাধপ্রবণ মানসিকতার বিশাল এক জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র, গোলাবারুদ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও

অর্থনৈতিক প্রভাব, ইন্টেলিজেন্সসহ ইত্যাদি এবং ইত্যাদির সমন্বয়ে তিলে তিলে গড়ে ওঠা অজেয় এক অপশক্তি।

তাকে মোকাবিলা করতে হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবশ্যই আগে থাকতে নিয়ে রাখতে হবে। গত দুই সপ্তাহ ধরে তাই করেছে ও। এ জন্যে ওর প্রথম দরকার ছিল চলমান ওয়ারওয়াগন। একটা ফোর্ড ভ্যান কিনে সে ব্যবস্থা করেছে রানা। ওটার মধ্যে ইচ্ছেমত নিজের 'হেডকোয়ার্টার' গড়ে তুলেছে।

সাধারণত মুভিং ফুড স্টল হিসেবে ব্যবহার হয় গাড়িগুলো। যথেষ্ট জায়গা ভেতরে। অভিজ্ঞ যোদ্ধা মাসুদ রানার হাতে পড়ে এক সপ্তাহের মধ্যে ম্যাক্সিমাম কেপেবিলিটির ওয়ারওয়াগনে পরিণত হয়েছে ওটা। অস্ত্র, গোলাবারুদ, শক্তিশালী ওয়্যারলেস সেট, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, ওষুধ, রোড ম্যাপ, ওয়েদার চার্টসহ দরকারী এমন কিছু নেই যা ওর মধ্যে নেই। ভেতরের সাজ সজ্জা দেখলে যে-কেউ চমকে উঠবে।

এডি ক্লুগেরির ওপর চরম আঘাত হানার মাধ্যমে শিকাগো মাফিয়ার বিরুদ্ধে ও যে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তার সমস্ত খুঁটিনাটির সূতিকাগার ওই ভ্যান। উইলির কাছে মিথ্যে বড়াই করেনি রানা, মনের কথাই বলেছে। চার কাপোকে যে মেসেজ ও পাঠিয়েছে, তাকে মিলিটারি ভাষায় 'ডেলিবারেট কমব্যাট ট্যাকটিক' বলে। শত্রুর ওপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঘটায় এ ধরনের ট্যাকটিক।

ঝড় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে, সেটাও অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। 'উইন্ডি সিটি' নামে খ্যাত শিকাগোর আবহাওয়ার ওপর নজর ছিল ওর প্রথম থেকেই। এখানে আসার আগে এখানকার ম্যাপ আর ফোরকাস্টের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল রানা, জানত ঝড় ঠিক কবে, কখন আঘাত করবে।

তাই এই দিনেই কাজ শুরু ও শেষ করার স্ট্র্যাটেজি

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সাজিয়েছিল। এত বড় এক অপশক্তিকে খতম করা রানার একার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে মনে কারও না কারও সাহায্য চেয়েছিল ও। প্রকৃতি উদার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করেছে। এই জন্যেই আজকের ঝড় ওর মিত্র। অবশ্য মানুষের সাহায্যও পাচ্ছে রানা। খুব ঘনিষ্ঠ, প্রভাবশালী একজন পিছন থেকে সাহায্য করছেন। কাজ চলছে। তবে সে সব আসবে পরে। শেষ সময়ে। যদি ততক্ষণ টিকে থাকে ও।

শুরু করে দিয়েছে রানা। সবে শুরু, শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। চূড়ান্ত ফলাফল কি হবে জানে না, তবে সে যা-ই হোক, তাকে মেনে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি আছে ওর।

অজেয় অপশক্তি মাফিয়াকে প্রথম চোটেই তার হজম-ক্ষমতার চেয়ে বহুগুণ জোরাল খোঁচা দিয়ে বসেছে রানা। ওদের ক্ষিপ্ত উত্তর মেশিন পথে নেমে পড়েছে, হন্যে কুকুরের মত পিছু নিয়েছে রানার, অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে! কিন্তু ওর ওসব পরোয়া নেই। জানে, সম্মুখ লড়াইয়ে গোটা একটা বাহিনীকে থামিয়ে দেয়া যত সহজ, একজনের এক বাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ততই কঠিন।

রানার এই আত্মবিশ্বাসের মূল শক্তি রিচার্ড ডীনের নোটবুক। মহামূল্যবান দলিল ওটা। অপশক্তির হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলার জন্যে যে নামগুলো প্রয়োজন, সব আছে ওটায়। মোট এগারোটা নাম। শিকাগো মাফিয়ার হৃৎপিণ্ড ও তার রক্তবাহী শিরার নাম ওগুলো। ওদের কেউই কখনও আসল নাম ব্যবহার করে না, নকল নাম ব্যবহার করে। করতে করতে অনেকে ভুলেই যায় কি ছিল তার আসল নাম।

সমাজকে এই আসল-নকলের বিভ্রান্তিতে ফেলে প্রশাসনের সাথে হাত মিলিয়ে ফায়দা লোটে মাফিয়া। প্রশাসনও চার হাত-পায়ে কামানোর এই সুযোগ আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টায় কোন

ত্রুটি রাখে না। কিন্তু রিচার্ডের নোটবুকের নামগুলো নকল নয়, আসল। নামকরা অমুক আসলে কে, মাফিয়ার কোন পদে সে আছে, সব আছে ওটায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান, নমস্য ব্যক্তি এরা। অথচ তাদের ভেতরের আসল পরিচয় কি, কেউ জানে না। বললেও মানুষ বিশ্বাস করবে কি না সন্দেহ।

রিচার্ড জানতে পেরেছিল সে সব, ওদের মুখোশ খুলে দেয়ার লড়াইয়ে নেমেওছিল, কিন্তু 'বেশি সেনযিটিভ' জায়গায় হাত দিয়ে ফেলায় ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। তার দুর্বলতা ছিল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়েছিল সে, কিন্তু মাসুদ রানা তার ধার দিয়েও যাবে না।

চূড়ার নয়টা নাম আছে ওর ভাণ্ডারে, 'সেনযিটিভ নাম', শিকাগো কোর হিসেবে খ্যাত চার মহারথী, দুই সিন্ডিকেট বস্, সিটি জিমের আসল পরিচয়, এবং ফেডারেল ও স্টেট লেভেলের দুই প্রভাবশালী রাজনীতিকের নাম। একে একে এদের প্রত্যেককে খতম করবে ও। ওই নয়টার সাথে আরও দুটো নাম ছিল, তার একটা এরমধ্যেই খতম। অন্যটাকেও সময়মত নেবে রানা।

প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে শিকাগোর নাভিশ্বাস উঠে যাওয়ার জোগাড় হলেও সাউথ স্টেট স্ট্রীটের নাইট ক্লাব বেল্টের কারও তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। আবহাওয়া নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই ওই অঞ্চলের।

নিয়ন বাতির চোখ ঝলসানো আলোয় বেশিরকম ঝলমল করছে পুরো ডিস্ট্রিক্ট, পয়সাওয়ালা শিকাগোয়ানদের হাট চলছে ওখানে। নগর কর্তৃপক্ষ তাদের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে–গাড়ি চলাচলে কোন অসুবিধে নেই, রাস্তাঘাট বরফ শূন্য। চকচক্ করছে আয়নার মত। কয়েক ডজন স্নোপ্লাউ সহ

আরও অনেক স্ট্রীট মেশিনারি সর্বক্ষণ চলছে ওখানে, বরফ জমার সুযোগ দিচ্ছে না। কাজেই মানুষ ঠিকমত বুঝতে পারছে না শহরের অন্য সব জায়গার কি অবস্থা।

এখানকার এক নামকরা ক্যাবারে, ম্যানি'স পশ। বছরের ৩৬৫ দিনই উপচানো ভিড় হয় এখানে। এদের 'গার্লস, গার্লস, গার্লস' বিজ্ঞাপনের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সারা আমেরিকা-ইওরোপে। অথচ আজ ওটা বন্ধ, নির্জীব। কাঁচের মূল প্রবেশ পথে হাতে লেখা একটা নোটিস সাঁটা আছে: দুঃখিত-বিশেষ পার্টির জন্যে রিজার্ভড্। ধন্যবাদ, আবার আসবেন।

সত্যিই বিশেষ পার্টি চলছে ভেতরে। গম্ভীর চেহারার একদল মানুষ বড় একটা টেবিল ঘিরে বসা, সবাই কথা বলছে একযোগে। আসলে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করছে। ওদিকে লম্বা বার ঘেরাও করে আছে আরেকদল, বারটেন্ডাররা তাদের সেবায় ব্যস্ত। গ্লাস-বোতলের ঠোকাঠুকিতে সরগরম ওখানটা।

পিছনদিকের স্টেজ অন্ধকার, ওভারকোট পরা কয়েকজন ঘুরঘুর করছে তার আশপাশে। ঢিলেঢালা ভঙ্গি। তাদের পিছনে বেশ কিছু কুজিট সাইজের ড্রেসিং রুম এবং একটা সরু করিডর। একদম পিছনদিকের 'ক্লাবরুমের' দিকে গেছে ওটা। ওখানেই চলে গার্লসদের আসল খেলা। তার অন্যতম হচ্ছে 'সেক্স র‍্যাকেটিং'।

ক্যাবারে, স্ট্রিপটীজ ইত্যাদি থেকে ম্যানি'স পশ বছরে যা আয় করে, ভাল মক্কেল জুটলে একদিনেই তার বহু গুণ বেশি করে ওদের 'ক্লাবরুম'। এদের রক্ষক প্রশাসন, পুলিস।

আজ সেসব নেই এখানে। আছে ব্রু-ব্রু চীফদের ঘোরাঘুরি, নিচু গলার আলোচনা। সবকিছুর মূল কানুন রানা, এবং তার হুমকি।

ক্লাবের বিপরীত মাথায় 'সার্ভিস এন্ড ব্যাক অফিসে' বেঁটে রবার্টো পুচ্চেল্লি, লূপ-ওভারলর্ড পাওলো শিলাচির সামনে নার্ভাস

ভঙ্গিতে বসে আছে। ওভারলর্ডের সাথে তার দুই ঘনিষ্ঠ লেফটেন্যান্ট আছে-একজন জিয়ানলুকা ফোয়মি, অন্যজন আলবার্গো বার্তিনি। ফোয়মি মাসল স্পেশালিস্ট, বার্তিনি ডিস্ট্রিক্ট র‍্যাকেটের গুরুত্বপূর্ণ হুইল।

লূপ-ওভারলর্ডের পায়ের ধুলো পড়ায় ফোয়মি মুগ্ধে আছে আজ, কারণ এই লোকের সান্নিধ্য পাওয়ার ভাগ্য খুব কমই জোটে। ষাটের দশকের শেষদিকে যেদিন ক্যাবারে চালু হয়, সেদিন থেকেই এটা মাফিয়া জগতের গুণ্ডাদের আখড়া হিসেবে পরিচিত। সবাই আসে এখানে, আসে না কেবল লূপ-ওভারলর্ড। আসে না মানে, আসে, খুব কম আরকি! লূপ ঠিক রাখার কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে, সময় কোথায়?

সবাই জানে ম্যানি'স পশের মালিক রবার্টো পুচ্চেল্লি। আসলে তা নয়, মালিক হলো পাওলো শিলাচি। পুচ্চেলি ওটা চালায় বিশ পার সেন্ট নেট লাভের বিনিময়ে। তার সাথে চুরিদারি, ধান্ধাবাজি করে কিছু যদি কামাতে পারে, সেটাও তার। স্রেফ ভাড়াটে গুণ্ডা সে, এবং তাই থাকতেই আগ্রহী।

বৃদ্ধ বসকে প্রথমে নিজের ডেস্ক অফার করেছে সে, মাথা নেড়ে নাকচ করে দিয়েছে লোকটা। এরপর ম্যানহাটানের বিখ্যাত হাতে-তৈরি সিগার, তাও নাকচ-শেষে এখানকার সেরা হুইস্কি, তাও। এই জন্যেই নার্ভাস পুচ্চেল্লি, কারণ বসকে অফার করার মত আর কিছু দেখছে না সে। আজ মেয়েরা নেই, ওরা থাকলে হয়তো সেরাটাকে বাছাই করে ভিড়িয়ে দেয়া যেত।

'কি করি?' অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাল সে। 'একেবারে কিছুই খাবে না...'

'দয়া করে বোসো তো, রবার্টো,' পরিরক্ত চেহারায় বলল ওভারলর্ড। 'আমি কাজের কথা বলতে এসেছি। জরুরী।'

'কি, আমাকে ঘাড়ধাক্কা দেয়া নয় তো?'

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পেশী বিশেষজ্ঞ জিয়ানলুকা ফোযযি শ্রাগ করল। 'ও অপরাধবোধে ভুগছে, বস। বাজি ধরে বলতে পারি, নিশ্চয় রিসিপ্টে নয়-ছয় করছে।'

এমন এক অভিযোগ শুনে থতমত খেয়ে গেল পুচ্চেল্লি, রাগের চোটে ভাষাই হারিয়ে ফেলেছে।

'অথবা পুলিসের ভাগ থেকে কিছু কিছু করে লোপাট করছে,' বলল গুরুত্বপূর্ণ হুইল, আলবার্গো বার্তিনি। 'কাল সার্জেন্ট ড্যানির সাথে কথা হয়েছে আমার। ও বলল ওর মাসিক "খাম" নাকি দিন দিন পাতলা হচ্ছে।'

'তোমরা থামো,' শান্ত গলায় বলল বস্। 'ওরা তোমার সাথে ঠাট্টা করছে, রবার্টো। আমি অন্য আলোচনা করতে এসেছি।'

'ওয়েল, হ্যাঁ, মানে আমিও ভাবছি নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। তোমার ফোন পেয়েই দরজায় নোটিস টানিয়ে দিয়েছি আমি, তখন থেকে ওরা আসছে তো আসছেই। আমি ভাবছিলাম...ওয়েল, ইয়ে, কি হয়েছে?'

'তোমার সে খবরে কাজ নেই। জাস্ট শাট আপ!'

চুপসে গেল লোকটা। চারজন নীরবে বসে থাকল কিছু সময়, দরজায় নক্ শুনে ঘুরে তাকাল একযোগে। নয়মত এক লোক ভেতরে ঢুকল, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে তার। পরনে ধূসর স্যুট ও টপকোট, হাতে ধরা হ্যাটটাও ধূসর। তুষার গলে ভিজে উঠেছে ওটা।

'তোমার জন্যে প্রায় আধঘণ্টা থেকে বসে আছি, ক্যাপ্টেন,' একটু ভারী গলায় বলল বস্।

মুখ দিয়ে 'ফু!' করে দম ছাড়ল ক্যাপ্টেন। 'রবার্টো, ডাবল অন দ্য রকস্।'

নড়ল না সে। বস কিছু খাচ্ছে না, কাজেই আর কাউকে খাওয়াবার দায় পড়েনি তার। 'আমি বলছি আমি আধঘণ্টা থেকে

তোমার জন্যে বসে আছি, ক্যাপ্টেন,' ফের বলল ওভারলর্ড। গলায় এবার রাগ ফুটল।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসেছি,' শ্রাগ করল আগন্তুক। 'একটা পে-চেক আনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

'এবং ওটা পেতে কে তোমাকে সাহায্য করেছে, ভুলে যেয়ো না, আথারটন।'

হাসল সে। 'তাই কি ভোলা যায়? এনিওয়ে, দেরির জন্যে দুঃখিত। এসে তো পড়েছি, এবার বলো কি বলবে। সামনের হলে তোমাদের আর্মি দেখলাম, সবাই বেশ উত্তেজিত!'

'হ্যাঁ,' পেশী বিশেষজ্ঞ মাথা দোলাল। 'ওরা পথে নামতে প্রস্তুত। কই, অ্যাসাইনমেন্ট এনেছ?'

কোটের পকেট থেকে একটা নোটবই বের করল ক্যাপ্টেন। 'ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে, শিলাচি। ইউ নো।'

'তাই তো করি সবসময়, নাকি?' ফোযযি জবাবটা দিল। তার হাত থেকে নোটবইটা নিয়ে ভেতরে চোখ বুলিয়ে বার্তিনির হাতে তুলে দিল। ক্যাপ্টেনের মত মাফিয়ার নিয়মিত পয়সা খাওয়া বেশ কিছু পুলিসের নাম আছে ওটায়।

'এই যে তোমার গাইড টীম,' সতীর্থকে বলল সে। 'মনে রেখো, প্রত্যেকটা গাড়িতে দু'জন করে ক্রু থাকবে। কিছু ঘটতে দেখলে নাক গলাবে ওরা, নইলে না। সঙ্গী ছাড়া অন্য দলের কারও সঙ্গেও কথা বলবে না, ভাব দেখাবে কেউ কাউকে চেনে না। কোন জয়েন্টে খেতে বা ড্রিঙ্ক করতে গেলে সাধারণ মানুষের সাথে কেউ আলাপ জমাবে না। সবাই নিজেদের "গ্রুপ লীডারের" গাড়িতে থাকবে,' চোখ নাচিয়ে নোটবই দেখাল। 'কথা বলার প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে বলবে, আর কারও সঙ্গে না।'

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল বার্তিনি। 'কখন পিক-আপ শুরু

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

করবে?'

'এগারোটায়,' ক্যাপ্টেন আথারটন বলল। 'পাঁচ মিনিট পরপর পথে নামবে ওগুলো। আমি চাই না দেখে কারও মনে হোক কনভেনশনে বেরিয়েছে পুলিস।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'ঠিক করেছ, তার মানে...' দরজায় নক্ শুনে ঘুরে তাকাল। 'কে?'

দরজা ফাঁক করে ভেতরে মাথা ভরে দিল এক ক্রু, জিয়ানলুকা ফোযযির উদ্দেশে বলল, 'ফোন কোম্পানি থেকে এক লোক এসেছে। বলছে ভেতরের রুমে ফোন থাকলে চেক করে দেখতে।'

'কিসের জন্যে?'

'ঝড়ের জন্যে অনেক ফোন ডেড হয়ে গেছে, তাই। বারেরটা ডেড, এটা ঠিক আছে কি না...'

'দাঁড়াও!' থাবা দিয়ে রিসিভার তুলল ফোযযি, বিগড়ে গেল চেহারা। 'হেল্‌! এটাও ডেড।'

ফেলিনি বলল, 'যাও, ডেকে নিয়ে এসো লোকটাকে। বলো তাড়াতাড়ি ঠিক করে দিতে।' ক্রুর মাথা অদৃশ্য হয়ে যেতে নিজের মাথা দোলাল। 'এই জন্যেই এতক্ষণ সাড়া-শব্দ করেনি এটা। ওফ, কী একখানা রাত! কোন কাজই ঠিকমত এগোচ্ছে না ঝড়ের যন্ত্রণায়।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর ফের গলা বাড়াল ক্রু। 'বারের ফোন চেক করছে লোকটা, বস্। বলছে পোলে উঠতে হবে।'

'পোলে উঠতে হবে!' বসের দিকে ফিরে বিস্ময় প্রকাশ করল বার্তিনি। 'এই ঝড়ের মধ্যে ভেজা পোল বেয়ে উঠতে কেমন লাগবে, বস্?'

'আমি উঠতে যাচ্ছি না,' গম্ভীর জবাব দিল সে। 'তাই বলতে পারছি না।' ক্রুর দিকে ফিরল। 'যাও, ওকে গিয়ে বলো যা দরকার করতে। আর দয়া করে যেন তাড়াতাড়ি করে।'

লোকটা বিদেয় হয়েছে দেখে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ওভারলর্ড। 'শোনো, আথার...আজ সারারাত হয়তো এখানে থাকতে হবে আমাকে। অন্তত সুখবরটা না শোনা পর্যন্ত তো অবশ্যই। যদি তোমার উপস্থিতিতে কিছু ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

'অবশ্যই। তুমিই জানবে সবার আগে।'

আশ্বস্ত হয়ে সবাইকে ড্রিঙ্ক দিতে বলল সে পুচ্চেল্লিকে। কয়েক মিনিট পর আবার দোরগোড়ায় উদয় হলো ক্রু। 'বস্, লোকটা বলছে এখানকার ফোন ঠিক হয়ে গেছে। চেক করে দেখতে বলেছে।

রিসিভার তুলল লোকটা। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, ডায়াল টোন পাচ্ছি।'

পিছনে ফিরে খবরটা রিলে করল ক্রু, মাথা ঝাঁকাল। 'আচ্ছা,' বলে ঘুরে তাকাল। 'বলছে আপনার আপত্তি না থাকলে ও নিজে একবার দেখতে চায়।'

'শিওর, ডাকো ওকে,' ওভারলর্ড বলল। 'দেখে যাক।'

ভেতরে চলে এল লাইনম্যান। বেশ দীর্ঘদেহী সে। গালে চাপ দাড়ি। কার্পেটের ওপর তুষার গলা পানির ধারা রেখে টেবিলের দিকে এগোল লোকটা। কোমরের বেল্টের সাথে টুল কিট ঝুলছে, হাঁটুর নিচে লাগানো আছে ক্লাইম্বিং স্পাইক।

তাকে দেখে মাথা দুলিয়ে করুণা প্রকাশ করল বার্তিনি। 'কী এক চাকরি! এই ঝড়ের রাতে বাইরে কাজ করা খুব কঠিন, কি বলো?'

মাথা দোলাল লাইনম্যান। পুচ্চেল্লির হাত থেকে টেলিফোন সেটটা নিয়ে কোথাও রিং করল। খানিক পর চোখ কুঁচকে আবার করল, অবশেষে শ্রাগ করে বলল, 'ভাগ্য ভাল চেক করতে এসেছি। আউটগোয়িং হচ্ছে না, ক্রেমলিনে জড়িয়ে যাচ্ছে।'

'কি?' বস্ প্রশ্ন করল।

'ফ্লাক্স ফিল্ডের ব্যাপার, স্যার। বেশি সময় ডেড থাকলে পোলারিটির সমস্যা দেখা দেয়।' চিন্তা করবেন না, এখনই ঠিক করে দিচ্ছি।'

'ফ্লাক্স...কি?' বার্তিনি প্রশ্ন করল।

'ও তোমার মাথায় ঢুকবে না,' ফোযযি বলল। 'ওসব টেকনিক্যাল শব্দ, বুঝবে না।'

সেট খোলার ফাঁকে চোখ তুলে হাসল লাইনম্যান। 'ঠিক বলেছেন।'

'ওকে ড্রিঙ্ক দাও, রবার্টো বলে উঠল। 'দেখছ না ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার অবস্থা ছেলেটার?'

'ধন্যবাদ,' মাথা দোলাল লোকটা। 'প্রয়োজন নেই।'

'ও যথেষ্ট গরম আছে, বস্,' ফোযযি বলল। 'ওর পোশাক-আশাক দেখছ না, মনে হচ্ছে যেন সাউথ পোলে রওনা হয়েছে! তা জাম্পস্যুট পরে হোক আর যাই পরে হোক, এই রাতে পোলে চড়া নিশ্চই সাঙ্ঘাতিক এক কাজ।'

'ডিপার্টমেন্ট ওভারটাইম দেয় না?' ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করল। 'কত পাও, ডবল না ট্রিপল টাইম?'

'দুর্ভাগ্য, স্যার। আজ রেগুলার শিফটে পড়ে গিয়েছি।'

'ওকে কাজ করতে দাও তো!' পাওলো শিলাচি বলল। 'তোমরা এত বক্‌বক করলে সারারাতেও ওর কাজ শেষ হবে না।'

চোখ তুলে যাটোর্ধ্ব কাপোকে দেখল রানা। 'ইট'স ওকে, স্যার। আমার হয়ে এসেছে।'

নীরব দর্শক বনে গেল সবাই, লাইনম্যানের টেলিফোন জোড়া দেয়া দেখতে লাগল। কাজ সেরে একটা টেস্ট কল করল ও, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে হাসল আবরাৎসো বার্তিনির দিকে তাকিয়ে। রিসিভার ক্রেডলে রাখতেই রিং বাজল, আবার ওটা কানে লাগাল

রানা। 'কোথায়? স্টেট অ্যান্ড ম্যাডিসন? আচ্ছা, যাচ্ছি আমি এখনই।'

রিসিভার রেখে সেট পুচ্চেল্লির দিকে ঠেলে দিল। 'নিন। হয়ে গেছে।'

'থ্যাঙ্কস, ম্যান! আমরা জানতামই না ওটা ডেড হয়ে আছে। তুমি না এলে সত্যি বড় সমস্যা হয়ে যেত।'

নীরবে টুল-কিট্ গোছাতে লাগল রানা। কাপো বলে উঠল, 'কি শুকনো ধন্যবাদ জানাচ্ছ, কিছু দাও ওকে! অন্তত ফিফটি বাকস্ দাও।'

তাড়াতাড়ি নির্দেশ পালন করল সে। নোটটা নিয়ে পকেটে রাখল রানা, সবার উদ্দেশে 'থ্যাঙ্কস' জানিয়ে বেরিয়ে এল ধীরপায়ে।

বাঘের গুহায় 'রুটিন প্রোব' সেরে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ও। মারিও শিলাচি সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে রিচার্ডের নোটবইয়ে, সে সব কতদূর সত্যি, তা যাচাই করা ছিল এর আসল উদ্দেশ্য।

শত্রুর রক্ষণব্যূহের একটা দুর্বল পয়েন্ট খুঁজছিল রানা। ডাউনটাউন শিকাগোর এই লুপ-ওভারলর্ডই সেই দুর্বলতা।

সিন্ডিকেটের অনেক বছরের পুরানো আন্ডারবস বা সাব-কাপো মারিও শিলাচি। গত কয়েক বছর ধরে যেন-তেনভাবে অন্তত এক ধাপ ওপরে ওঠার চেষ্টায় আছে সে, শিকাগো পরিবারের অনারারি কো-কাপো বা কাপো অ্যামেরিটাস পদে বসতে চায়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে চললে হয়তো এতদিনে প্রমোশন হয়েও যেত তার, কিন্তু হয়নি। কারণ মানুষটা সে বড় বেশি স্বাধীন, ওপরের নির্দেশের তোয়াক্কা বেশি একটা করে না। নিজের এলাকায় সে-ই রাজা।

amisumon@yahoo.com www.murchona.com©

তার এই বাড়াবাড়ি সংস্থার নিচু পদের তরুণদের একেবারেই পছন্দ নয়, তার ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে প্রায়ই ওপরে নালিশ জানায় ওরা। এই জন্যে মারিও শিলাচির কেস এখনও বিবেচনাধীন রয়ে গেছে। সে তা জানে, জেনেশুনে আরও বেশি বেশি অবাধ্য হয়। কারণ ধৈর্য তার প্রায় নেইই। এদিকে বয়সও বাড়ছে। আজকাল তাই 'কোয়াড কাউন্সিলকে' পরোয়া করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে সে। কাউন্সিল যেমন তার ওপর ত্যক্ত-বিরক্ত, সে-ও তেমনি তাদের ওপর মহাখাপ্পা।

ওদের ছেড়ে আজ তাই একাই নিজের যুদ্ধ চালাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। অথচ মাফিয়া আইনে আছে বড় ধরনের হুমকি দেখা দিলে গোটা সংস্থা এক হয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াবে। রিচার্ডের নোটবইয়ে শিলাচির প্রকৃতি পড়ে আজ রাতে সে কি করছে জানতে এসেছিল ও–সে কাজ হয়েছে। যা সন্দেহ করেছিল, তাই চলছে ওখানে।

এখন একে দিয়ে আসল চাল চালার চেষ্টা করবে ও। অবশ্য ওখানকার চতুর্থ লোকটাকে চিনতে পারেনি রানা। বুঝে উঠতে পারছে না কে হতে পারে সে। শিলাচি ও তার দুই সঙ্গীকে দেখামাত্রই চিনেছে।

পনেরো মিনিট উঅরওয়াগনে কাটিয়ে ফিরে এল রানা। গলির মাথায়, বড় রাস্তায় আছে ওটা। ম্যানি'স পশের পিছনঘেঁষা আগের সেই টেলিফোন পোলের কাছে এসে দাঁড়াল ও, উঠতে শুরু করল তরতর করে। ক্যাবারের ছাতের কিনারা বরাবর উঠে পা বাড়িয়ে ছাতে চলে এল। আগেরবার পোলের সাথে দুটো নতুন তার জুড়ে রেখে গেছে রানা–ম্যানি'স পশের প্রতিবেশীদের মেইন ট্রাঙ্ক লাইনের সাথে একটা, অন্যটা শুধু শিলাচির প্রাইভেট লাইনের সাথে।

সঙ্গে নিয়ে আসা লাইনম্যান'স ফোনের সাথে প্রথম তারটা জুড়ল ও, রিঙ করল নিচের অফিসের নাম্বারে। দুটো রিঙ হতে

সাড়া দিল রবার্টো পুচেলি, 'ইয়াহ!'

'শিলাচিকে দাও,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'কে আপনি?'

'তোমার জেনে কাজ নেই, ওকে দাও।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকল লাইন, নিশ্চই বসের সাথে কথা বলছে লোকটা। দশ সেকেন্ড পর সাড়া দিল শিলাচি। খসখসে গলায় বলল, 'কে?'

'আমি চাই তুমি পথ থেকে সরে দাঁড়াও,' শীতল গলায় রানা বলল।

'কি বললেন? কে আপনি?'

'শাটাপ অ্যান্ড লিসেন। ভাল করে শুনে রাখো, কারণ এক কথা দু'বার বলব না আমি। আজ রাতে শহরের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করতে যাচ্ছি আমি। যদি তুমি বাঁচতে চাও, দূরে থাকো। যেখানে আছ, সেখানেই থাকো।'

'আমি তো কিছু...কে আপনি!' হতচকিত গলায় বলল শিলাচি। 'কি বলছেন এসব!'

আরও গম্ভীর হলো ও। 'নাম না বললে চিনতে পারবে না, তুমি কি এতই গর্দভ, শিলাচি?'

কিছুক্ষণ সাড়া নেই। ঘন ঘন দম নিচ্ছে লোকটা। 'দেখো, এটা লুকোচুরি খেলার সময় নয়। আমি বোধহয় বুঝতে পারছি তুমি কে, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না আমাকে ফ্রেন্ডলি সতর্কবাণী জানাবার কি গরজ পড়ল তোমার।'

'আমি তো বলিনি এটা "ফ্রেন্ডলি" ওয়ার্নিং।'

'তাহলে?'

'আমার টসে তুমি জিতেছ, দ্যাট'স অল। তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই আমি, কারণ মাথা কাটা পড়লে অর্গানাইজেশন চালাতে তোমার সমান যোগ্য আর কেউ থাকছে না। চাইলে এ

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সুযোগ তুমি নিতে পারো।'

উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'অ্যাই! তুমি কি ঠাট্টা করছ?'

'না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও, আর বিছানায় যাওয়ার আগে এক প্যাকেট মোমবাতি ধরিয়ে যেয়ো। কারণ কাল সকালে বাকি জঞ্জাল পরিষ্কার করতে তুমি ছাড়া আর কেউ থাকছে না। অবশ্য যদি আমার নির্দেশ মেনে চলো। দূরে থাকো, শিলাচি, আমি শুরু করতে যাচ্ছি।'

লাইন কেটে দিল রানা, তার খুলে অন্যটা জুড়ল ব্যস্ত হাতে। ওর ধারণা এখনই কোথাও না কোথাও ফোন করবে লোকটা। আলাপ শুনতে চায়। হাড় জমানো অসহ্য ঠাণ্ডায় অপেক্ষা করতে লাগল রানা, দু'মিনিট...তিনি মিনিট...চার মিনিট–রিসিভার তোলা হলো প্রাইভেট লাইনের। ঝড়ের মত ফোঁস ফোঁস দম ফেলার শব্দ আসছে। টাচ-টোন ডায়াল বীপ শুনল রানা, কম্বিনেশন মুখস্থ করে নিল মনে মনে দু'বার উচ্চারণ করে।

দুই লাইন যুক্ত হলো। ও প্রান্তে রিসিভার তোলা হলো। 'শিলাচি, ও আছে?' বেশ চাপা গলায় বলল সে।

'এক মিনিট...'

'ইয়াহ্!'

'হাই, কেমন চলছে?' ওভারলর্ড বলল।

'কোনরকম। তোমার ওদিকে?'

'ভাল না। বেজন্মাটা এইমাত্র ফোন করেছিল আমাকে।'

'বেজ...কে! ও কল করেছে, তোমাকে! কোথায়?'

'যেখানে থাকব তোমাকে বলেছি। তুমি কাউকে বলেছ আমি এখানে আছি?'

'আমি কেন বলতে যাব? নাহ্!'

'ওয়েল...' একটু বিরতি দিল শিলাচি। 'যে ভাবেই হোক আমার অবস্থান জানা হয়ে গেছে লোকটার। অথবা হতে পারে হয়তো আর কেউ হবে ও, মজা করার জন্যে কল করেছে।'

'সে যাক, বলেছে কি?'

'বলেছে আজ রাতের মধ্যে মাগগুলো কেটে ফেলবে, বাঁচতে চাইলে আমি যেন এসব থেকে দূরে থাকি।'

নার্ভাস হাসি হাসল রিসিভার। 'বেড়ে বলেছে! তোমাকে জানাতে গেল কেন সে কথা? তোমার সাথে ওর কবে প্রেম হলো?'

'সব কথা এখন বলার উপায় নেই, পরে জানাব তোমাকে। আমি ভাবছি খবরটা আগে সবাইকে জানাই। ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমি এখানে তা ও ব্যাটা জানল কি করে! কি মনে হয় জানো? আমাদের ভেতরে হয়তো কোন লিক আছে।'

'হতে পারে, হয়তো তাই,' নিশ্চিত সুরে বলল রিসিভার। 'তেমন কেউ যদি থেকে থাকে, সে তোমারই আউটফিটের হবে।'

'সেই জন্যেই তো চিন্তায় পড়েছি। অন্যদের খবর দেয়ার ব্যাপারে তুমি কি বলো?'

'ওয়েল...বুঝতে পারছি না। তোমার জায়গায় আমি হলে বলতাম না, তাতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ফোনটা ট্র্যাপও হতে পারে। হয়তো কেউ তোমাকে সেট আপ করতে চাইছে।'

স্বর পড়ে গেল শিলাচির। 'তাই মনে হয়?'

'ধরে নিতে দোষ কি? আমি হলে এখনই ব্যাপারটা লিনি টার্কিকে জানাতাম, সব দায়িত্ব ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতাম।'

'বুঝেছি। কিন্তু ওকে তো পাচ্ছি না, ব্যস্ত। এখন বোধহয় নিক্কোর চামড়া খসাচ্ছে ও।'

'এরমধ্যেই?'

'হ্যাঁ। ওর দাবি, কাজটা শেষ করার পুরো দায়-দায়িত্ব কার, না জেনে আর এক পা-ও নড়বে না টার্ক। কিছুই করবে না।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

চাপা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল রিসিভারের। 'তার মানে হয়ে গেছে নিক্কোর কাজ। দফারফা।'

'মরুকগে ও! কিন্তু আমি কি করি?

'তোমার ওখানে ছারপোকা...'

'না, নেই। এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ রাখিনি খুঁজে দেখতে।'

'তাহলে এক কাজ করো...মানে, আমি হলে তাই করতাম। টার্ককে সব জানিয়ে দিতাম। যা করার ও করত। তোমাকে লোকটা সরাসরি ফোন করেছে, সুবিধের মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। তুমি নিজে থেকে ঢোল বাজাতে গেলে সমস্যা হতে পারে।'

কিছু সময়ের নীরবতা। 'মনে হয় ঠিকই বলেছ তুমি, থ্যাঙ্কস। তুমি ওখানেই আছ তো?'

'ওয়েল...ইয়ে, হয়তো।'

রাগের আভাস ফুটল শিলাচির কণ্ঠে। 'এটা কি ধরনের উত্তর হলো? আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?'

'সরি, অ্যামিগো। বুঝতেই তো পারছ।'

'না পারছি না। আমার প্রশ্নের জবাবটা কি, হ্যাঁ কি না, একটা কিছু তো বলবে!'

বিরতি। 'আমি কিছুই বলব না, শিলাচি।'

রিসিভার রেখে দেয়া হলো ও প্রান্তে। শিলাচিকে জঘন্য মুখ খিস্তি করতে শুনে দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার। একটু পর আবার ফোন করল লোকটা, এবারও টাচ টোন কম্বিনেশন মুখস্থ করে নিল ও। কিন্তু তার দরকার ছিল না, ওটা আগে থেকেই চেনা। খুব চেনা। সংক্ষিপ্ত জবাব এল, 'গিতানি'স।'

'আমি শিলাচি।'

'আমি চার্লি ভেকি। কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'টার্ককে ডেকে দিতে পারো।'

'সে তো নেই, এখনও ফেরেনি।'

'এখনও ফেরেনি?' বিস্মিত হলো শিলাচি।

'না, সেনিয়র। বেশি প্রয়োজন হলে আপনি চ্যানেল রিপোর্ট করতে পারেন।'

'তার কোন দরকার দেখছি না,' রেগে উঠল সে।

'সরি, সেনিয়র। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।'

'ওকে। আমি ম্যানি'সে আছি। টার্ক ফেরামাত্র বলবে আমার সাথে যেন যোগাযোগ করে। এ নিয়ে আর কাউকে কিছু বলবে না তুমি।'

'শিওর, সেনিয়র। বলব এবং বলব না।'

লাইন নীরব হয়ে যেতে ট্রাঙ্ক লাইনের সাথে সেট জুড়ল মাসুদ রানা। রিচার্ডের নোটবই খুলে পেন্সিল টর্চের আলোয় প্রথমবার লোকটা কাকে ফোন করেছে দেখে নিল। তারপর রিং করল। সাড়া দিল সেবারের প্রথম কণ্ঠ: 'ইয়াহ্!'

'ও আছে?'

'না, নেই।'

'মিথ্যে বলছ তুমি,' কড়া গলায় বলল রানা। 'ওকে দাও।'

'কে বলছেন?'

'তোমার জেনে কাজ নেই। ওকে দাও।'

'ওয়েল...এক মিনিট।'

একটু পর দ্বিতীয় গলা শোনা গেল। সতর্ক, হিসেবী। 'কে?'

'শুনুন,' জরুরী ভঙ্গিতে রানা বলল। 'ওরা চায় আপনি এখনই গিতানিসে চলে যান।'

'ওরা কারা? আপনি ভুল নাম্বারে...'

'যা খুশি ভাবতে পারেন,' শীতল হয়ে উঠল ওর কণ্ঠ। 'আমি ওদের জানাচ্ছি আপনি খবর পেয়েছেন।'

'আপনি কে? গলা তো চিনতে পারছি না।'

'না চিনলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু যা বলা হলো, তা না করলে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ক্ষতি হবে। জলদি চলে যান ওখানে।'

'এই ঝড়ের মধ্যে? ওরা জানে আমি...'

'ঝড় তার কাজ করছে, আপনি আপনারটা করুন। ওখানে কার্ড বাঁটা হচ্ছে, পৌঁছতে দেরি হলে লসটা আপনার হবে।'

দ্বিধায় পড়ল রিসিভার। 'আহ্, ইয়ে...ব্যাপারটা কি নিয়ে না জেনে...'

'এক মিনিট,' বলে মাউথ পীস চেপে ধরে থাকল রানা। ঠিক ষাট সেকেন্ড পর আবার সাড়া দিল। 'শুনুন, ওরা বলছে ওখানে নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কোন এক বুড়োকে ''স্বকার'' থেকে নামিয়ে দেয়া হবে আজ রাতে, সে সময়ে আপনার ওখানে থাকা দরকার, আপনি কোন পক্ষে তা ওদের বোঝাবার জন্যে।'

খানিক বিরতি। 'ওয়েল...ওকে, থ্যাঙ্কস। ওদের বলবেন খবরটা সময়মত দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছি আমি।'

'বলব।'

লাইন আবার শিলাচির প্রাইভেট ফোনের সাথে জোড়া দিল রানা। মনে মনে হাসছে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া পেশীর আড়ষ্টতা কাটাবার চেষ্টা করল। হাতের কাজ শেষ হতে না হতে বেজে উঠল শিলাচির ফোন। যে আলোচনা শুনবে আশা করেছে ও, ঠিক তাই শুরু হলো।

'ইয়াহ, হাই!' সাড়া দিল ওভারলর্ড।

'হাই, শিলাচি, লিসেন। এইমাত্র একটা গোলমেলে খবর পেলাম ফোনে। গিতানিসে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। শুনে ভাবলাম তোমাকে জানাই।'

'বুঝতে পেরেছি, ওই মাসুদ রানার ব্যাপারে হবে হয়তো কিছু। কিন্তু ''গোলমেলে'' কেন বললে, এর মানে কি?'

'তুমি নিশ্চই তা বোঝো।'

'হ্যাঁ, তা...বুঝি। তো আমাকে কি করতে বলো?'

'শুনেছি বুড়োকে থ্রো করা হবে রাতে। এই অবস্থায় তোমার ওখানে যোগাযোগ না করাই ভাল, সমস্যা হয়ে যেতে পারে। টার্কের কথা ভুলে যাও, ওকে কিছু জানাতে যেয়ো না।'

'সে কি! আমি তো ওকে রিং ব্যাক করতে বলে দিয়েছি!'

নীরবতা। 'ঠিক হয়নি কাজটা, আই মীন, এখন তাই মনে হচ্ছে।'

'তাহলে?' ভীত শোনাল আন্ডারবসের গলা। 'এখন কি করি?'

'ভুব দাও।'

'কি বললে?'

'দুঃখিত, এর বেশি কিছু বলতে পারছি না। সত্যি দুঃখিত।' ফোন রেখে দিল 'সিটি জিম'।

'চারদিকে কি হচ্ছে এসব!' শিলাচিকে বিড়বিড় করে বলতে শুনে হাসল ও। খেলা, শিলাচি, মনে মনে বলল। খেলা।

আট

নর্থ সাইডের এক পাবলিক বুথ থেকে সিরিজের শেষ কলটা করল মাসুদ রানা। দু'বার রিঙ হতে একটা মার্জিত গলা জবাব দিল, 'গিতানি'স।'

'কে বলছেন, চার্লি তেকি?'

'হ্যাঁ, আপনি কে?'

'আমি...' তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকল ও। 'জাস্ট কল মি ফিল, জার্সি থেকে। শুনুন, সেনিয়র, এক লোক এই নম্বরটা

ahmsumon@yahoo.com www.murchona.com

দিয়েছে আমাকে। বলেছে আপনার সাথে কথা বলে একটা খবর জানাতে, আপনাকে বললেই নাকি কাজ হবে।'

'আপনি কে বললেন যেন?'

'ফিল, জার্সি থেকে।'

'আচ্ছা, খবরটা কি?'

'ইয়ে, শুনুন,' নার্ভাস শোনাল ওর গলা। 'আমি এখানে থাকি না।'

'জাস্ট আ মোমেন্ট। কোত্থেকে কল করছেন?'

'সাউথ স্টেটের এক জয়েন্ট থেকে। আমার পাশের বুদে কিছু অদ্ভুত কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি আমি, বুঝলেন? আমি...'

বাধা দিল চার্লি। 'দেখুন, এসব শোনার সময় আমার নেই।'

'সময় করে নিন, সেনিয়র ভেক্চি। যে খবর দিতে যাচ্ছি, তা খুব গরম খবর। এর বিনিময়ে কিছু দাবিও করছি না আমি।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না লোকটা। বোঝা গেল আগ্রহ বাড়ছে। 'আচ্ছা, কি খবর তাড়াতাড়ি বলুন।'

'পাশের বুদে কিছু লোককে মাসুদ রানাকে নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি আমি। ওর সম্পর্কে আমিও জানি। সে যাক, লোকগুলো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, কাজ নাকি দারুণ এগোচ্ছে। মাসুদ রানা ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত কাজ করছে।'

'জাস্ট আ মিনিট, ফিল,' দ্রুত বলল লোকটা। 'এ আলোচনার একজন সাক্ষী রাখতে চাই আমি।'

সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল ও। পুরো দু'মিনিট পর লাইনে একটা ক্লিক শব্দ উঠল, প্রায় একই মুহূর্তে চার্লি বলল, 'শুরু করুন, ফিল।'

'কি যেন বলছিলেন?'

'ওই যে, লোকগুলোর মাসুদ রানা সম্পর্কে...'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ওদের কথাবার্তা শুনে ঘাবড়ে গেলাম

আমি। উঁকি দিয়ে যে দেখব ওরা কারা, সাহস হলো না। পার্টিশনে কান পেতে শুনে গেলাম শুধু। এক লোক বলছিল, ওরা নাকি এমন একটা সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। অন্যজন বলল, মাসুদ রানার সাথে বুড়োর এত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কবে হলো বুঝতে পারছে না সে।'

'কোন বুড়ো?' আরেক গলা বলে উঠল।

'তা জানি না, সেনিয়র। ওরা কথা উঠলেই "বুড়ো" সম্বোধন করছিল তাকে। সে যাক, পরেরজন বলল, বুড়ো নাকি ওপেন লড়াইয়ের জন্যে রেডি হচ্ছে। ওখানকার অবস্থা দেখে আমারও সেরকম সন্দেহ। প্রচুর হার্ডম্যান ঘুরঘুর করছে।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ, শুনলাম বুড়ো তার জয়েন্টে একশো ক্রু জড়ো করেছে। এখানেই হবে ওটা, কি যেন নাম...মিনি'স প্লেস, মনে হয়।'

'এমন নাম শুনিনি কখনও।'

ইতস্তত করতে লাগল রানা। 'সেরকমই তো লাগল শুনতে। মিনি'স বা ওই ধরনের কিছু একটা হবে।'

'ম্যানি'স নাকি?'

'ওয়েল, হ্যাঁ। তাই হবে।'

'গড ড্যামিট!' সম্পূর্ণ নতুন এক কণ্ঠ বলে উঠল।

দ্বিতীয় গলা বলল, 'কত হার্ডম্যান জড়ো হয়েছে বললেন?'

'ওরা বলছিল প্রায় একশোর মত।'

'আর কি, ওরা কার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছে শোনেননি?'

'ওয়েল, অনেকে ছিল ওখানে, একেকজন একেককথা বলেছে। কিছু কিছু শুনেছি, তবে...' থেমে গেল ও ইচ্ছে করে। 'টুকরো টুকরো মন্তব্য ছিল সব, এলোমেলো।'

'তাই না হয় বলুন,' ভেক্চি বলল।

'ওয়েল, বলছিল আপনাদের ওখানে হামলা চালাতে যাচ্ছে

amnsumon@yahoo.com www.murchona.com©

ওরা। পিতানি'সে। ডনের এস্টেটে। শুনলাম পুলিসের গাড়িতে যাবে ওরা যাতে ওটাকে পুলিস রেইড মনে করে সবাই।'

'ওহ্, গড!' তৃতীয় গলা বলল।

'আপনি কে আসলে?' দ্বিতীয়জন বলল।

'আমি জার্সির ফিল, এর বেশি কিছু বলতে পারব না, সরি। আমি এখানকার লোকাল যুদ্ধে জড়াতে চাই না। বাই চান্স কানে এল, তাই খবরটা জানালাম আপনাদের। কারণ আমিও "ব্ল্যা এলির" সাথে জড়িত।'

'গ্রেট নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'গুড, গুড! ওখানকার বিজিনেসে আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে।' একটু বিরতি। 'ওরা তাহলে মাসুদ রানার সাথে ঘোঁট পাকাচ্ছে?'

'ওই যে বললাম, সেরকমই শুনেছি! আবার ভুলও শুনে থাকতে পারি। অনেকে এক সাথে কথা বলছিল তো...অথবা হয়তো মাসুদ রানার নাম করে স্মোকস্ক্রীন তৈরি করতে চাইছে ওরা, তাও হতে পারে। ইউ নো।'

'ইয়াহ্, আই নো!' চিন্তিত গলায় বলল দ্বিতীয়জন। 'ওয়েল, ফিল, ধন্যবাদ। ধুলো থির হলে আমার সাথে দেখা করবেন অবশ্যই। উপকারী বন্ধুর যোগ্য মর্যাদা দিয়ে থাকি আমরা।'

'কাকে খুঁজতে হবে—মানে, কার সাথে কথা বলছি আমি...'

'বেনি রোকোর নাম বললেই হবে।'

এক ভুরু ওপরে উঠে গেল রানার এতক্ষণ নর্থ শিকাগো টেরিটরির বড় বোয়াল বেনির সাথে কথা বলছিল জেনে। 'ওকে, সেনিয়র রোকো। সুযোগ হলেই যোগাযোগ করব। সেনিয়র জেভি লাইনে আছেন?'

'হ্যাঁ আছি।'

'এই পর্যন্তই বলার ছিল আমার। যে ছেলে আপনার নাম্বার দিয়ে ফোন করতে বলেছিল, নিরাপত্তার কারণে নিজের নাম বলতে রাজি হয়নি সে। আহ্, ইউ নো হাউ ইট ইজ।'

'ইয়াহ্, ফিল। আই নো।'

'ও বলছিল খবরটা আপনার জানা উচিত। সব শুনে আমারও তাই মনে হয়েছে। ইউ নো, আফটার অল আমিও ফ্যামিলির একজন।'

'রাইট, ফিল। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ঠিক কাজটিই করেছেন আপনি। এবং সময়মত। জার্সির বন্ধুদের আমাদের শুভেচ্ছা জানাতে ভুলবেন না।'

'নিশ্চই না। সী ইয়া আরাউন্ড।'

ফোন রেখে বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা। সিগারেট টোকা মেরে ফেলে দিতেই রকেটের বেগে সাঁ করে উড়ে গেল। বাতাস পিঠে বাধিয়ে আপন জগতে ফিরে চলল ও। রাত আকার নিতে শুরু করেছে, পরের প্রস্তুতি নেয়ার এখনই সময়।

-

পিতানি'সের 'ব্যাক' অফিসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। শহরের বাইরে ওটা, বিশাল এস্টেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

দোতলা, প্রাসাদের মত প্রকাণ্ড বাড়িটার প্রায় প্রতিটা ইঞ্চি মহামূল্যবান পুরু কার্পেটে মোড়া। প্যানেলড ওয়াল। চমৎকার বিল্ট-ইন বার আছে ভেতরে, স্টিরিওফোনিক সাউন্ড সিস্টেমে সারাক্ষণ সফট্ মিউজিক বাজে। প্রচুর অরিজিন্যাল অয়েল পেইন্টিং আছে দেয়ালে দেয়ালে।

'ব্যাক অফিসের' লাউঞ্জ অনেক বড়। মেঝে কার্পেট দিয়ে, আর ফার্নিচার সব পুরু হরিণের চামড়া দিয়ে মোড়া। একদিকের দেয়াল পুরু কাচের ওয়ান-ওয়ে উইন্ডোর তৈরি। অবাঞ্ছিত কেউ এলে অনেক দূর থেকে দেখা যায় ওর মধ্যে দিয়ে।

বৃদ্ধ ডন রুডি পালারমো গিতানি রাজকীয় 'ব্যাক অফিসে' তার টীক কাঠের তৈরি প্রায়-সিংহাসনে বসে আছে। ওটা আর সামনের বিশাল ডেস্ক, দুটোই সিঙ্গাপুরে হাতে তৈরি। এ বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা ও ড্রেপারিও তাই এবং সবই রিমোট কন্ট্রোলচালিত।

ডনের চেয়ারও তাই। জটিল সমস্ত ডিভাইস জোড়া আছে ওটার সাথে, বসলে বহুদূরের যে কোন আওয়াজ বা মাটির কম্পন, শোনা ও অনুভব করা যায়। সান ও সাউনা টেরেস, ম্যাসাজ রুম, বা আর যা কিছু আছে, দেখলে কাউকে বলে দিতে হবে না যে এটা সত্যিই কোন রাজার অফিস।

এসবের হক আছে গিতানি পালারমোর, কারণ এই পর্যায়ে পৌঁছতে তাকে অনেক দীর্ঘ পথ সফর করতে হয়েছে, বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। অনেক ত্যাগের ফল হিসেবে আজ সে শিকাগোর 'রাজা'। শুধু তাই নয়, সে চাইলে এখান থেকে তার 'রাজকীয় হাত' পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, যেদিক খুশি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়। টেক্সাস, আরকানসাস, ফ্লোরিডা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল, ইওরোপ, পুব আফ্রিকা, সবখানে।

মাফিয়া জগতে এমন কোন 'রাজ্য' নেই বা ছিলও না যে এই দাপারে তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে। টাকা-পয়সার ক্ষেত্রেও একই কথা। নাসাউ, রিও, হনলুলু, হাওয়াই, হংকং, ম্যাকাও, কোথায় নেই তার ব্যবসা? অথচ অতীতে এমন দিনও গেছে, যখন না খেয়ে থাকতে হয়েছে গিতানিকে।

নিওপোলিটান 'রাস্তার ছোঁড়া' গিতানি আট বছর বয়সে আমেরিকান হয়। চোদ্দ বছর পর্যন্ত কেটেছে তার রিফর্ম স্কুলে, তারপর ব্যাগম্যান থেকে বডি গার্ড, টর্পেডো, সেখান থেকে ক্রমে এই পর্যায়ে। চিকন বুদ্ধি ছিল গিতানির, বুকে সাহস ছিল দুর্জয়, আর ছিল ওপরে ওঠার ইচ্ছে। কাজেই পথের কোন বিঘ্ন তার-

জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। শোলার মত উড়ে গেছে সব।

ক্রিমিন্যাল রেকর্ড অনুযায়ী দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অপরাধ-জীবন তার। ছিনতাই ও খুন, ষড়যন্ত্র, ঘুষ, ধর্ষণ, সড়কে মারপিট, পায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে মারধর, জালিয়াতি, বুকমেকিং, বুটলেগিং ইত্যাদি সহ হেন কোন অপরাধ নেই যার চার্জ ছিল না তার বিরুদ্ধে। মোট একশো সাঁইত্রিশটা মামলা উঠেছিল গিতানির নামে, কিন্তু জেলের ভাত খাওয়ানোর মত সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে মাত্র দুটো। তাও পুরো টার্ম খাটতে হয়নি, বন্ধুভাবাপন্ন আপিল জাজ মামলা রিভার্স করে মুক্তি পাইয়ে দিয়েছে।

ইদানীং ডনকে নিয়ে কানাঘুষা চলছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঢিলেমি এসে যাচ্ছে তার মধ্যে, সিন্ডিকেট ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখছে না সে, প্রায় সারাবছরই পড়ে থাকে রিও, নাসাউ, হনলুলু। ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত সে, সংস্থাকে সময় দিতে পারে না। এসবের বেশিরভাগের উৎপত্তি ডাউন-টাউন এলাকায়–মারিও শিলাচির 'রাজ্যে'।

প্রথম প্রথম এসব শুনলে হেসে উড়িয়ে দিত ডন। বলত: 'তাতে কি? প্রেসিডেন্টও তো সারাবছর হিল্লি-দিল্লি করে বেড়ায়, তাই বলে কি দেশ চালায় না? সব অচল থাকে?'

অথবা: 'আমারও নিজের ব্যবসা আছে, টাকা আছে, প্রথম জীবনে ওসব ছিল না বলে পারিনি। এখন যখন সুযোগ আছে, একটু ঘুরে বেড়াব না? সখ পুরো করব না? তাহলে এত টাকা-পয়সা দিয়ে কি করব, তাকিয়ে দেখব শুধু?'

তারপরও কথা ছড়ায়। বলা হয়: ডনের ওইসব বাকোয়াজ মার্কা যুক্তি শুনে ছেলেরা আস্তে আস্তে 'সফট' হয়ে যেতে শুরু করেছে। একদিন হয়তো ওরা ক্রাইম বন্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

যত 'নোংরা প্রচারণা' চলে, তাই শুনতে বসে পড়বে। ওর মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেয়ে কাজ ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবে।

তবু রাগে না গিতানি পালারমো, হাসিমুখে নিজের বোয়িং-৭২৭, অথবা সোনার ট্রিম করা লিমুজিনে চড়ে বসে। অথবা কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু আজ হাসছে না সে। অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার লক্ষণ নেই, গাড়িতে বা প্লেনে চড়ারও ইচ্ছে নেই। দুই-একটা সত্যিকারের চাপ মোকাবিলা করতে মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সমস্যা গড়াতে গড়াতে তার 'রাজকীয় হাতে'র আওতা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা, এখনই রাশ টেনে ধরতে হবে।

ডনের প্রথম সমস্যা মাসুদ রানা নামের এক পাঙ্ক। অনেক বাড় বেড়েছে ছোকরার, মই বেয়ে উঠে চাঁদ পাড়তে চাইছে। ওর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর শিলাচির বিব্রতকর ইনসাবঅর্ডিনেশন। বিদ্রোহও বলা যায় ওটাকে। ফ্যামিলি র‍্যাঙ্কের ভেতরে খুব বাজে অবস্থার সৃষ্টি করেছে লোকটা। যখন কোন উঁচু পদের দায়িত্ববান কর্মকর্তা সাধারণ স্ট্রীট ফাইটারদের মত অর্থহীন ব্যাপার নিয়ে বকবক শুরু করে দেয়, তখন বুঝতে হবে ভেতরের অবস্থা খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি সামাল না দিলে নির্বাহীর ওপর অনাস্থা সৃষ্টি হতে পারে অন্যদের।

ভিয়েলি দ্য হলারের ট্রেসপাসিং সেরকম ইঙ্গিতই দেয়। ডনের নিযুক্ত লর্ড হাই এনফোর্সারকে তাচ্ছিল্য করেছে লোকটা, কাজেই শিলাচির সাথে ওর ব্যবস্থাও করতে হবে—একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

অতীত সংগ্রামের দিনগুলোতে যদিও লোকটা ডনের ঘনিষ্ঠ ছিল, খুব পছন্দ করত সে তাকে। মেয়েদের ব্যাপারে ভিয়েলির ভাগ্য ছিল রীতিমত ঈর্ষণীয়, তাই ওকে সে 'গোল্ডেন নিক্কো' বলে ডাকত। স্নেহ করত। কিন্তু এমন এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে সে,

যার প্রতিকার না করলেই নয়। অবাধ্যতার মূল্য দিতেই হবে, সে যে হোক না কেন। কোন ক্ষমা নেই। মাফিয়ার মত ডিসিপ্লিনড সংস্থায় অবাধ্যতা অমার্জনীয় অপরাধ।

তারপর লেটেস্ট সমস্যা—মারিও শিলাচি। মুখে যা-ই বলুক, ডন ভালই জানে তার মনের কথা। কিন্তু সেটা যে একলাফে চূড়োয় উঠতে চাওয়া, তা কখনও ভাবেনি। ওটা এক মহাবিস্ময় ডনের বিবেচনায়, আরেক মহাবিস্ময় বর্তমান সময়। বাইরের শত্রুর আক্রমণের সময় কোথায় ব্যাটা ঘর সামলাতে সাহায্য করবে, তা না, উল্টে কিনা শত্রুকে বন্ধু বানিয়ে...

কিছুদিন আগে একবার নির্মম এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ডন, সংস্থার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। রিচার্ড ডীনের অতিরিক্ত বাড় অসহ্য হয়ে উঠতে তাকে 'টার্কি' বানাবার দায়িত্ব দিয়েছিল টার্কিমেকার ফেলিনিকে। আজ আবার সেই সময় এসেছে। ঘরের শত্রুকে দাঁত ভাঙা জবাব দিতে আরেকবার নির্মম, নিষ্ঠুর হতে হবে তাকে। দেরি করার উপায় নেই।

আনমনে চায়না ডেস্কের ওপর আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছে ডন। নজর সামনে দাঁড়ানো তিন বিশ্বস্ত অনুচরের ওপর। ওদের একজন আলবার্তো 'টার্কি' ফেলিনি, একজন বেনি রোকো, অন্যজন চার্লি বা চার্লস ভেচ্চি। শেষেরজন এবাড়ির চীফ ডোরম্যান ও অঘোষিত সিকিউরিটি চীফ। প্রথমজন ডান হাত, দ্বিতীয়জন বাম।

'ছেলেটাকে এখানে নিয়ে আসা গেলে ভাল হত,' বলল সে। 'আমি নিজে কথা বলে দেখতাম।'

'দুঃখিত, সেনিয়র,' রোকো বলল। 'আপনি কথা বলতে চাইবেন বুঝলে সে চেষ্টা করতাম। অবশ্য সম্ভব হত কি না সন্দেহ আছে। খুব ভয়ে ভয়ে ছিল ও। আমি চাইনি ও আরও ঘাবড়ে যাক।'

মাথা দোলাল ডন, মাথা ভর্তি সাদা চুল নড়ে উঠল। বয়সের তুলনায় যথেষ্ট তরুণ চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল জুলফি চুলকাতে গিয়ে। 'হয়তো ঠিক কাজই করেছ তুমি। অন্তত...' চকচকে, স্থির নজর ঘুরে স্থির হলো চার্লির ওপর। 'অন্তত চার্লি একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছে দু'জন সাক্ষী রেখে।'

'থ্যাঙ্কস, সেনিয়র,' মৃদু কুর্নিশ করল সে ডনকে। পঁয়ত্রিশের মত বয়স তার, এমন পেটা স্বাস্থ্য, দেখলে মনে হয় মুগুর। হ্যান্ডসাম। 'প্রথমে গুরুত্ব দেইনি, পরে যখন বুঝলাম বক্তব্য অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে, তখন এদের না জানিয়ে পারিনি।'

'ভাল করেছ,' বলল চিন্তিত ডন। 'ঠিক কাজ করেছ।'

দেহের ভর অন্য পায়ে স্থানান্তর করল বেনি রোকো। ভেক্কির চাইতে দু-এক বছর বেশি হবে এর বয়স, দীর্ঘদেহী। হালকা-পাতলা। ভারি স্মার্ট। 'পুলিসের গাড়ির ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভাবনা হচ্ছে, সেনিয়র,' চিন্তিত গলায় বলল সে। 'পুলিস কেন ওদের সাহায্য করবে বুঝতে পারছি না।'

'হ্যাঁ,' তিক্ত মেজাজে বলল ডন। প্রায়-সিংহাসনে নড়েচড়ে বসল। 'শিলাচির ব্যক্তিগত যোগাযোগের সার্কেল আমার তুলনায় অনেক বড়। গত ক'বছরে সিটি জিমের সাথে সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে ওর। ভুল করেছি, অনেক আগেই ওকে লাথি মেরে ওই লুপ থেকে বের করে দেয়া উচিত ছিল আমার। টার্ক, কাউকে পাঠিয়েছ ওখানে খবর নিতে?

'সি, সেনিয়র। আপনাকে খবর দেয়ার আগেই পাঠিয়ে ছিলাম।'

'আচ্ছা! কোন খবর?'

'না, এখনও...' থেমে গেল সে রিঙের শব্দে। ফোন বাজছে সামনে কোথাও। 'ওরাই বোধহয়। আমি আসছি।'

প্রায় গেল আর এল টার্ক, চেহারা ভীষণ রকম থমথমে। ভুরু

নাচাল ডন। 'কি?'

'নিক আর এডিকে মার্নি'সে পাঠিয়েছিলাম, ওরা ফোন করেছে। নিক বলল, ফিল ঠিকই বলেছে। সব সত্যি।'

'সব সত্যি!?' চাপা গর্জন করে উঠল গিতানি।

'সি। শ'খানেক হার্ডম্যান জড়ো হয়েছে ওখানে, সেনিয়র। ওদের কেউ জানে না কেন ডেকে পাঠানো হয়েছে। ওই, শুধু জানানো হয়েছে পুলিস কারে চড়ে বাইরে কোথাও যেতে হবে ওদের। শিলাচি ভেতরে মীটিং করছে।'

'হুম!'

'নিক-এডিকে চিনতে পেরে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে ক্রু চীফরা। কোন প্রশ্ন করেনি।'

রাগে দু'চোখ ঠিক্‌রে পড়ার অবস্থা হয়েছে গিতানি পালারমোর। 'ঘাড় ধরে!' চিবিয়ে বলল সে। 'আমার ছেলেদের!'

'নিক তাই বলল, সেনিয়র।'

'এটা কাপেটি অফেন্স!' অস্থির হয়ে উঠল বেনি রোকো। 'এতবড় আস্পর্ধা ওদের! এতবড়...!'

চীফ ডোরম্যান নড়ে উঠল। 'ঘণ্টা দেড়েক আগে শিলাচি ফোন করেছিল, সেনিয়র। টার্ককে তার নাকি খুব দরকার, তাই।' অপরাধী চোখে টার্কের দিকে তাকাল। 'তুমি আসামাত্র ফিল ফোন করল, ভুলে গিয়েছিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল টার্ক। 'কেন করেছে?'

'বলেনি। শুধু বলেছে তোমাকে তার খুব জরুরী দরকার, তুমি এলে সঙ্গে সঙ্গে যেন জানাই।'

ভেক্কির ওপর থেকে টার্কের ওপর স্থির হলো ডনের নজর, সেখান থেকে রোকো হয়ে সিলিঙের দিকে স্থির হলো। বিড়বিড় করে বলল, 'কি মনে হয়? কেন যোগাযোগ করতে বলেছিল, ওকে রিক্রুট করতে...?'

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

'পরিস্থিতি দেখে এখন তো সেরকমই মনে হচ্ছে,' বলল রোকো।

'ক্ষমতার লোভে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে দেখছি!' নিজেকে শোনাল টার্ক। 'আশ্চর্য!'

নজর নেমে এল ডনের। 'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার,' বলল সে। 'ভাবতেই পারি না শিলাচির সাহস এতটা বেড়ে গেছে। ওয়েল, তোমরা তাহলে ভাবছ ওর উদ্দেশ্য পরিষ্কার?' তিনজনই মাথা দোলাচ্ছে দেখে আবার বলল, 'তাহলে, টার্ক! তুমি লড়াইয়ের ঝুঁকি নিতে রেডি?'

'শিওর, সেনিয়র! তবে...'

'ভিয়েলির কথা? ভেবো না, এখনই ওর ব্যবস্থা করছি।' কিছুক্ষণ টেবিলে তবলা বাজাল সে। 'তোমরা জানো না, এক সময় ও আর এডি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আমার। ভিয়েলিকে খুব পছন্দ করতাম আমি, কিন্তু...মৃতের প্রতি পুরো সম্মান রেখে বলছি, এডিকে কখনোই ভাল লাগেনি। কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশনে ব্যক্তিগত ভাল লাগালাগির চেয়ে কে কত কাজের, তাই দেখে চলা হয়। এই জন্যেই এডির উন্নতিতে বরাবর উৎসাহ দিয়ে এসেছি আমি। তার সঙ্গে ভিয়েলির বেশিরকম ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কখনও কিছু বলিনি।

'কিন্তু, আই সোয়্যার, ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখিনি আমি কখনও। ওরা কতখানি ঘনিষ্ঠ ছিল, আমি জানি। বুঝতে পারছি বন্ধুকে হারানোর শোকে আজ এমন এক কাজ করেছে ভিয়েলি। নইলে ও এত মাথামোটা নয়। না, না! তুমি ভেবো না আমি ওর হয়ে ওকালতি করছি, বা ওকে শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্যে এসব বলছি।

'ও যে অপরাধ করেছে, তাতে শাস্তি ওকে পেতেই হবে। আমি তা দেবও। কিন্তু কথা হচ্ছে কতখানি দেব? টার্ক, তোমাকে

আমি ছোট করব না, আর ভিয়েলিকেও এমন কোন শাস্তি দেব না যা ওর এই মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে খুব বেশি হয়ে যায়। তাতে ও এমনকি উন্মাদও হয়ে যেতে পারে। তাই আমি ভাবছি ওকে দু'বছরের জন্যে নির্বাসনে পাঠাব। নিউ মেক্সিকো বা অ্যারিজোনায়। কাল সকালেই শিকাগো থেকে বের করে দেব ওকে। বাইরে গিয়ে দু'বছর গতর খেটে খেয়ে দেখুক কেমন লাগে।'

শুধু টার্ক নয়, চার্লি এবং বেনিও ভীষণরকম প্রভাবিত হলো ডনের সিদ্ধান্ত শুনে। একজন আন্ডারবসের জন্যে এরচেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। প্রায় খালি হাতে সাম্রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে ভিখিরির মত, ব্যাপারটা যত না কষ্টের, তারচেয়ে অনেক বেশি লজ্জার।

আমতা আমতা করতে লাগল টার্ক। 'আমি আসলে এত কঠিন শাস্তি হোক তা চাইনি, সেনিয়র। চেয়েছি ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিতে যে...'

'এ সিদ্ধান্ত আমি কেন নিয়েছি বলে মনে হয় তোমার?' বাধা দিল ডন। 'ওকে আমি এখন পছন্দ করি না বলে, নাকি তোমাকে খুব ভালবাসি বলে, কোনটা?'

কিছু সময় ইতস্তত করল সে। 'কোনটাই না। আপনি এই সংগঠনকে ভালবাসেন বলে নিয়েছেন।'

'দ্যাট'স রাইট! সংগঠনকে ভালবাসি বলে। যেদিন এর একজন হয়েছি, সেদিন থেকেই একে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছি আমি। যদি না বাসতাম, একে সম্পূর্ণ নিজের না ভাবতাম, এই চেয়ারে বসার সুযোগ কোনদিনই পেতাম না। সংগঠনকে আমি দুর্বল দেখতে চাই না। কাজেই কাউকে চুল পরিমাণ ছাড়ও দেব না। তাতে এর ভিত নড়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ?'

'জ্বি।' একটু বিরতি। 'আমি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, সেনিয়র। যাই

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আসুক, আমি তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে প্রস্তুত।'

'গুড! বোসো তাহলে, তোমরাও বোসো, সবাই মিলে এসো আলোচনা করে দেখি কি ভাবে কি করা যায়। টার্ক আগে বলো, কত হার্ডম্যান আছে তোমার হাতে। আর কত জোগাড় করতে পারবে।'

'এ মুহূর্তে পঞ্চাশ-ষাটজন আছে, সেনিয়র। বাকি সব মাসুদ রানার পিছনে লেগে আছে। ভাবছি ওখান থেকে কিছু ফিরিয়ে আনব। তারপর...।'

আধঘণ্টা পর্যন্ত চলল বৈঠক। বৈঠক সেরে ওদের তিনজনকে বিদায় দিল ডন। টার্ককে বলল ভিয়েলিকে পাঠিয়ে দিতে।

নয়

সিগার ও সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে ম্যানি'স পশের 'ব্যাক অফিস'। এত ঘন ধোঁয়া যে শ্বাস নেয়া দায়। তার ওপর গিজগিজ করছে মানুষ। গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে, আর একজনেরও ঢোকার উপায় নেই। এক চিলতে জায়গা অবশ্য আছে, ওটা বসের হাঁটাচলার জন্যে।

ওখানে পায়চারি করছে 'বুড়ো' বস—ভীষণ চিন্তিত। নিজের মনে বিড়বিড় করছে ইটালিয়ান ভাষায়। কখনও উত্তেজিত হয়ে দেয়ালে বা হাতের তালুতে ঘুসি মারছে। পুরুফেন্ত্রির ডেস্কে আগের মত বসে আছে পেশী বিশেষজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ হুইল, চোখ দিয়ে

অনুসরণ করছে বসকে।

ক্রু চীফরা বেশিরভাগ মেঝেতে বসা, দেয়ালে হেলান দিয়ে ধোঁয়া গিলছে, ফিসফিস করছে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু শব্দ করছে না কেউ, ভয়ে কেউ কাশিও দেয় না। বসকে ভাবতে দেখলে তারাও ভাবে।

এক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ক্যাপ্টেন আথারটন, রূমের দরজা পুরো মেলে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিছিয়ে গেল অসহনীয় ধোঁয়ার যন্ত্রণায়। ওখান থেকে বলল, 'হলো তোমার?'

মাথা দোলাল শিলাচি। 'না। ভাবছি।'

'ভাবছ তো সেই সন্ধে থেকে, আর কত? তাড়াতাড়ি করো! এত পুলিস-গাড়ি রাস্তায় টহল দিচ্ছে দেখে এরইমধ্যে প্রতিবেশীরা প্রশ্ন শুরু করে দিয়েছে। আর কত আটকে রাখব ওগুলোকে? হয় এখনই কিছু করো, নয়তো ফেরত পাঠিয়ে দিই।'

বিরক্ত হয়ে পায়চারি বন্ধ করল ওভারলর্ড। চোখ কুঁচকে বলল, 'তুমি কবে থেকে মানুষের প্রশ্ন শুনেই বিচলিত হতে শুরু করলে, ক্যাপ্টেন?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, অনর্থক তেল পুড়ছে! এত তেলের হিসেব...'

'এত হিসেবীই যদি হবে কবে থেকে?' মাথা চুলকাল ওভারলর্ড। 'ডিসটার্ব কোরো না তো, ভাবতে দাও। বোসো!'

ভিড় ঠেলে কোনমতে ডেস্কের কাছে পৌঁছল ক্যাপ্টেন। মুখোমুখি হতে দুই লেফটেন্যান্ট সমবেদনার হাসি উপহার দিল।

'গাড়ি ফিরিয়ে দিলে চলবে নাকি?' বলে উঠল বস। 'না জেনে আন্দাজে কিসের মধ্যে পাঠাব ছেলেদের?'

ক্যাপ্টেন মাথা দোলাল। 'ঠিকই বলেছ তুমি, এই জন্যেই ওদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়া দরকার, বুঝলে? কারণ তোমার মাসেল ডিফেন্স লাইন জরুরী হয়ে পড়েছে, পুলিস প্যাট্রল না।'

ammsumon@yahoo.com www.murchona.com©

'শাটাপ্! জাস্ট শাটাপ্! ফোযযি!'

'ইয়াহ্!'

'আবার বলো কথাগুলো, আরেকবার শুনতে চাই। ঠিক ঠিক বলো।'

'ওরা বলছে চার্লি ভেক্তি সবখানে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে, ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়ার এখনই সময়। মাঝরাতের পর কাউকে যদি এখানে দেখা যায়, মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার করে তাকে ওয়েলকাম জানানো হবে। শুধু জাহাজ নয়, সবার উচিত এই মুহূর্তে স্টেট ছেড়ে চলে যাওয়া।'

'কই, ঠিক এই ভাষায় তো আগেরবার বলোনি তুমি!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল বস্।

'ক্রাইস্ট, বস, আমি টেপরেকর্ডার নই!'

'সবাইকে ভেগে যেতে বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কারও থাকা চলবে না?'

শ্রাগ করল লেফটেন্যান্ট। 'সেরকম অর্থই তো দাঁড়ায় কথাটার।'

'মাঝরাতের মধ্যে?'

'রাইট, বস।'

'ঠিক আছে!' গর্জে উঠল শিলাচি। 'তাহলে আমরাও তাই করব।'

উদ্বেগ ফুটল ফোযযির চেহারায়। 'কি, বস?'

'আমরা যাব ওখানে। সরাসরি কথা বলে ওদের ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে আসতে হবে। এখনই রওনা হলে সময়মত পৌঁছে যেতে পারব।' ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল। 'বরফ পড়া থেমে গেছে বললে না তুমি?'

মাথা দোলাল সে, 'ওরা নিজেরা নিজেরা বোঝাপড়া করতে

যাচ্ছে শুনে খুশি। 'কিন্তু তবু অবস্থা খারাপ। খুব খারাপ। হাড় জমানো বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় চলার উপায় নেই। তুষার গলা কাদায় খুব বাজে অবস্থা। যদি যেতেই হয়, এই মুহূর্তে রওনা দিতে হবে।'

'আপনি সত্যি যাবেন, বস?' ফোযযি প্রশ্ন করল।

'নিশ্চই যাব।' বার্তিনের দিকে ফিরল শিলাচি। 'যাও, ছেলেদের বলো গাড়িতে উঠতে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। 'কোন গাড়িতে?'

'চিন্তা কোরো না,' বলল সে। 'আমরা তোমার বাবল-গাম মেশিনে চড়তে যাচ্ছি না। পুলিস কার নিয়ে ওখানে যাওয়ার মত আহাম্মক নই আমি। দুটো রেখে অন্যগুলোকে ফেরত পাঠিয়ে দাওগে।'

'দুটো রাখব কেন?'

'কেন আবার, আমাদের এসকর্ট করার জন্যে! প্রথমটায় থাকবে তুমি।'

'অসম্ভব!' রেগে উঠল ক্যাপ্টেন। 'আমি তা পারব না।'

ঠাণ্ডা গলায় শিলাচি বলল, 'পারতে হবে, ক্যাপ্টেন। নইলে মাথায় একটা বুলেট খেতে হবে। কোনটা চাও তুমি?'

রাগে চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের। কিছুক্ষণ চোখ গরম করে ওভারলর্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে ধুপ-ধাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল সে।

জিয়ানলুকা ফোযযির দিকে তাকিয়ে হাসল ওভারলর্ড। 'ওকে, উঠে পড়ো। সামনে নিয়ে আসতে বলো সব ক্রু ওয়াগন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাই গাড়িতে উঠেছে দেখতে চাই আমি।'

বসের 'ভাবনা-চিন্তা' শেষ, সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, অতএব হাঁফ ছাড়ল ক্রু-চীফরা। ধড়মড় করে উঠে পড়ল। 'বাইরে চলো সবাই!' ফোযযি হাঁক ছাড়ল। 'যে যার ক্রুদের বলে দাও আমরা কোথায়

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি। কেউ যেন নিজে থেকে কোনরকম বাহাদুরি দেখাতে না যায়। সামান্য ভুলও কেয়ামত ডেকে আনতে পারে।'

সবাই বেরিয়ে গেলে বসের দিকে ফিরল সে। 'রওনা দেয়ার আগে ওদের জানাতে চান, সেনিয়র?'

'অবশ্যই জানাতে চাই। এখনই ফোন করব। না বলে-কয়ে হঠাৎ করে এত মানুষ নিয়ে হাজির হলে কি অবস্থা হবে?'

'সশস্ত্র যেতে চান?'

'আমি? নাহ্। তোমরা সশস্ত্র যাও, যত যা জোগাড় করতে পারো সব নিয়ে যাও। আমি খালি হাতে যাব।'

ভুরু কোঁচকাল ক্যাপোরেজিমি, চিন্তিত চেহারায় চলে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ামাত্র রিসিভার তুলে নিল লুপ ওভারলর্ড, গিত্তানি'সের ডিজিট পাঞ্চ করতে লাগল। সরাসরি ডনের সাথে আলাপ করতে চায় না সে, এ সময়ে সেটা ঠিক হবে না, কিন্তু খবরটা যাতে তার কানে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। না হলে ভুল বোঝাবুঝি হবেই। না হয়ে পারে না।

এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে দু'ভাবে সমাধান করা যায়, শিলাচির জানা আছে। হয় নরম আলোচনায়, নয় গরম বুলেটে। যেটাই হোক, তাড়াতাড়ি করতে হবে তাকে। নইলে যে হুমকি দেয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাবে ক্রুরা সব এক এক করে কেটে পড়তে শুরু করেছে। দলে দলে গিত্তানি'সে গিয়ে নাম লেখাতে শুরু করবে ওরা।

মারিও শিলাচি তা হতে দিতে পারে না। কোনমতেই না।

একটা ট্যাক্সিক্যাব এসে দাঁড়াল ম্যানি'স প্লেসের কার্ব ঘেঁষে। পিছন থেকে ওটার একমাত্র যাত্রী নামল। দীর্ঘদেহী লোকটা, পরনে ধূসর স্যুট ও ওভারকোট, এক চোখে কালো চামড়ার পট্টি। কপালে চামড়ার হমবার্গ। দাঁতের ফাঁকে পাইপ, কিন্তু জ্বলছে না।

ভারমুক্ত হতে ককিয়ে স্বস্তি জানাল তার ট্যাক্সি। মিটারের দিকে তাকাল না আরোহী, বিশ ডলারের একটা বিল ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে ছোট, চৌকো একটা ব্রীফকেস দোলাতে দোলাতে পা বাড়াল ক্যাবারের এন্ট্রান্সের দিকে। তিন পা যাওয়ার আগেই ভেতর থেকে আরেক গ্রে কোট পরা টেকো বেরিয়ে এল। উদ্বিগ্ন চোখে রাস্তার এ মাথা ও মাথার দিকে তাকাচ্ছে।

আরও কয়েক পা এগোল ক্যাপ্টেন, হাত নেড়ে ধীরগতিতে চলন্ত এক কারের নজর আকর্ষণ করল–পুলিস ক্রুজার ওটা। সঙ্কেত পেয়ে আগন্তুকের ট্যাক্সির পিছনে এসে থেমে পড়ল গাড়িটা। বৃষ্টির কামড় থেকে বাঁচতে ঘাড় গোঁজ করে ওটার দিকে এগোল আথারটন। ভেজা, পিচ্ছিল কার্ব, দেখে দেখে পা ফেলছে। মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো সে পথের ওপর আগন্তুককে দেখে।

'এইসব ক্রুজার আপনার, ক্যাপ্টেন?' অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লোকটা। গলার স্বরে কাঠিন্য।

পরেরটাই বেশি নজর কাড়ল আথারটনের। চোখ কুঁচকে লোকটাকে দেখল। 'কে জানতে চাইছে?'

চিকন হাসি ফুটল লোকটার মুখে। সে হাসিতে সৌজন্য বা ওই ধরনের কিছু দেখল না সে, দেখল অন্যকিছু। কিন্তু সেটা যে কি, তা অবশ্য বুঝতে ব্যর্থ হলো। 'টেল ইউ হোয়াট, ক্যাপ্টেন। আমি আপনার নাম জানতে চাইব না, যদি আপনি আমারটা জিজ্ঞেস না করেন।'

'ওকে, বলুন কি বলতে চান।'

'এগুলোর সন্দেহজনক ঘোরাফেরা নিয়ে লোকে প্রশ্ন করছে। এরমধ্যে কম করেও দুই ডজন কল রিসিভ করতে হয়েছে সিটি জিমকে। সে আমাকে অনুরোধ করেছে খবরটা আপনাকে জানাতে। বলেছে, ফর গড'স সেক, ব্রেক ইট আপ!'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'জিমকে বলুন, গত এক ঘন্টা ধরে আমি সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। আরও বলবেন, এই বুড়োর ব্যাপারে তাড়াতাড়ি একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে। ওর ধারণা ও এখনও পঞ্চাশের দশকে আছে।'

'আসলে হচ্ছেটা কি এখানে?'

ক্রুদ্ধ চোখে ক্যাবারের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'আর বলবেন না, বদমাশটা চাইছে পুলিস কারে নিজের টর্পেডো বোঝাই করে মাসুদ রানাকে তাড়া করে ধরবে। মনে হয় ব্যাটা সবাইকে দেখাতে চায় এখনও তার আগের সেই ক্ষমতা আছে।'

'আই সী!'

'মাসুদ রানাকে ধরার সমস্ত ক্রেডিট নিজে পেতে চায় বুড়ো ডাম। কেন চায় আমি বুঝি না ভেবেছে?'

'এখন কি করতে চাইছেন আপনি?'

'আমি ওকে সাফ বলে দিয়েছি পুলিসের গাড়ি দিতে পারব না, যা করতে চাও নিজের গাড়ি নিয়ে করো। আমি ওগুলোকে ফেরত পাঠাচ্ছি এখন।'

'ভাল করেছেন,' মনে মনে হাসল আগন্তুক। 'এখনই পাঠিয়ে দিন।'

'জিমকে একটা মেসেজ পৌঁছে দেবেন আমার হয়ে?'

'বলুন, নিশ্চয় দেব।'

'বলবেন শিলাচি পুরো উন্মাদ হয়ে গেছে।'

দৃশ্যমান একমাত্র ভুরু ওপরে তুলল আগন্তুক। 'অর্থাৎ?'

'মাসুদ রানাকে ছেড়ে দলবল নিয়ে এখন গিতানির এস্টেটে যাচ্ছে ও। বলছে আলোচনা করতে যাচ্ছে, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। গিতানি এর দলের ক্রুদের রাত বারোটার মধ্যে দল ছেড়ে পালাতে বলেছে, নইলে একটাকেও আস্ত রাখবে না। এই অবস্থায় যদি এরা ওখানে যায়, নির্ঘাত 'শো-ডাউন' ঘটবে। বেশ বড় দল

নিয়ে যাচ্ছে, আর আমাকে ধরেছে ওদের এসকর্ট করে নিয়ে যেতে। আমি যেতে রাজি হইনি, কিন্তু...। জিমকে বলবেন দয়া করে তাড়াতাড়ি কিছু একটা যেন করে, নইলে কী যে ঘটবে ভাবলেও মাথা ঘোরে। এদের না ঠেকানো গেলে আমাদের সবাইকে কঠিন সমস্যায় পড়তে হবে। তাতে সন্দেহ নেই।'

মাথা দোলাল আগন্তুক। 'তাহলে সব গাড়ি ব্যবহার করতে হচ্ছে না আপনাকে, এই তো?'

'হ্যাঁ। ব্যাটা দয়া করে রেহাই দিয়েছে। বলেছে দুটো হলেই চলবে। লুক, আমাকে যেতে হবে এখন। ওদের নিয়ে...'

'শিওর,' এক পা সরে পথ করে দিল আগন্তুক। 'একটা সাহায্য করুন। এদের কাউকে বলুন আমাকে সেন্ট্রালে পৌঁছে দিতে।'

'অফ কোর্স! মেসেজটা দেবেন কিন্তু দয়া করে।'

'নিশ্চই দেব। ওহ্, একটা কথা, ক্যাপ্টেন। আই মীন একটা পরামর্শ। যদি দেখেন পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে গেছে, জান বাঁচানো ফরজ হয়ে পড়েছে, সটকে পড়বেন। মনে রাখবেন, আপনি প্রথমে একজন পুলিস, শেষেও একজন পুলিস।'

'থ্যাঙ্কস। আজ তা নতুন করে শিখছি আবার।'

অপেক্ষমাণ ক্রুজারের রেডিও মাইক্রোফোন নিয়ে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল সে। কয়েক সেকেন্ডে আরেক ক্রুজার এসে দাঁড়াতে আগন্তুককে উঠে পড়তে ইঙ্গিত করল। 'যান। অন্যগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'গুড!' উঠে পড়ল লোকটা, রওনা হয়ে গেল ক্রুজার।

দশ মিনিট পর সেন্ট্রাল পুলিস স্টেশনের 'অফিশিয়াল'স লেনে পৌঁছল ওটা। সামনে বসা দুই অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোর্চে নেমে পড়ল গ্রে সুটেড লোকটা। গোটা বারো ধাপ টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরে পা রেখে টপকোট খুলে এক কাঁধে

amrsumon@yahoo.com
www.murchona.com

রাখল সে, দরজার সাথের ট্র্যাশ ক্যানে তামাক ঝেড়ে পকেটে রাখল পাইপ, তারপর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী পায়ে লবি ভর্তি ইউনিফর্মড পুলিস, সাংবাদিকদের মধ্যে দিয়ে এগোল।

আগন্তুকের চারদিকের বাতাসে এমন কিছু রয়েছে যা দেখে কেউ কোন প্রশ্ন করতে ভরসা পেল না, চোখ দিয়ে অনুসরণ করল শুধু। অনেকে ভাবল বড় কোন পুলিস অফিসার হবে হয়তো, ড্যামকেয়ার হাঁটার ভঙ্গি দেখে সেরকমই মনে হয়। দেখা গেল বিল্ডিং ডিরেক্টরি মানুষটার জানা, এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সোজা একটা নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে। যা-ও বা দুয়েকজন প্রশ্ন করবে ভেবেছিল, তাই দেখে ভুলে গেল বেমালুম।

পিছন দিকের লম্বা করিডরের দুদিকের কয়েকটা বুল রুম পেরিয়ে আরও নিরিবিলি এলাকায় চলে এল সে। খানিকটা এগিয়ে এক বন্ধ দরজার গায়ে: ডিপার্টমেন্ট লিয়াজোঁ, ম্যাকআর্থার, স্টেট, লেখা দেখে থামল। ঢুকে পড়ল দু'বার নক করে।

রুমটা বিরাট। এক কোণে প্রকাণ্ড ডেস্কের ওপাশে বসা অফিসার। পঞ্চাশের কিছু বেশি হবে বয়স। গোটা মাথায় টাক, চুল ক'গাছি আছে গুনে বলা যায়। বেশ মোটা লোকটা, তেমনি খাটোও। দেখতে লাগে প্রায় ফুটবলের মত। মুখটাও তাই।

পায়ের শব্দে পর্নো ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলল সে, চকচক করে উঠল পুরো মাথা। 'কাজ যদি অফিশিয়াল হয়; অনেক দেরি করে ফেলেছেন। যদি না হয়, তাহলে শুধু শুধু এসেছেন,' বলল সে থেমে থেমে। মুখে টক-খাওয়া হাসি।

ডেস্কের উল্টোদিকে এসে দাঁড়াল আগন্তুক। ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় বলল, 'জশ ম্যাকআর্থার, আ'রন চিউ?'

ভুরুবিহীন ভুরু কুঁচকে উঠল অফিসারের। মুখ তুলে তাকাতে থুতনির নিচে চর্বির স্তর দুলে উঠল। 'ঠিক ধরেছেন, আমিই ম্যাকআর্থার। বাজে ওয়েদারের জন্যে অফিসে আটকে গিয়েছি।

তা আপনি কে, পথহারা পথিক?'

অনুমতির তোয়াক্কা না করে পায়ের ওপর পা তুলে বসল মাসুদ রানা। বলল, 'পুলিস ডিপার্টমেন্ট আর প্রসিকিউটর'স অফিসের মধ্যে লিয়াজোঁ রক্ষা করে থাকেন আপনি, ঠিক?'

'ওটাই আমার চাকরি, হ্যাঁ,' মাথা দোলাল লোকটা। এতক্ষণে আগন্তুককে ভাল করে দেখা দরকার মনে হতে স্থির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। 'কেন জানতে চাইছেন, কে আপনি?'

জবাব দেয়ার তাড়া দেখা গেল না রানার মধ্যে, ধীরেসুস্থে ব্রীফকেসটা ডেস্কে রেখে খুলল। ভেতর থেকে বের করল রিচার্ড ডীনের নোটবইটা। কেস বন্ধ করে সরিয়ে রাখল পাশে। তারপর চোখ তুলল। 'কেন আটকে গিয়েছেন বললেন, বাজে ওয়েদারের জন্যে? না বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনের জন্যে?'

মনটা কুঁকড়ে উঠল অফিসারের, ওর অন্তর্ভেদী, ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে নিজেকে অবিচল রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। 'এ প্রশ্ন কেন?' এবারে মোলায়েম সুর ফুটল তার গলায়।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি এখনও আপনি।'

'কিন্তু আপনিও তো বলেননি আপনি কে, কেন এসব প্রশ্ন করছেন?'

নজর নামিয়ে নোটবইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগল রানা। যা খুঁজছিল, পেয়ে নিজের মনে মাথা ঝাঁকাল। তারপর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যেমন মৃতের পরিচিতি ঘোষণা করা হয়, তেমনি শুনিয়ে শুনিয়ে পড়তে লাগল: 'ম্যাকআর্থার, জশ এল। পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টি, স্পেশাল লিয়াজোঁ টীম ফর দ্য অফিস অভ পুলিস ডিপার্টমেন্ট, রিপ্রেজেন্টিং স্টেট প্রসিকিউটর ইন পলিসি ম্যাটারস এফেক্টিং শিকাগো পুলিস ডিপার্টমেন্ট।' চোখ তুলল ও। 'আপনি সেই জশ ম্যাকআর্থার তো?'

'ওটা কি আপনার হাতে?' বাড়াবাড়ি মনে হতে রাগ ফুটল

almamun@yahoo.com www.murchona.com

তার চেহারায়। 'কি আছে ওটায় আমার...?'

'জাস্ট শাটাপ!' চাপা ধমক লাগাল ও, ডান হাতে আচমকা উদয় হলো ওয়ালথার পি.পি.কে। সাইলেন্সারের জন্যে দ্বিগুণেরও বেশি দীর্ঘ, ভীতিকর দেখাচ্ছে ওটাকে। 'যা প্রশ্ন করব, তার উত্তর ছাড়া একটা কথাও নয়।'

পলকে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল লোকটার চেহারা। শিরদাড়া খাড়া হয়ে গেল। 'এ-এসব কি!' প্রায় ফিসফিস্ করে বলল।

'জানতে হলে চুপ করে থাকুন। শুনুন!'

রিচার্ডের ছোট ছোট অক্ষরে লেখা জশ এল ম্যাকআর্থারের সাড়ে ছয় পাতার ব্যাকগ্রাউন্ড পড়ে যেতে লাগল ও। যা লেখা আছে, তার সারমর্ম হচ্ছে: মানুষটা পুলিস নয়, কোন নির্বাচিত অফিশিয়াল নয়, স্রেফ একটা রাজনৈতিক সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত। কমিশনখোর দালাল, সিন্ডিকেটের ব্যাগম্যান ও প্রভাব বলয় বিস্তারের হাতিয়ার। ফুলটাইম মাফিয়োসো। মাফিয়াই তাকে বসিয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে। সরকারের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে, এবং গত কয়েক বছর সে তা করে আসছে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে।

নোটে আরও আছে শিকাগোর ভেতরে-বাইরে কোন কোন মাফিয়া ফিগারের সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাদের হয়ে ইলিনয় রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড অতীতে সে ঘটিয়েছে, শিকাগো সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকারের রুজু করা কয়টা মামলা সে ভুল পথে ঘুরিয়ে দিয়ে ওদের সাহায্য করেছে, এজন্যে কতজন জাজ ও জুরিকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে, সেগুলো কোন কোন কেস, ইত্যাদি সবই আছে বিস্তারিত।

উপসংহারে আছে: বর্তমান পদে প্রায় তিন বছর আছে জশ ম্যাকআর্থার। শিকাগো মাফিয়ার বিস্তারে অনেক বড় ভূমিকা আছে এর। কেস নং..., বাদী-বিবাদী..., তারিখ..., কোর্ট...এর

উল্লিখিত কেসসমূহের পুনঃ তদন্ত হলে আমার এ দাবির যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পড়া শেষ করে মুখ তুলল ও। এরমধ্যে লোকটার কপাল আর নাকের দু'পাশ ঘেমে চকচকে হয়ে উঠেছে। দম নিচ্ছে সংক্ষিপ্ত, ঘনঘন। চাউনি ঘোলাটে।

'ওটা...ওটা কি?' আরও নিচু গলায় বলল ম্যাকআর্থার। 'কে-কে লিখেছে ওসব আমার নামে?'

'রিচার্ড ডীন,' থমথমে চেহারায় বলল রানা। 'মনে পড়ে নামটা, "সিটি জিম"?'

'ও, মাই গড!'

'ডন গিতানি, এডি রুগেরি, তুমি, তোমরা সবাই ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী, আর্থার!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও। 'মানুষটাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে, অনেক ভুগিয়ে তারপর খুন করেছ তোমরা সবাই মিলে। তোমাদের "টার্কিমেকার" কিভাবে রিচার্ডকে তিলে তিলে শেষ করেছে, সব এটায় আছে,' নোটবইটা দোলাল। 'রুগেরির হাতে খুন হওয়ার আগে এটা আমার জন্যে রেখে গেছে রিচার্ড।'

চোখ উল্টে যাওয়ার দশা হলো লিয়াজোঁ অফিসারের। 'আপ-আপনি...মাসুদ রানা!' ওয়ালথারের দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন, ঢোক গিলছে। দুই কানের পাশ দিয়ে মোটা ধারায় ঘাম গড়াচ্ছে।

'ঠিক ধরেছ।'

'আমি বুঝতে পারছি না এর কি অর্থ,' অপ্রকৃতিস্থের মত বলল লোকটা। 'বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন রিচার্ড আমার বিরুদ্ধে এসব লিখে রেখে গেছে। আমি কোন অন্যায় করিনি।'

'রেকর্ড কেসগুলো নিয়ে নতুন করে তদন্ত শুরু করলেই তা বোঝা যাবে, সিটি জিম। অন্যায় যদি না-ই করে থাকো,

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

তাহলে...'

'কত চান?' আচমকা বলে বসল লোকটা। গলা একদম খাদে নেমে গেছে। 'কত টাকা? যা চান তাই দেব। আমার যা আছে সব দিয়ে দেব। শুধু বলুন...' ওর ঠোঁট বেঁকে গেছে দেখে থেমে গেল।

'এখন তোমার কিছুই নেই, জশ!' তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলল রানা। 'কিছু নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। সকালে পথের ফকির হয়ে জেলে ঢুকবে তুমি, তখন পর্যন্ত কিছু যদি বাকি থেকেও থাকে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাও শেষ করে দেবে মিডিয়া।'

'কি-কিন্তু আমি মাফিয়া নই, বিলিভ মি!' অনুনয় ঝরে পড়ল লোকটার কণ্ঠ থেকে।

'এই নোটবুকের কপি করা হয়েছে কয়েকটা,' পাত্তা না দিয়ে বলে চলল রানা। 'স্প্রিংফিল্ডে তোমার বসের কাছে এককপি আছে, সীলড প্যাকেটে অবশ্য। নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে আমি যদি তার সাথে যোগাযোগ না করি, তাহলে সে ওটা খুলবে। অনুমান করতে পারো তারপর কি ঘটবে তোমার ভাগ্যে?'

ভীষণরকম ঘাবড়ে গেল লোকটা। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি মাফিয়া নই...আমি মাফিয়া নই...আমি...!'

'হয়তো আরও জঘন্য তুমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'মাফিয়া নও, মাফিয়া অর্গানাইজেশনের গাড়ির হুইল। তুমি, তোমাদের মত লোকদের জন্যেই ওরা আইনকে কলা দেখিয়ে আজ এত শক্তি অর্জন করতে পেরেছে।'

চেহারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল লোকটার। 'বিলিভ মি, আমি আসলে কেউ না। কিছু না। বিরাট মেশিনের ছোট্ট একটা পার্ট আমি, মিস্টার মাসুদ রানা। আমি যা করি তা অপরাধ নয়, পলিটিক্স। বিগ পলিটিক্স। আমার মত এরকম হাজার পার্ট আছে সেই মেশিনের। ওটা আসলে সিস্টেম। গডড্যাম সিস্টেম।

কেউ এড়িয়ে চলতে পারি না আমরা। কেউ না।'

'কিন্তু এই নোটবই তা বলে না। বলে অন্য কথা। কোনটা সত্যি প্রমাণ করতে হলে তদন্তে নামতে হবে আমাকে।'

'তা...মানে...'

স্বর নরম হলো রানার। সম্বোধনও বদলে গেল। 'অবশ্য আপনি আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলে ওই ঝামেলায় যাব না আমি।'

ডেস্কের ওপর কনুই দিয়ে একেবারে হামলে পড়ল মানুষটা। 'বলুন বলুন, কি সাহায্য চান আপনি! কি ধরনের সাহায্য!' পরক্ষণে চেহারার দ্যুতি নিভে গেল। 'কিন্তু...ওদিকে বস্ যদি...'

'খুলবে না,' হাসি চেপে বলল রানা। 'নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্যাকেট খুলবে না সে। সময়ের আগে আমি নিষেধ করলে একেবারেই খুলবে না, সেন্ডারের ঠিকানায় রিডিরেক্ট করে দেবে,' নির্বিকার চেহারায় একগাদা ডাহা মিথ্যে বলে গেল ও।

নড়েচড়ে বসল লোকটা। চেহারায় একটু একটু রঙের আভাস দেখা দিতে শুরু করেছে। 'বলুন তাহলে, কি সাহায্য করতে পারি।'

'ইন ফ্যাক্ট দুটো সাহায্য চাই।'

'কি কি?'

'আপনি রিজাইন করবেন দুপুরের মধ্যে।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ম্যাকআর্থার। 'করব। দুপুরে কেন, এখনই করব। দেখুন কত ফাস্ট বের হয়ে যাই।'

হাসি চেপে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠল ওর পক্ষে। 'তার দরকার নেই। দুপুরে গেলেই চলবে। কিন্তু তার আগে একটা কাজ করে দিয়ে যাবেন।'

'কি সেটা?'

'আমি আপনাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর দিচ্ছি ক্রাইম

aimsum@yahoo.com
www.murchona.com©

সম্পর্কে, এসব খবর পেলে একজন সৎ অফিসার যে তৎপরতা দেখায়, আপনাকেও তাই দেখাতে হবে।'

'বলুন কি খবর।'

'এই মুহূর্তে ডন গিতানির আখড়ায় শহরের সমস্ত মাফিয়া সেলিব্রিটি জড়ো হয়েছে। ওরা স্ট্রীট উওর নিয়ে আলোচনা করছে। আপনি খবর পেয়েছেন মাসুদ রানা ওখানে বোমা হামলা চালিয়ে সব উড়িয়ে দিতে যাচ্ছে। তাই সমস্যা এড়াতে আপনি লোকাল পুলিস নিয়ে গিতানির পুরো এস্টেট ঘেরাও করার নির্দেশ জারি করবেন। চারদিক থেকে কেবল ঘেরাও করে রাখবে ওরা, কোন অ্যাকশন নেবে না। কাউকে ঢুকতে বাধা দেবে না, কিন্তু বেরোতে দেখলে দেবে।'

অপলক চোখে রানার দিকে তাকিয়ে ছিল লোকটা, থামতে দেখে পলক ফেলল। 'তাতে লাভ?'

'সে আমি বুঝব। আপনি আপনার কাজ করবেন।'

সমস্ত দ্বিধা পাশে সরিয়ে রেখে ফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জশ ম্যাকআর্থার, হাত কাঁপছে, কিন্তু কণ্ঠ অবিচল। একটার পর একটা ফোন করে চলেছে, মুখের বিশ্রাম নেই। তার কাজ শেষ হতে রানা হাত বাড়াল ফোনের দিকে। 'কোথায় করবেন?' জানতে চাইল অফিসার।

'ওয়াশিংটন।'

'স্প্রিং...'

'না। প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে।'

কথাটা মিথ্যে বলেনি। এখানে আসার আগে ওয়াশিংটন গিয়েছিল ও বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করে সব জানাতে। রানাকে খুবই স্নেহ করেন ভদ্রলোক। তাঁর অধীনে আমেরিকান আন্ডারওয়াটার মেরিন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন নুমার সাথে অবৈতনিক ভাবে

জড়িত রানা, সেই সুবাদে দু'জনের সম্পর্ক অনেক পুরনো। তাছাড়া রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি।

রিচার্ডের পরিণতির কথা শুনে প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছেন ভদ্রলোক, তার নোটবই পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তখনই কিছু করতে চেয়েছেন, কিন্তু রানা বাধা দিয়েছে। যা করার আমি করব, বলেছে রানা, আপনি কেবল শেষ সময়ে একটা সাহায্য করবেন। কি সাহায্য? বলেছে ও, তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছেন বৃদ্ধ, ধরে নাও পেয়ে গিয়েছ। প্রেসিডেন্টকে বলে আমি বিশেষ ফরমান জারি করাচ্ছি।

মিথ্যে বড়াই করেননি অ্যাডমিরাল, সত্যি দু'দিনের মধ্যে ওর কাজ করে দিয়েছেন। এখন সে সাহায্য কাজে লাগানোর সময় এসেছে।

ম্যাকআর্থারের বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ও পাঞ্চ সেরে। কয়েক মুহূর্ত পর সাড়া দিলেন অ্যাডমিরাল। 'রানা!' সরাসরি ওর নাম ধরে সম্বোধন করলেন, হ্যালো-ট্যালো নেই।

হাসি ফুটল ওর মুখে। 'কি করে বুঝলেন, স্যার?'

'মন বলল,' নরম গলায় বললেন বৃদ্ধ। 'ওদিকের খবর বলো।'

'আর বেশি বাকি নেই, স্যার। আপনার সাহায্যের সময় হয়েছে।'

'সব রেডি। দু'দিন আগেই ডিটেইলড্ নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। ওরাও ওদের তৈরি থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

'থ্যাঙ্কিউ, স্যার। এদের কমান্ডিং অফিসারের নাম-র‍্যাঙ্ক বলুন।'

কিছু সময় নীরবে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল রানা, তারপর আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল। লিয়াজোঁ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার জন্যে একটা গাড়ি রেডি রাখতে বলুন। ড্রপ করে আসবে আমাকে।'

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'কোথায়?'

'যে কোন ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে হলেই চলবে। আর বলবেন, রাতে যেন কেউ ডিসটার্ব না করে আপনাকে। ঘুমাবেন আপনি।'

মুখ বুজে ওর নির্দেশ পালন করল লোকটা। পাঁচ মিনিট পর তার অফিস থেকে বের হলো রানা, অপেক্ষমাণ পুলিস ক্রুজারে চড়ে বেরিয়ে গেল।

জশ এল ম্যাকআর্থার ওরফে সিটি জিম তখন সত্যিই ঘুমে অচেতন। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে হাত, পা মুখ কষে বেঁধে পাশের অ্যান্টিরুমের ক্লজিটে তাকে ভরে রেখে এসেছে রানা। আশা করা যায় সকালের আগে ঘুম ভাঙবে না তার।

ওর অনুপস্থিতিতে ব্যাটা যাতে বেঈমানী করার সুযোগ না পায়, তাই কাজটা করেছে রানা। মাইল দুয়েক গিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল, ওটা চোখের আড়ালে চলে যেতে এক গলিতে ঢুকে পড়ল। পাঁচ মিনিট পর স্টার্ট নিল ওর ওয়াগন, ভেজা রাস্তায় গড়াতে শুরু করল ওটার হেভি ওয়েদার টায়ার।

দশ

মাফিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে পদক্ষেপ রানা নিয়েছে, পরিকল্পনার দিক থেকে তা সহজ হলেও বাস্তবায়নের বেলায় ঠিক উল্টো। কেঁচে গেলে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ষোলোআনা, এবং রানা তা খুব ভাল করেই জানে। তবু 'নো রিস্ক নো গেইন' আপ্তবাক্য ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে পরিকল্পনাটা করেছে।

না করে উপায়ও ছিল না। কেননা একদল পেশাদার ফাইটারের বিরুদ্ধে একা একজনের লড়তে যাওয়া অর্থহীন, কাজেই প্রথম থেকেই শিকাগো মাফিয়ার দুর্গে ছোটখাট একটা ফাটলের খোঁজে ছিল ও, যে ফাটল দিয়ে সুঁই হয়ে ভেতরে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়ে আসা যাবে। এবং তা পেয়েও গেছে। সেই ফাটলই ওর মূল অস্ত্র।

ওখান দিয়ে মাফিয়া দুর্গে প্রথমে ভয় ঢোকাবে রানা, সন্দেহ আর অবিশ্বাস ঢোকাবে, শুধু তাই নয়, তার সাথে থাকবে বিশ্বাসঘাতকতার দুর্গন্ধ। যাতে শত্রু বিপদ বুঝে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেও তা জোরাল না হয়। শেষ রক্ষা করতে না পারে।

ওদের এক আন্ডারবস বা লুপ বস্, পাওলো শিলাচি হচ্ছে সেই ফাটল। যেমন তেমন নয়, বড়সড় ফাটল। যে সীমাহীন লোভ, ভয়-ভীতি ও নিষ্ঠুরতা থেকে মাফিয়ার জন্ম, ঠিক সেগুলোই সংস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে যাচ্ছে রানা এই লুপ বসকে দিয়ে, একটু অন্যভাবে। উদ্দেশ্য, ওদেরই পদ্ধতি রিভার্স করা—মাফিয়াকে ধ্বংস করা।

এই লড়াইয়ে রানা কেমিস্ট, শিকাগো ওর ল্যাবরেটরি, এবং ক্ষমতালোভী মাফিয়া বসদের দুর্বলতা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল।

সাফল্য সম্পর্কে ও খুব একটা চিন্তিত নয়, তবু, একটু অস্বস্তি রয়েই গেছে ভেতরে। যে পরিকল্পনা নিয়ে রানা এ শহরে এসেছে, তা ঠিকমত কাজে লাগানো গেলে পাপের সাম্রাজ্য ধ্বংস করা কঠিন হলেও অসম্ভব হবে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শিকাগো মাফিয়ার আসল শক্তি সংস্থার ভেতরে নয়, বাইরে। অর্থাৎ 'ফ্যামিলি অর্গানাইজেশনে'র বাইরের শক্তি আসলে পরিচালনা করে এখানকার মাফিয়াকে।

এদের বিরুদ্ধে আগেও লড়াই করেছে ও, অন্যান্য শহরে, কিন্তু এই সিস্টেম কোথাও দেখেনি। ওরা একাই সব করে, এখানে তা

ahmsumon@yahoo.com www.murchona.com

নয়। অন্যরকম। রিচার্ড সে কথা পরিষ্কার লিখে গিয়েছে তার নোটবইয়ে। আর সব শহরের মাফিয়ার মত এরাও অবশ্যই রাজ্যের অপকর্ম করে বেড়ায়, কিন্তু 'পজিশনের' বেলায় এরা এক নম্বর।

আর সব শহর নিজেদের মত করে 'তৈরি' করে নিতে হয়েছে মাফিয়াকে, এখানে তা করতে হয়নি। কারণ শিকাগো ওদের জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। সংস্থার মাথাগুলো কেবল খাপে খাপে বসে পড়েছে। এখানে এই শহরই আসলে জন্ম দিয়েছে মাফিয়াকে। এদের উত্থানের ইতিহাস থেকে জানা যাবে, যে শহরকে এরা নিজেদের করে নিতে চেয়েছে, তাকে প্রথম চোটেই স্রেফ গণধর্ষণ করেছে মাফিয়া, শুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলেছে। এরপর প্রথমে কিছুদিন আপন ধ্বংসস্তূপের মধ্য মুখ থুবড়ে পড়ে থেকেছে সে শহর।

পেনসিলভেনিয়ার শান্ত শহর রীডিং এর জ্বলন্ত এক দৃষ্টান্ত। ফিলাডেলফিয়ার মাফিয়া যখন চড়াও হলো ওখানে, প্রথম ধাক্কাতেই ওখানকার গোটা প্রশাসনকে কিনে নেয় ওরা, মেয়র থেকে শুরু করে নিচের প্রত্যেককে। যে বিক্রি হতে চায়নি, তাকে শহর ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

শহরবাসী যখন সচেতন হলো, বুঝে ফেলল ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটছে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। পেনসিলভেনিয়ার হৃৎপিণ্ড বলে পরিচিত রীডিং ততদিনে পুবের বৃহত্তম রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট ও বৃহত্তম গ্যাম্বলিং শহর হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেছে। সাধারণ মানুষকে শহর ছাড়া করার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে তখন মাফিয়া।

প্রথমে শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অচল করে দেয় ওরা, মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ-কর্ম বন্ধ করে দেয়। কল-কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে মালিকদের, অন্যত্র সরে

যায় তারা। মোট কথা দেখতে দেখতে শহরের চেহারা আমূল বদলে গেল।

সাধারণ মানুষ পুরোটা বুঝে উঠতে পারার আগেই রীডিঙের সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেল। তারপর ওটাকে নিজেদের মত করে তৈরি করে নিয়ে জেঁকে বসল মাফিয়া। কিন্তু শিকাগোর ব্যাপারটা ঠিক উল্টো।

মাফিয়া শিকাগোকে তৈরি করেনি, বরং শিকাগোই তৈরি করেছে ওদের। এখানে শহর নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত রাজনৈতিক 'আয়রন গ্রিপ' নেই সংস্থার, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউই নেই ওদের মধ্যে। কারণ তার দরকার পড়েনি, আসল রাজনীতিকরা ওদের হয়ে কাজ করে এখানে।

'মাফিয়া হুডরা এখানে বিশেষ নাগরিক সুবিধে পেয়ে থাকে। পুলিসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে ওদের কাজে বাগড়া দেয়া যাবে না-আনঅফিশিয়ালী অবশ্য। কে এই বিশেষ সুবিধে দেয় ওদের? রিচার্ডের নোটবইয়ে তার বিস্তারিত পরিচয় আছে, সংক্ষেপে সে 'মিস্টার বিগ' হিসেবে পরিচিত।

তার রাজনৈতিক ক্ষমতা অসীম। ক্ষমতাসীন পার্টি ও বিরোধী পার্টি, দুটোর মাথার ওপরই ছড়ি ঘোরায় সে সমান দক্ষতায়। কংগ্রেস, আইন প্রণয়নকারী পরিষদ, সিটি কাউন্সিল, সর্বত্র দোর্দণ্ড প্রতাপ তার। ফেডারেল জাজ নিয়োগ করে 'মিস্টার বিগ', এমনকি জাতীয় রাজনীতিতেও হাত ঢোকায় প্রয়োজন দেখলে।

এত সাহায্য করার লোক যেখানে আছে, সেখানে কে যাবে অনর্থক ঝামেলা করতে? কি দরকার?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সচেতন হলো রানা, আবোল-তাবোল চিন্তা দূর করে দিল মাথা থেকে। কোথায় যেন পড়েছে ও, 'জনগণ যে ধরনের সরকার আশা করে, তাই পায়'। শিকাগোর মানুষও তাই পেয়েছে। এ ওদের সমস্যা, ওরা বুঝুক।

amsimon@yahoo.com
www.murchona.com©

যে ভাবে পারে এ সমস্যার সমাধান করুক। ওর মাথাব্যথা নেই তা নিয়ে।

ও কেবল প্রতিশোধ নিতে চায়। ওর লড়াই শুধু মাফিয়ার বিরুদ্ধে, শিকাগো বা তার রাজনৈতিক ধারার বিরুদ্ধে নয়।

ভাবনাটা ভারমুক্ত করল রানাকে। খুব সামান্য অবশ্য। যুদ্ধক্ষেত্র ও শত্রুর কথা ভাবতে সাহায্য করল। এখন আর চার সিন্ডিকেট বসকে চায় না রানা, চায় ওদের সবার মাথা, ডন গিতানিকে। কেবল তাকে হলেই চলবে, ও যদি সংস্থার মাথায় পচন ধরাতে পারে, তাহলেই উদ্দেশ্য সফল হবে। ডনের শূন্য আসন দখল করতে মাংসলোভী হায়েনার মত ছুটে আসবে সিন্ডিকেট প্রধানরা, পরের কাজটা ওরাই সারবে।

ডন গিতানির বিশাল এস্টেট যেখানে গড়ে উঠেছে, সেখানকার আইনগত মালিক আসলে কুক কাউন্টি। কয়েক বছর আগে অনেকখানি পরিত্যক্ত, হাজামজা এলাকা মাটি ভরাট করে ওরা পাবলিক পার্ক ও গলফ কোর্স তৈরি করবে বলে। দেস প্লেইনস নদীর তীরে মনোরম জায়গা ওটা। পরে কোন এক রহস্যময় কারণে সে পরিকল্পনা বাতিল করে দেয় কর্তৃপক্ষ।

ঠিক করা হয়, নদীর সুবিধে কাজে লাগিয়ে ওখানে ওয়াটার রিক্রিয়েশন ফ্যাসিলিটি নির্মাণ করা হবে। কয়েক বছর পর সেটাও 'আনফীজিবল' বলে বাতিল করে দেয়া হয়। আরও কিছুকাল পর কোন এক ক্লাব'স ম্যানেজমেন্ট ইনকর্পোরেশনকে বরাদ্দ দেয়া হয় ওই জমি, 'পাবলিক এন্টারটেইনমেন্ট ফ্যাসিলিটি' নির্মাণ করার জন্যে।

সেটাই আজ গিতানির এস্টেট, গিতানি'স বলে এক নামে চেনে সবাই। বিশাল জায়গার অর্ধেকটা জুড়ে ডনের অত্যন্ত সুরক্ষিত বাসভবন, বাকি অর্ধেক ছেড়ে দেয়া হয়েছে 'পাবলিক এন্টারটেইনমেন্ট ফ্যাসিলিটির' জন্যে। গিতানি গোটা প্লট আত্মসাৎ করেছে, এই অভিযোগ যাতে না ওঠে, সে জন্যে এই আয়োজন। এবং তা বৃথা যায়নি।

কেউ অভিযোগ করতে পারবে না যে গিতানি'সে সাধারণ পাবলিক যেতে পারে না। পারে, তবে তাদের জন্যে নির্ধারিত অংশে। অন্য অংশে নয়। তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না অবশ্য, ফ্যাসিলিটি যা পাওয়া যায়, তাতেই খুশি।

ফার্স্ট ক্লাস এক রেস্তোরাঁ ও ক্যাসিনো গড়েছে ওখানে মাফিয়া ডন, ওটার নামও গিতানি'স। যার গাঁটের জোর আছে, তার জন্যে ওটার দরজা সবসময় খোলা। তবে নিয়মকানুন বেশ কড়া। ড্রেস কোড কঠোরভাবে মেনে চলা হয় ওখানে। খানাপিনার স্ট্যান্ডার্ড যে কোন পাঁচ তারা হোটেলকেও হার মানায়।

দামও তেমনি গলাকাটা। আসতে হলে প্রথমে টেবিল রিজার্ভ করে নিতে হবে, এবং সে জন্যে 'ক্লাব ফান্ডে' পঞ্চাশ ডলার চাঁদা দিতে হয়। সেটা কোন ক্লাব ফান্ড, কি কাজে টাকাটা খরচ হয়, কেউ জানতে চায় না। যারা এখানে আসে, তারা ওই সামান্য টাকা নিয়ে আসলে মাথা ঘামায় না। এবং এই সুযোগটা পুরোপুরি নিয়েছে ডন।

এতে তিনটে সুবিধে হয়েছে তার। প্রথম হচ্ছে যারা এক ডলার খরচ করার আগে দশবার চিন্তা করে, তারা স্বভাবতই গিতানির ধারেকাছেও ঘেঁষে না। অর্থাৎ সব কাজে খুঁত-ঝামেলা বাধাতে ওস্তাদ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তারা দূরে থাকে। এবং যারা আসে, তাদের 'চাঁদার' টাকা অনায়াসে পকেটস্থ করতে পারে ডন। কারণ ও টাকার গন্তব্য নিয়ে মাথা ঘামায় না ট্যাকের জোরওয়ালারা।

'চাঁদা' বাবদ রোজ হাজার হাজার ডলার আয় হয় গিতানির। ও টাকা ফাইটার পুষতে খরচ করে সে। সবশেষ সুবিধে হচ্ছে,

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com

সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছে ওই জায়গা 'পাবলিক এন্টারটেইনমেন্টের' কাজেই ব্যবহার হচ্ছে, অতএব কোন অভিযোগ করার উপায় নেই তাদের। ভেতরের সূক্ষ্ম কারচুপি যেটুকু আছে, তা জানে শুধু মাফিয়া, আর জানে মূক বধির প্রশাসন।

সন্ধে ছ'টা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ছয় ঘণ্টা বাদে বাকি আঠারো ঘণ্টাই ওটা গিতানির।

তার চুরি করা জমির সীমানার দক্ষিণে কিছুটা খোলা জায়গা আছে। পশ্চিমে আটশো ষাট একরের ব্যবহারের অযোগ্য খোলা জায়গা। নিচু, ঝোপঝাড়ে ভর্তি। তার এপাশে, গিতানির এস্টেট ঘেঁষে চলে গেছে হাইওয়ে। পিছনে নদী। একমাত্র উত্তরে কিছু বাড়িঘর আছে, শহরের উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবাসিক এলাকা ওটা। নিজের এস্টেট এবং ওই এলাকার মধ্যে ঘন গাছপালার দুর্ভেদ্য এক পর্দা তৈরি করে নিজেকে সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছে ডন।

কোমর সমান কাঁটাতারের মজবুত বেড়া দেয়া জায়গাটা খুব ভাল করে দেখে নিল রানা। গুরুত্বপূর্ণ কিছুই বাদ রাখল না। এস্টেটের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত প্রায় পনেরোশো ফুট হাইওয়ে। তার মাঝামাঝি জায়গা থেকে তিনশো গজ পর পর দুটো ব্রাঞ্চ রোড বেরিয়ে এস্টেটের দুই গেটে গিয়ে মিশেছে। একটা রেস্তরাঁয় যাওয়ার, অন্যটা গিতানির বাড়িতে। শেষের গেটটা খিলানওয়ালা, বেশ সুরক্ষিত। ভেতরে ঢুকে সোজা চলে গেছে ডনের প্রাসাদোপম বাড়ি পর্যন্ত। ওটার ড্রাইভওয়ে বিশেষভাবে তৈরি। পোর্চের কাছে পৌঁছে ডিমের আকৃতি পেয়েছে।

জায়গাটার ওপর দিনের বেলা নজর বোলানো গেলে সুবিধে হত, ভাবল ও। এই আবহাওয়ায় ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

এখন অবশ্য ঝড়ের আগের সেই রুদ্র ভাবটা নেই, ঝিরঝির করে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। তবে হাড় জমানো বাতাস আছে।

আরও খানিকটা এগোল রানা গাড়ি নিয়ে, তারপর থেমে পড়ল রিয়ার ভিউ মিররে অনেকগুলো হেডলাইট দেখে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওগুলো, লিমুজিনের বিরাট এক মিছিল। খিলানওয়ালা গেটে বাম্পারে বাম্পার ঠেকিয়ে দাঁড়াল ওগুলো আলো নিভিয়ে। ওগুলোর শেষে পুলিসের একটা ক্রুজারও আছে। সব মিলিয়ে বিশটা গাড়ি, গুনে দেখেছে ও, প্রত্যেকটার এঞ্জিন থেকে বাষ্প বের হয়ে পার্কিং লাইটের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে। কেবল সামনের লিমুজিনের হেডলাইট জ্বলছে। পিছনে ক্রুজারের ছাদে জ্বলছে ফ্ল্যাশ লাইট।

ড্যাশ বোর্ড থেকে নিজের হলুদ, ম্যাগনেটিক ফ্ল্যাশিং লাইট বের করে ক্যাবের ছাদে ফিট করল রানা–আনঅফিশিয়াল ইমার্জেন্সি ভেহিকেলে ব্যবহার হয় ওগুলো। ওটা অন করে ধীরগতিতে ক্রুজারের পাশে চলে এল ও, আলো দেখে জানালা দিয়ে মুখ বের করে পিছনে তাকাল অফিসার। রানাও মুখ বের করে দিল। হেডলাইট ইচ্ছে করেই নেভায়নি, ডীপ করে রেখেছে কেবল। এর ফলে ওকে বা ওর গাড়ি, কোনটাই স্পষ্ট দেখতে পাবে না অফিসার।

'সমস্যা কি, অফিসার?' বলল রানা। 'সামনে রাস্তা বন্ধ?'

'না। রাস্তা ঠিক আছে, যান।'

'ওহ্! এত গাড়ি...ফিউনেরাল প্রসেশন মনে হচ্ছে?'

'আরে না, এটা একটা ভিআইপি পার্টি, ম্যান! গিতানি'সে জরুরী মীটিঙে এসেছে।'

'মীটিং করার আর সময় হলো না?' অনেকটা আপনমনে বলল ও। 'এই জঘন্য আবহাওয়ার মধ্যে!'

শ্রাগ করল অফিসার। 'কি আর করা!' কথার ফাঁকে ওকে ভাল

করে দেখে বাধার কসরৎ করল খানিক লোকটা, কিন্তু আলোর বাধার কারণে ব্যর্থ হলো। 'আপনি এখানে কি করছেন?'

'আর বলবেন না। পাওয়ার লাইন চেক করতে এসেছি। আমারও আপনার মত কপাল পুড়েছে আজ।'

লোকটার দাঁত দেখতে পেল ও। হাত নাড়ল। 'ওকে অফিসার। থ্যাঙ্কস।' মিছিলের পাশ ঘেঁষে সামনে এগোল। নজর লিমুজিনগুলোর ওপর। ওগুলো মাফিয়ার ক্রু-ওয়াগন। বাষ্প জমে সবক'টার জানালা ঘষা কাঁচ হয়ে আছে। তবু যা দেখার ছিল, দেখে নিতে সমস্যা হলো না। প্রত্যেকটার সামনের সীটে দু'জন করে ক্রু বসা দেখল ও, জাম্প সীটেও দু'জন। ব্যাকসীটে তিনজন করে।

অর্থাৎ হুইলম্যানসহ প্রতিটায় সাতজন করে। সাত ইনটু কুড়ি-বাপরে! বিরাট বাহিনী!

সামনের গাড়িটাও ক্রু ওয়াগন, পুলিসের নয়। শুধু ওটাই ঢুকল প্রথমে, ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটল। 'ওটায় খুব সম্ভব ক্যাপ্টেন আথারটন আছে, লুপ বসের সহকারীদের নিয়ে পিছনের বহরের ঢোকার অনুমতি আনতে যাচ্ছে।

এতবড় বহরকে ঢোকার অনুমতি ডন গিতানি দেবে বলে মনে হলো না ওর। কোন গাড়িতে আছে লুপ বস? কি করছে? এগিয়ে গেল রানা। এখানে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে আসেনি ও, এসেছে কাজে। এবং সে সময় এসে গেছে। একটু পর অবশ্য বহরের সদস্যদের সাথে যোগ দেবে ও। ক্রুর হাসি ফুটল রানার মুখে। হ্যাঁ, ওদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান দেখতে।

একজোড়া হেডলাইটের আলো ঘুরছে দেখল ও অস্পষ্টভাবে। খুব সম্ভব ডনের বাড়ির পোর্টে ঢুকল প্রথম লিমুজিন। হ্যাঁ, তাই হবে। ব্যাপারটা বহুখানি না দেখলে ও, তারচেয়ে বেশি অনুভব করল। নিভে গেল হেডলাইট। এটাও অবশ্য অনুমান। এখন

নিশ্চয়ই ডনের লেফটেন্যান্টদের সাথে কথা বলছে লুপ বসের লেফটেন্যান্টরা।

ধীরগতিতে পিছনের দিকে চলল রানা। মনে মনে লুপ বসের মনের খবর পড়ার চেষ্টা করছে। ফাঁদে দিয়ে ঢুকেছে ও মাফিয়ার দুর্গে, কতটা ঢুকেছে, এখন তা বোঝা যাবে। প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায় কাজ হবে। লুপ বসের গাড়ির বহর দেখলে বোঝা যায় ওর ফাঁদে পুরোপুরি পা দিয়েছে ব্যাটা।

এখন ডনের ওপর নির্ভর করছে অনেকটা। সে যদি খিল ওজরে তার বাহিনীকে ভেতরে ঢুকতে দেয়, তাহলে রানার পরিকল্পনা কেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ওর দৃঢ় বিশ্বাস, তেমনটা ঘটার চান্স নেই। ডন কিছুতেই রাজি হবে না এত লোককে তার এস্টেটে ঢুকতে দিতে।

ডন হোক আর যে-ই হোক, মৃত্যুভয় সবারই আছে। কাজেই এমন সর্বনেশে অনুমতি সে দিতে পারে না।

এগারো

বিশাল মাফিয়া হার্ডসাইটের সীমানা ঘেঁষে যাওয়া সড়ক ধরে কচ্ছপের গতিতে এগোচ্ছে রানার ভ্যান। অর্ধেক এস্টেট এরমধ্যে পেরিয়ে এসেছে, পথে থেমেছে দু'বার। ফেন্সের ভেতরে ছড়িয়ে থাকা হার্ডম্যানদের চোখের সামনে গিতানি'দের মেইন পাওয়ার লাইন 'চেক' করেছে রানা। ওরা কিছু বলেনি।

তৃতীয়বার 'চেকিঙের' সময় একজন এগিয়ে এল। 'হেই

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

ম্যাক, কি করছ তুমি?'

'কেব্‌ল ইন্সপেকশন করছি,' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল ও। 'বরফের চাপে বেশ কাহিল অবস্থা লাইনের।'

'ভাল করেছ এসে, দেখো।'

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল ও, চোখ কুঁচকে কেবলের এ মাথা ও মাথা নজর বোলাচ্ছে।

'কেমন দেখছ?'

'সুবিধের না,' জবাব দিল ও। 'অনেক বরফ জমেছে। অবশ্য বাতাস কিছুটা কমলে এই লোডে সমস্যা হবে না।'

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল হার্ডম্যান। ঠাণ্ডায় অর্ধেক জমে গেছে সে, কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। এর মত আর কতজন গার্ড দিচ্ছে ভেতরে? ভাবল রানা, এই অসহ্য শীতে কত রাত পর্যন্ত টহল দেবে? অবশ্য ওর জন্যে কোন সমস্যা নয় ব্যাটারা, ওরা শীতের সাথে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত, কোন 'লাইনম্যানের' ওপর নজর রাখার পিছনে সময় অপচয় করবে না।

'আমার ট্রাকে গরম কফি আছে,' কথার কথা যেন, এমনভাবে বলল ও। 'তোমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে খানিকটা পেটে পড়লে ভাল হবে।'

'ক্রাইস্ট!' গুঙিয়ে উঠল গার্ড। 'সামান্য কফির জন্যে দশ বাক্‌স্ দিতে রাজি আমি। যদি চাও বিশও দেব।'

'জাস্ট আ মিনিট।' ভ্যানে এসে ঢুকল রানা, লম্বা এক থার্মোস নিয়ে প্রায় তখনই বেরিয়ে এল। ফেন্সের কাছে এসে ডাকল, 'এসো।'

কয়েক পা এগিয়ে ফেন্স ঘেঁষে দাঁড়াল গার্ড। কালো টপকোট পরে আছে লোকটা, ওর প্রায় সমবয়সী হবে। মাথায় স্ন্যাপ-ব্রিম হ্যাট, সামনের দিকে টেনে নামিয়ে রেখেছে। মাফলারে নাক-মুখ ঢাকা। ঠাণ্ডায় ওটাও জমে শক্ত। তার ওপর চোখ দুটোকে মনে

হচ্ছে দুই জ্বলন্ত গর্ত।

ছোট প্লাস্টিক কাপে কফি ঢেলে ফেন্সের বারের ভেতর দিয়ে ভরে দিল রানা। লোকটার হাত খালি দেখা গেল, গ্লাভস নেই। সমস্ত আঙুল আড়ষ্ট হয়ে আছে। 'এমন রাতে তুমি বাইরে কেন? কি পাহারা দিচ্ছ, বাড়ি না আর কিছু?'

'বাড়ি,' ঝড়াৎ করে ধূমায়িত কফিতে চুমুক দিল গার্ড। হাত-দাঁত, সব কাঁপছে। 'ওহ্, প্রাণটা বাঁচালে তুমি! সত্যি বিশ দেব তোমাকে।'

'ভুলে যাও,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল ও। 'এই ঠাণ্ডায় সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি তোমাকে?'

'এখন তো সেরকমই মনে হচ্ছে,' আরেক চুমুক দিল সে পরম তৃপ্তির সাথে। রানাকে শীত কাবু করতে পারেনি দেখে বলল, 'মনে হয় তোমার ট্রাকে হীটার আছে, না?'

'নিশ্চই! তাছাড়া তিন লেয়ার থার্মাল ড্রেস পরে আছি আমি।'

'থার্মাল কি?'

'ইনসুলেশনের তৈরি ড্রেস। তাপ ভেতরে ধরে রাখে, ঠাণ্ডা ঢুকতে দেয় না। শরীরের কোথাও ঠাণ্ডার ছোঁয়া পাচ্ছি না আমি, পাচ্ছি মুখে। মুখের চামড়া মরে গেছে মনে হচ্ছে। একটুও সাড়া নেই।'

'থার্মাল ড্রেস, না?' দাঁড়াও, বুদ্ধি পেয়েছি। সঙ্গীদের সবাইকে এখনই জানাচ্ছি আমি কথাটা। আমাদেরও কিনতে হবে।'

কণ্ঠে বিস্ময় ফোটাল রানা। 'তার মানে আরও গার্ড আছে তোমার সাথে?'

জবাব দেয়ার সময় পেল না লোকটা, অন্ধকার থেকে কেউ ডেকে উঠল, 'মিলি, কি করছ তুমি?'

'কিছু না। এদিকটা চেক করছি।'

'চেক করার কিছু নেই। লোকটা পাওয়ার থেকে এসেছে, চলে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

এসো। ওকে কাজ করতে দাও।'

তাড়াতাড়ি কফি শেষ করে কাপটা ফিরিয়ে দিল গার্ড। কৃতজ্ঞ গলায় বলল, 'ধন্যবাদ। তুমি জানো না কতবড় উপকার করলে আমার,' বলে তুষারে হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়্যাগনে ফিরে এল রানা—ভাবছে। সেন্ট্রি আছে ডনের বাড়ির পাহারায়। ওরা যখন আছে, নিশ্চয়ই করপোরাল গোছের দুয়েকজনও আছে। নির্দিষ্ট সময়ের বিরতি দিয়ে দেখে যায় সবাই জায়গামত আছে কি না। সেন্ট্রিরা যে অনেকক্ষণ থেকে পাহারায় আছে, তা মিলিকে দেখেই বোঝা যায়। ওরা এটাও জানে, ধারেকাছে এক 'পাওয়ার ম্যান' আছে। কতজন সেন্ট্রি আছে? কতজন করপোরাল?

ঠিক আছে, মনে মনে নিজেকে বলল ও। ভ্যান ছেড়ে দিল, পাওয়ার লাইন অনুসরণ করে আরও কিছুদূর এগোল, তারপর থেমে পড়ল যা খুঁজছিল তার দেখা পেয়ে। পিছনের 'মিউনিশন ল্যাবে' ঢুকল রানা, দরজা ভেতর থেকে লক করে মানিকটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ নিয়ে কাজে লেগে পড়ল। টেনে জিনিসটাকে চুইঙ গামের মত লম্বা করল ও, ড্রেসের মাথার হুড নামিয়ে ঘাড়ের ওপর বিছিয়ে রেখে ফের তুলে দিল হুড।

এরপর দুটো ডেটোনেটর বাছাই করল সতর্কতার সাথে, জাম্পস্যুটের পকেটে ভরে উঠে পড়ল।

মনে মনে হাসছে। 'পাওয়ার ম্যানকে' দেখেছে ওরা, একটু পর তার পাওয়ারও দেখবে। আর বেশি দেরি নেই।

চারজনের দলটা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন আর্থারটন। কথা বলছে না, বলতে চায়ও না। বাতিনি, চার্লি ভেচ্চি আর বেনি রোকো কথা বলছে, ওর মধ্যে তার থাকার

দরকারও নেই। তবে সতর্ক নজর রেখেছে সে ওদের ওপর।

প্রথমজন বলছে, 'দেখো, চার্লি, তুমিই সবাইকে ফোন করে ডেকেছ, তাই এসেছি আমরা। এখন তুমি বলছ...'

'এসবের কিছুই চার্লি বলছে না,' রোকো ধৈর্যের সাথে বলল। 'বলছেন ডন নিজে। তোমাদের এতজনের একসঙ্গে দল বেঁধে আসা পছন্দ করেননি তিনি। এমন ঘটতে পারে আগেই আঁচ করে আমাদের তৈরি থাকতে বলেছিলেন ডন, আমরাও তাই শ'তিনেক ক্রু নিয়ে অপেক্ষা করছি।'

'সত্যি এত ক্রু আছে তোমাদের?' বলল গুরুত্বপূর্ণ চেহারার একজন। 'কই, আমাদের চোখে তো পড়ল না!'

'তোমাদের চোখে পড়া না পড়ায় কি আসে যায়?' ভেচ্চি বলল। 'কিন্তু সেটাও তো মূল বিষয় না। মারিও জানে সে ইচ্ছে করলে যখন-তখন এখানে আসতে পারে, সে জন্যে আমন্ত্রণের দরকার হয় না। যদি তার আসতে ইচ্ছে করে, সোজা চলে এলেই তো পারে, তার জন্যে একশো ছেলে নিয়ে কেন আসতে হবে? সে একা কেন আসছে না?'

'ওয়েল, আমি জানি না,' শান্ত গলায় বলল সে। 'এখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো বস তা কিভাবে নেবে কে জানে? তোমরা সঠিক আচরণ করছ বলে মনে হচ্ছে না। ফোনে সবাইকে জানালে এখানে আসতে, মারিও তাকে বড় ভাইয়ের নির্দেশ মনে করে ছুটে এল সবাইকে নিয়ে, অথচ এখন তোমরা বলছ ওদের ফেরত পাঠিয়ে দিতে। ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না। মনে হয় বসও ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখছে না।'

'দুঃখিত, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই,' রোকো বলল। 'মারিও মেনে নিলে নিতে পারে, না পারলে নেই।'

'নিজেকে কি মনে করো তুমি, ব্রাদার?' রেগে উঠল ফাইন। 'মারিওকেই বা কি মনে হয় তোমার? মারিও শিগগির সম্পর্কে কথা

amnsumon@yahoo.com www.murchona.com

বলছ তুমি ভুলো না। একজন লুপ বস্ সে, সাব-কাপো। এই ঠাণ্ডার মধ্যে এ বাড়ির গেটে এসে বসে আছে সে, কখন তোমরা তাকে তার সঙ্গীদেরসহ ডেকে পাঠাবে সেই আশায়। যখন তুমি কাপড়ে হিসি করতে, তখন থেকেই সে এ শহরের বিগ ম্যান, জানো? এমন একজনের সম্পর্কে বুঝেশুনে কথা বলা উচিত।'

আলবার্তো ফেলিনি ওরফে টার্কি লিনি এই সময় কোথেকে এসে লাউঞ্জে ঢুকল। ঠাণ্ডা চোখে বার্তিনিকে দেখল সে। বলল, 'দেখো, অ্যামিগো, আমার মনে হয় মারিওর একা আসতে না চাওয়ার পিছনে অন্য কোন মতলব আছে। সেটা কি তা সে-ই জানে। তাকে গিয়ে বলো, যদি সে আসতে চায়, একা আসতে সাহস না পায়, তাহলে চার গাড়ি ক্রু সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে। তার বেশি নয়। এটাই আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'

ঘুরে ভেতরে চলে গেল সে। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বার্তিনি বলল, 'ও যে জীসাস ক্রাইস্টের মত কথা বলে গেল!'

'আমারও সেরকমই মনে হলো,' মাথা দোলাল গম্ভীর ডোরম্যান।

'ওকে। আমি যাচ্ছি, দেখি কি বলে বস্। আমার মনে হয় না ভালভাবে নেবে। শত হলেও...'

'সে তার ব্যাপার। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে নড়ছি না।'

ঝট্ করে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল বার্তিনি, সঙ্গে আসার ইশারা করে হন্ হন্ করে হাঁটা ধরল দরজার দিকে। আথারটন দু'পা এগিয়ে এসে থামল। 'দেখো, তোমাদের মধ্যে কি চলছে আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমি এসবের মধ্যে নেই। শিলাচি বলেছিল তাকে এসকর্ট করে পৌঁছে দিতে, তাই এসেছি আমি। অন্য কোন কারণে নয়।'

'তা আমরাও বুঝেছি,' রোকো বলল।

'চলি। আর না, এখনই শহরে ফিরব আমি। ডনকে শুভেচ্ছা জানিয়ো।'

'শিওর।'

প্লাস্টিকের ফালিটা গিতানি'সমুখী মোটা কেবলের চারদিকে মজবুত করে পেঁচিয়ে লাগাল মাসুদ রানা, তারপর ডেটোনেটর দুটো সেট করে তাড়াতাড়ি নেমে এল মাটিতে। এক মিনিট পর আবার চলতে শুরু করল ওর ওয়াগন, কিছুদূর গিয়ে বাড়িটার পিছনদিকের অবহেলিত, প্রায় অস্তিত্বহীন এক নদীর তীরে চলে এল।

গরমকালে ক্ষীণধারায় বয় এটা, এখন জমে শক্ত পাথর হয়ে আছে। নদীর পাড় ধরে হেডলাইট নিভিয়ে খানিকটা এগোল ও, তারপর ঘন গাছপালার আড়ালে থামল। দু'রাত আগে এখানটা রেকি করে গেছে রানা। তাই বিশেষ অসুবিধে হলো না জায়গা চিনে নিতে।

ক্যাব থেকে নেমে নদীর কয়েক জায়গায় পা দিয়ে টিপে দেখে নিল বরফ কত শক্ত, সন্তুষ্ট হয়ে ভ্যানে এসে উঠল। জাম্পস্যুটের ওপর গ্রে টপকোটটা পরে মাথায় দিল গাঢ় রঙের স্ন্যাপ ব্রিম—একটু কাত করে পরল। কোমরের স্পেশাল বেল্টে গুঁজল বেরেটা বেলির আধ ডজন এক্সট্রা ক্লিপ। চেম্বারে নতুন ক্লিপ জুড়ে বেল্টের মধ্যে ভরে দিল ওটার নল। তার আগে সেফটি ক্যাচ অন আছে কি না দেখে নিতে ভুলল না। ওয়ালথারটা ইচ্ছে করেই নিল না।

আরেকটা জিনিস ঝোলাল ও বেল্টে—মিনিয়েচার রেডিও ট্রান্সমিটার। পাওয়ার লাইনে প্ল্যান্ট করা ডেটোনেটরের ট্রিগার। সবশেষে একটা ফুল লোডেড থমসন সাব-মেশিনগান কাঁধে

amsumon@yahoo.com©
www.murchona.com©

ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল।

চূড়ান্ত আঘাত হানতে প্রস্তুত এখন মাসুদ রানা।

ওদিকে মুখোমুখি দুই পক্ষও সম্ভবত প্রস্তুত।

কাজেই সময় হয়েছে আসল খেলা শুরু করে দেয়ার।

বারো

'অ'রাইট, তাই যাব আমি!' চেঁচিয়ে বলল লুপ ওভারলর্ড মারিও শিলাচি। 'ওরা যেভাবে চাইছে, সেভাবেই যাব, ড্যামিট! কি বলেছে ব্যাটা, চার গাড়ি? ওকে, দেন! লিসেন, প্রত্যেকটা গাড়িতে দশটা করে ছেলে চাই আমি! মোট চল্লিশজন হবে তাহলে। সেরাগুলোকে বাছাই করে তোলো। ক্রু-চীফরা সবাই যাচ্ছে। ফোয়খি, তুমি আর বার্তিনি আমার সঙ্গে এসো'। রিপিট্বার, সেরা চল্লিশজনকে চাই আমি। অন্যরা এখানে অপেক্ষা করবে। ক্লিয়ার?' ঝড়ের বেগে বক্তব্য শেষ করল সে।

'কতক্ষণ অপেক্ষা করবে বাকি সবাই?' ক্লান্ত গলায় প্রশ্ন করল প্রথম লেফটেন্যান্ট। হাই তুলছে থেকে থেকে।

'যতক্ষণ ভেতর থেকে আমি কোন খবর না পাঠাচ্ছি, ততক্ষণ থাকবে। ভেতরে সব নিয়ন্ত্রণে আছে দেখলে কাউকে পাঠাব আমি, তখন ওরা ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু যদি আধঘণ্টার মধ্যে কোন খবর না আসে, বাধা অগ্রাহ্য করে ভেতরে ঢুকবে। অথবা ইয়ে...বার্তিনি, তুমি থেকে যাও বাড়তি ছেলেদের সাথে। সবগুলো মাথা নিয়ে ভেতরে যেতে চাই না।

'বেশ,' এক কথায় রাজি হয়ে গেল হুইল। একটুও হতাশ দেখাল না তাকে।

'যদি মনে হয় ভেতরে সমস্যা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে সবাইকে নিয়ে, গট দ্যাট?'

'অবশ্যই, বস্।'

'অ'রাইট,' চর্কির মত ঘুরল লুপ ওভারলর্ড। 'ফোয়খি, তাড়াতাড়ি করো! এত দেরি হচ্ছে কেন?'

চিন্তিত মনে বসের সামনে থেকে সরে গেল সে, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লিমুজিনের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে বসে থাকা ক্রু, হার্টম্যান আর নির্দেশদাতাসহ ক্রু-চীফদের বের হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল। তারপর শুরু হলো বাছাই। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাপ্টেনের এসব দেখে বিরক্তি ধরে গেল। গলা খাকারি দিয়ে শিলাচির নজর আকর্ষণ করল সে।

'ওয়েল, আমার কাজ তো শেষ। চলি এখন।'

'আরে দাঁড়াও না! এত তাড়া কিসের?' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল লাব কাপো। 'না কি ভয় পেয়েছ?'

'ঠিক বলেছ, মারিও, ভয় পেয়েছি আমি,' সোজাসাপ্টা বলল আথারটন। 'এমনিতেও এখানে কোন কাজ নেই আমার, আমার প্রিসিঙ্কটের গাড়িরও কোন কাজ দেখি না। তাছাড়া, মারিও, সুস্থ মস্তিষ্কের কারোই আসলে এই রাতে এখানে কোন কাজ থাকতে পারে না। তার ওপর তুমি যে ভাবে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছ, তাতে সত্যি ভয় ধরে গেছে আমার।'

'তাহলে আর দেরি করছ কেন, চলে যাও!' মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে বলল লুপ-বস্। 'ফিরে যাও টাউনে, গিয়ে বসে বসে "খাম" গুনতে থাকো। সব গোনা শেষ হয়ে গেলে বসে বসে ভাবো কে ছিলে তুমি, কি ছিলে, আর মারিও শিলাচি তোমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবার পর কি হয়েছিলে। গো অন,

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ক্যাপ্টেন, তোমাকে আমার দরকার নেই।'

রাগে গা জ্বলে উঠলেও সহ্য করে গেল আথারটন, কোন কথা না বলে নিজের গাড়িতে উঠে পড়ল। 'চালাও, ম্যান, চালাও!' ড্রাইভারকে বলল সে। 'পিছনে তাকিয়ো না।'

দ্রুত বড় রাস্তার দিকে ছুটে লাগাল ক্রুজার, অন্যটা লেজে লেজে আসছে। ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ তুমি মারিও, ভাবতে লাগল ক্যাপ্টেন। যেদিন সে প্রমোশন পেয়ে সার্জেন্ট হলো, সেদিনের কথা মনে পড়ল। কড়কড়ে পঞ্চাশ ডলারের বিলে নগদ দু'হাজার মুখ আটকানো খামে করে তার পকেটে গুঁজে দিয়েছিল এই লোক-শুভেচ্ছা হিসেবে।

অতগুলো ফাও টাকার লোভ সেদিন সামলাতে পারেনি সার্জেন্ট আথারটন। সেই থেকে তার পঙ্কিল জগতে বিচরণের শুরু। অথচ সেদিনের আগে রাতে ভাল ঘুম হত তার, বউ বাচ্চাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত। সব বরবাদ হয়ে গেল ওর পর থেকে।

এখন সময় হয়েছে আগের সেই জীবনে ফিরে যাওয়ার। রাতের ঘুম কামাই করে দুটো পয়সার লোভে অন্যের পিছনে কুকুরের মত ঘুরে বেড়ানোর আজই ইতি। ব্যস, খুব হয়েছে।

গিতানি'সের প্রাইভেট রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠে পড়ল ক্রুজার, ঘুরে শহরমুখো হতে যাবে, তখনই ব্যাপারটা চোখে পড়ল ক্যাপ্টেনের। পলকের জন্যে ওগুলোকে ছুঁয়ে গেছে তার গাড়ির হেডলাইট।

গাড়ি ওগুলো! অনেক গাড়ি-পুলিসের! টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির ধোঁয়াটে পর্দার ফাঁক দিয়ে গাড়িগুলোকে চলতে দেখেছে সে, দাঁড়িয়ে নেই। সমস্ত আলো অফ রেখে অন্ধকারে ঘুরছে। নিশ্চই এস্টেট ঘেরাও করেছে পুলিস, কিন্তু কেন? কার নির্দেশে?

'জিবাস ক্রাইস্ট, ম্যান!' ড্রাইভারের কানের কাছে মুখ নিয়ে

বলল ক্যাপ্টেন। 'জলদি করো, পালাও! ইট'স আ সেট, ইট'স আ সেট!'

পালাল ক্রুজার দুটো। পুলিসের গাড়ি দেখে বাধা দিল না কেউ, হয়তো নিজেদের দলের হবে ভেবেছে। তাই পালিয়ে যেতে পারল ও দুটো, ব্যারিকেড এড়িয়ে হাঁ-হাঁ করে ছুটল শহরের দিকে। কিন্তু এক মাইল যেতে না যেতে আশার বাতি নিভে গেল ক্যাপ্টেনের।

সামনে আরেক ব্যারিকেড দাঁড়িয়ে। এটা হেভি-আর্মির। সাধারণ গাড়ি তো নয়ই, পুলিসের গাড়িও ব্যারিকেডের বাইরে যেতে না দেয়ার নির্দেশ আছে ওদের ওপর। অবশ্য বের হওয়ার বেলায়, ঢোকার বেলায় নিষেধ নেই কারও।

বিপদের ডঙ্কা বেজে উঠল ক্যাপ্টেনের বুকের মধ্যে।

ফেন্স টপকে ভেতরে চলে এল মাসুদ রানা। শক্ত হয়ে জমে থাকা বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল যথাসম্ভব নিঃশব্দে। থমসন কাঁধ থেকে হাতে নেমে এসেছে।

কয়েক গজ সামনে কেউ কেশে উঠতে থেমে পড়ল ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে অনর্থক শব্দ করে ধোঁয়া ছেড়ে আবার পা চালাল। অন্ধকারে একটা কাঠামো আকৃতি নিল, পায়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্যে জায়গায় লেফট-রাইট করছে। এই ব্যাটাই কাশি দিয়েছে, ভাবল রানা।

চাপা ধমকের সুরে বলল, 'অ্যাই, আস্তে! বেশি আওয়াজ করছ তুমি।'

আবার কাশল লোকটা। 'কি চলছে এখানে?'

'চোখ খোলা রাখো, দেখতে পাবে।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। 'কি?'

'একশো রুপার নিয়ে মারিও শিলাচি হাজির, গেটের বাইরে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

অপেক্ষা করছে। মনে হয় ঝামেলা হবে।

লোকটা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ও সুযোগ দিল না। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল মেইন গেটের দিকে। ওর ডানদিকে, বেশ খানিকটা দূরে ডনের প্রাসাদ, ডিম আকারের প্রকাণ্ড পোর্টিকো ঝলমল করছে উজ্জ্বল আলোয়। ড্রাইভের যথাসম্ভব কাছ ঘেঁষে এগোল ও, পোর্টিকোর আলো থেকে চেহারা বাঁচিয়ে।

গেট যত এগিয়ে আসছে, হার্ডম্যানের সংখ্যাও তত বাড়ছে দেখল ও। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেটের ওপর নজর রাখছে ওরা, কোথাও চার-পাঁচজনের এক-এক দল চাপা গলায় আলোচনা করছে। সবাই উত্তেজিত, ছিলার মত টান টান হয়ে আছে। বিনা বাধায় অনেকটা চলে এল রানা, তারপর আটকে গেল। এক হার্ডম্যান এগিয়ে এল ওর দিকে। 'তুমি কেন এসেছ এখানে?' বলল সে।

'তোমার নাম কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও গম্ভীর গলায়।

'জুলিও, কেন?' চোখ কোঁচকাল হার্ডম্যান।

হাসল ও। 'ঠিকই ধরেছি তাহলে। তোমাকে চার্লি ডাকছে, জরুরী কথা আছে। তাড়াতাড়ি যাও।'

'চার্লি ভেগি?'

চেহারায় বিরক্তি ফোটাল রানা। 'হার্ডম্যানদের তলব করার মত চার্লি কয়জন আছে গিতানি'সে?'

'ওয়েল, কোথায় চার্লি?'

লোকটার গলা চেনা মনে হলো ওর। খুব সম্ভব মিনিকে এ-ই ডেকেছিল। বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখাল ও। 'সোজা ফ্রন্ট ডোরে যাও, ওটা খুলে ভেতরে উঁকি দাও, দেখতে পাবে।'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল হার্ডম্যান। 'ওয়াইজ গায়!' বলে হাঁটা ধরল। আরও কয়েক গজ এগিয়ে থামল রানা। আশপাশে গেট আর বাড়ির ঠিক মাঝখানে, অন্ধকার। একটা মোটা

গুঁড়ির নিরাপদ গাছ বাছাই করে তার আড়ালে দাঁড়াল, থমথম রেডি। মনে মনে প্রার্থনা করছে জুলিও ছ্যাঁকা খেয়ে ফিরে আসার আগেই যেন ভেতরে ঢোকে লুপ ওভারলর্ড, নইলে সমস্যা হয়ে যাবে।

একবার রেডিও ডেটোনেটরে হাত বুলিয়ে নিল। উত্তেজনায় ধুকপুক শুরু হয়ে গেছে বুকের মধ্যে, শুকিয়ে আসছে গলা-বুক। ঠোঁট চাটল। ওদিকে জুলিও পৌঁছে গেছে ফ্রন্ট ডোরের সামনে, এখনই খুলে ফেলবে দরজা, এমন সময় রানার প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। কয়েকটা এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল ও।

ঢুকে পড়েছে লুপ-বস্। চারটে লিমুজিন বাম্পারে বাম্পার ঠেকিয়ে ড্রাইভ ধরে এগিয়ে আসছে। গতি একটু ধীর। রানার সামনে দিয়ে চলে গেল ওগুলো, এক মিনিট পর পৌঁছল গিতানি'সের ডিম আকৃতির পোর্টিকোয়, তখনই ডেটোনেটরের ট্রিগার টিপে দিল ও।

রাস্তার দিকে নীলচে আলো ঝলসে উঠল মুহূর্তের জন্যে, তারপরই বিকট একটা 'বুমম্!' শব্দ কানে এল সবার–মুহূর্তে গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে গেল গিতানি'সসহ গোটা এস্টেট। কেবল পোর্টিকোর চার জোড়া হেড লাইটের আলো জ্বলছে, সে আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাড়িটা।

অন্ধকার হয়ে গেছে দেখেই ব্রেক কষল বহরের প্রথম লিমুজিন, প্রায় জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল, পরেরগুলোর হুইলম্যানরাও মরিয়া চেষ্টা করল প্রথমজনের মত ফাস্ট হতে, কিন্তু পারল না। বিশ্রি ভাঙাচোরার আওয়াজ উঠল একটার ওপর আরেকটা আছড়ে পড়তে, তার সঙ্গে কাঁচ ভাঙার, পাকা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ার প্রলম্বিত শব্দ। কেউ একজন চড়া স্বরে খিস্তি করে উঠল ওদিকে, সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল সব হেডলাইট।

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com©

ভারি সন্তুষ্ট হলো রানা, বাড়ির দোতলা সই করে থমসনের এক ঝাঁক গুলি বর্ষণ করে লাফ দিয়ে সরে এল জায়গা ছেড়ে, তারপর আরেক ঝাঁক। আবার সরে গেল। গান ফ্ল্যাশ দেখে যাতে কেউ তাড়া করতে না পারে। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না, ঘটল অন্য কিছু। রানা যা চেয়েছে, তাই।

দোতলায় অনেকগুলো গান ফ্ল্যাশ চোখে পড়ল—গাড়ির বহরের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে ডনের লোকজন। কারের দরজা বন্ধ হওয়ার দমাদম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সাথে অসংখ্য মানুষের দৌড়াদৌড়ি, চিৎকার, ইটালিয়ান ভাষায় 'বাবাগো!', 'মাগো!' বলে করুণ সুরে ডাকাডাকি।

এত শব্দ ছাপিয়েও দূর থেকে শিলাচির তীব্র হুঙ্কার শুনতে পেল রানা। 'মারো ওদের! মারো শালাদের! বেজন্মা, বেঈমান, বিশ্বাসঘাতকদের শেষ করে দাও! মারো, মারো!' হিস্টিরিয়ার রুগীর মত একনাগাড়ে চ্যাচাচ্ছে সে।

গেটের দিকে দুদ্দাড় শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল ও। লুপ বসের অবশিষ্ট ক্রুরা ঢুকে পড়েছে, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছে রণক্ষেত্রের দিকে। উঠে পড়ল রানা, এখানে আর কিছু করার নেই ওর। শুরুটা ও করেছে বটে, কিন্তু শেষ করার দায়িত্ব ওর নয়। ওটা ওরাই করুক।

তারচেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে রানার।

ওদিকে মারিও শিলাচির হুইলম্যানের দায়িত্ব পালন করছে ক্রু-চীফদের একজন। গিসি টেট তার নাম। জিয়ানলুকা ফোর্যি বসেছে তার পাশে, তারপর শিলাচি, দরজার সাথে। পিছনের দুই সীটে সাত ক্রু, বাছাই করা।

গেট দিয়ে ঢুকে হুইলম্যানকে নির্দেশ দিতে শুরু করল লুপ বস, 'আস্তে আস্তে যাও, স্বাভাবিকভাবে, গিসি। ওরা যেন বলার

সুযোগ না পায় আমরা বেপরোয়া গতিতে ডনের এস্টেটে ঢুকেছি, ওকে? স্বাভাবিকভাবে যেতে হবে আমাদের। এই ধরনের জটিল সময়ে যা-ই করবে, সাইকোলজি বুঝে করবে, বুঝলে?'

পরামর্শ শেষ হতে মাথা ঝাঁকাল হুইলম্যান, 'ইয়েস, সেনিয়র!'

পাশ থেকে উদ্বিগ্ন ফোর্যি কিছু বলবে বলে মুখ খুলেছে, তখনই দপ্ করে নিভে গেল এস্টেটের সমস্ত বাতি। ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রত্যেকে।

যা বলতে চেয়েছিল, ভুলে গেল লেফটেন্যান্ট, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমি জানতাম! আমি জানতাম, এমন কিছু ঘটবে! গাড়ি রাখো, গাড়ি রাখো!'

গলার সাথে মগজ আর হাত, দুটোই চলছে বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর। হুইলম্যান ব্রেক কষার আগেই বসকে দু'হাতে জাপটে ধরে হ্যাচকা টানে ফ্লোরবোর্ডে বসিয়ে দিয়েছে সে। ওদিকে ঘাবড়ে গিয়ে ওভার রিঅ্যাক্ট করে বসল টেট, গায়ের জোরে চেপে ধরল ব্রেক পেডাল। কিন্তু এর কোন দরকার ছিল না, গাড়ি যথেষ্ট ধীরগতিতে চলছিল, আস্তে ব্রেক করলেও চলত। উল্টোটা করে বসায় পিছনেরগুলো সামাল দিতে পারল না।

অবশ্য কড়া ব্রেকের ফলে অন্য অসুবিধে যতই হোক, ফোর্যির সুবিধেই হলো, গাড়ির সম্মুখ ঝোঁক কাজে লাগিয়ে শিলাচিকে পায়ের কাছে একেবারে শুইয়ে ফেলল সে। কিন্তু এর পরপরই ঘটল একের পর এক ভয়াবহ সংঘর্ষ; গুতোর পর গুতোয় তাল হারিয়ে ফেলল সবাই, অস্থির হয়ে উঠল গাড়ি বারবার লাফিয়ে ওঠার ফলে। জাম্প সীটে উল্টো মুখ করে বসা তিন ক্রু ব্রেকের কারণে প্রথমে সেঁটে গেল সীটের ব্যাকে, পরমুহূর্তে ধাক্কা লাগতে উড়ে পিছনের ক্রুদের ওপর গিয়ে পড়ে নাক-মুখ

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

কাটাকাটি কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

গাড়ির নাচানাচি থামতে ধস্তাধস্তি করে অনেক কষ্টে উঠে বসল লুপ ওভারলর্ড, মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। সবকিছু কয়েকটা করে দেখছে সে। ঠিকমত বসতে পেরেছে কি পারেনি, এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে উঠল একটা সাব মেশিনগান। আর কিছু বোঝার দরকার হলো না লোকটার, গড়ান দিয়ে তুষারমোড়া রাস্তায় নেমে গেল, চ্যাঁচাতে শুরু করে দিল, 'মারো! মারো ওদের! সব শালাকে...!'

নাক-মুখের সমস্যা ভুলে গেল ছেলেরা, হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে, বাড়ির দিকে পাইকারী গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিল। জবাবটাও এল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে গুলি খেল গিসি টেট, পরপর কয়েকটা তপ্ত সীসা হজম করে গড়িয়ে রাস্তায় পড়ে গেল সে। যন্ত্রণায় চিৎকার করার ফাঁকে দেখল পাশেই আরেকজন কে যেন পড়ে আছে, বসের খুব কাছে। তার রক্তে কালচে হয়ে উঠেছে বরফ। আধা জবাই হওয়া খাসীর মত হাত পা ছুঁড়ছে লোকটা, গোঙাচ্ছে।

চারদিকে হুড়োহুড়ি, দৌড়ঝাঁপ, চিৎকার মিলিয়ে এলাহি কাণ্ড চলছে। যে যেখানে পারে আড়াল নিয়ে আন্দাজে তাক করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। হুঁশ খানিকটা ফিরতে লুপ বসও ব্যাপারটা খেয়াল করল, নিশ্চিত হলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই তার ছেলেদের, ত্রাসের চোটে যে যেদিকে খুশি গুলি করছে। অবশ্য এখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকলেই কি? আক্রমণ কোনদিক থেকে আসছে সে তো বোঝার বাকি নেই কারও।

সে-ও নিজের .৩৮ বের করে বিরতিহীন বুলেট খালাস করতে শুরু করে দিল। তার কথাতে নতুন মাত্রা যোগ হলো: 'ওঠো সবাই, ঢুকে পড়ো বাড়ির মধ্যে! একটা দু'মুখো সাপও যেন বেঁচে যেতে না পারে, সব ক'টাকে শেষ করে দাও! ওদের সবার লাশ

দেখতে চাই আমি!'

এক সঙ্গে অনেক মানুষের ছুটে আসার শব্দে ঘুরে তাকাল গিলাচি, বুঝতে অসুবিধে হলো না অবশিষ্ট ছেলেদের নিয়ে বার্তিনি আসছে। বুকের বল বেড়ে গেল, হামা দিয়ে অন্ধকার বাড়িটার দিকে এগোতে শুরু করে দিল সে।

অনেক হয়েছে, ভাবছে গিলাচি, অনেক 'হুজুর', 'হুজুর' হয়েছে, আর নয়। খুব বাড় বেড়েছে হারামজাদা গিতানির। আজ ওর একদিন কি আমারই একদিন। ঈশ্বর সাক্ষী, ওই বদমাশটার সাথে আজ সে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক শেষ করতে যাচ্ছে। ঈশ্বর সহায় হলে হারামজাদাকে শেষ করে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিকাগোর নতুন ডন হতে যাচ্ছে সে।

যদি ঈশ্বর...

তেরো

লুপ ওভারলর্ড যখন দলবল নিয়ে গেটে এসে থামল, ডন গিতানিসহ শিকাগো কোয়াড কাউন্সিলের চার বস্ তখনও কথা বলছে অভিযুক্ত আন্ডারবস নিকো ভিয়েন্দির সাথে। বন্ধ দরজায় নক্ শুনে ভেতর থেকে ইন্টারকমে প্রশ্ন করা হলো, 'কে ওখানে?'

'ফেলিনি, সেনিয়র! জরুরী কথা আছে, রাইট নাউ!'

বাযারের আওয়াজ উঠল, খুলে গেল রিমোট কন্ট্রোলড দরজা। প্রথমেই ভিয়েন্দির ওপর নজর পড়ল টার্কের। ডানের বা পাশের 'হট চেয়ারে' বসে আছে সে। চাপা আগুন ঝরা চোখে

তার দিকে তাকাল লোকটা। পাত্তা না দিয়ে ডনের দিকে ফিরল সে। চোখাচোখি হতে ডন হাসল।

'বুঝলে, টার্ক, ভিয়েলির সাথে এতক্ষণ পুরনো সেইসব দিনের গল্প করছিলাম। খারাপ খবরটাও জানিয়ে দিয়েছি। ও বলেছে ওর কোন আপত্তি নেই, দুই কি এক বছরে নির্বাসন মেনে নিতে রাজি আছে। তাতে ওর সাইনাসের উপকার হবে। রাইট, ভিয়েলি?'

'হ্যাঁ!' গম্ভীর গলায় জবাব দিল লোকটা, নজর এখনও টার্কের ওপর।

'এবার বলো তোমার কথা,' ডন বলল।

'সেনিয়র, মারিও গেটের বাইরে অপেক্ষা করছে। বিশ গাড়ি বোঝাই ক্রু নিয়ে এসেছে লোকটা। আমি চার্লিকে...'

শান্ত গলায় বাধা দিল গিতানি, 'ভেবেছিলাম এসব ছোটখাট ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করবে না তুমি।'

'তা নয়, ডন, আসলে...'

'আসলে তুমি তোমার দায়িত্বের অর্ধেক বোঝা আমার ঘাড়েও চাপাতে চাও, ঠিক বলিনি?' হাসল লোকটা। ভিয়েলির পিঠে এক হাত রাখল। চতুর কূটনীতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এরমধ্যেই নতুন পরিকল্পনা করে ফেলেছে। 'তোমার সাইনাসের অবস্থা কি খুব খারাপ, নিকো? ওর জন্যে এখনই হাওয়া বদলের বিশেষ দরকার আছে?'

'ওয়েল, ডন...' আমতা আমতা শুরু করল লোকটা। 'আপনি যদি বলেন, তাহলে...'

'তুমি কি বলো, টার্ক?' ওর দিকে ফিরল সাদা চুলো ডন। 'ওকে শাস্তি দেয়ার কোন প্রয়োজন আছে?'

'আমি আগেই বলেছি,' খুব নরম সুরে বলল সে। 'এত কঠিন শাস্তি দেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'হ্যাঁ, বলেছ। ভিয়েলি, এদিকে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।

আমি ভাবছি, তুমি যদি ব্যাপারটা মেটাতে সাহায্য করো...ইউ নো, তোমার ছেলেদের ধার দিয়ে আর কি! তাছাড়া তোমার এত বছরের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা...এইসব, তাহলে তোমার শাস্তির ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে ভেবে দেখতে রাজি আছি আমি। তুমি কি বলো?'

'কি সাহায্য চাই বলে দেখুন একবার, সেনিয়র,' আশার আলো ফুটল লোকটার দুশ্চিন্তায় কালো চেহারায়। 'আপনি যা হুকুম করবেন, তাই করতে রাজি আমি। বলুন, কি হয়েছে।'

আবার হাসল চতুর কূটনীতিক, মনে মনে অবশ্য। 'ক্ষমতার লোভে আমাদের মারিওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'সত্যি নাকি? সেই জন্যেই বাইরে হাঙ্গামা শুনছি?' ডনকে মাথা দোলাতে দেখে আবার বলল, 'ওয়েল, দুঃখজনক ব্যাপার। অন্তত মারিওর মত একজন লুপ বসের জন্যে তো বটেই।'

'আমরাও ঠিক তাই ভাবছিলাম, ভিয়েলি। ঠিক করেছি এবার ওর চূড়ান্ত একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আমার ছেলেদের অভিজ্ঞতা অল্প, তুমি যদি এ কাজে আমাকে সাহায্য করো, তো সুবিধে হয়। ওর ছেলেদের তুলনায় তোমার ছেলেদের অভিজ্ঞতা কোন অংশে কম নয়।'

'অবশ্যই সাহায্য করব আমি, ডন!' জোর দিয়ে বলল ট্রাকার। 'একশোবার করব।'

বুড়ো কাপোর দৃষ্টি ঘুরে গেল, নীরবে মুখোমুখি বসে থাকা অন্য তিন কাউন্সেলরের দিকে তাকাল সে সমর্থনের আশায়। এক এক করে তিনটে মাথাই নড়ল।

আবার ভিয়েলির দিকে তাকাল গিতানি। 'ঠিক আছে, তুমি যদি কাজটা করতে চাও, মারিওকে উপযুক্ত জবাব দিতে পারো, তাহলে তোমার "ভ্যাকেশন" বাতিল করে দেয়া হবে।'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'আপনি যা বলবেন, আমি তাতেই রাজি, ডন।'

'গুড!' হাসল বৃদ্ধ, আদর করে পিঠ চাপড়ে দিল তার। 'গোল্ডেন ভিয়েলি।'

একেবারে সহজে, প্রায় এক কথায় ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞ এক আন্ডারবসের।

'এবার বলো, টার্ক, কি বলছিলে যেন? ও এসে গেছে?'

'হ্যাঁ, ডন। বিশ গাড়ি বোঝাই লোকজন নিয়ে। আমি জানিয়ে দিয়েছি চার গাড়ি নিয়ে ভেতরে আসতে পারে সে ইচ্ছে হলে, না হলে ফিরে যেতে পারে। একশোর বেশি ছেলে আছে মারিওর সাথে, সবাইকে ঢুকতে দিলে বলা যায় না লোকটা কি ঘটিয়ে বসে। আমরা সে ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'ঠিক করেছ তুমি,' বলতে বলতে উঠে পড়ল নিক্কো ভিয়েলি। 'ওদিকে একবার ঘুরে আসি, দেখি...' কোমরে হাত বোলাতে লাগল। 'আমার পিস্তলটা মনে হয় মোটেলের সামনে কোথাও হারিয়ে ফেলেছি,' অনেকটা আপনমনে বলল সে। 'ভাবছি আরেকটা কোথায় পাই!'

পকেট থেকে ছোট্ট একটা রিভলভার বের করে দিল 'টার্কি' লিনি। 'এটাই মনে হয় আপনার, দেখুন তো!'

আসলে তা নয়, তবু মাথা দোলাল আন্ডারবস। 'হ্যাঁ, এটাই। থ্যাঙ্কস। যাই দেখি, কথা বলে দেখি মারিওর মাথায় এক-আধটু সেন্স ঢোকাতে পারি কিনা।'

টার্কও চলল তার সাথে। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ডন, জেন্টলমেন। আর করা হবে না, বি শিওর।'

'হ্যাঁ, না হয় যেন,' বলল গিতানি। 'খুব জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বসব এখন আমরা। ও হ্যাঁ, মাসুদ রানার আর কোন খবর পাওয়া গেছে?'

'না। কোন খবর নেই। যদি শুনি ও স্টেট ছেড়ে পালাচ্ছে, আমি অন্তত অবাক হব না, সেনিয়র।'

'ওকে, মাসুদ রানা পরে। আগে এই ঝামেলা সামলাও।'

বেরিয়ে এল টার্ক ও আন্ডারবস। অফিস রুমের দরজা পুরো বন্ধ হওয়ার আগেই লর্ড হাই এনফোর্সারের দিকে ফিরল ভিয়েলি, চড়া গলায় বলল, 'থ্যাঙ্কস, টার্ক। থ্যাঙ্কস ফর নাথিং।'

শ্রাগ করল টার্ক। 'ওয়েল, সব ভাল যার শেষ ভাল।'

'অন্তত এটার শেষ ভাল হতে পারে না!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল ভিয়েলি। 'মারিওর সাথে বহু বছরের সম্পর্ক আমার, ডনের। ওকে শেষ করে দেয়ার ফল ভাল হয় কি করে?'

'আমি দুঃখিত, সেনিয়র। কিন্তু যত ঘনিষ্ঠ বন্ধুই হোক, আপনি নিশ্চয়ই ওকে ডন হিসেবে মেনে নেবেন না?'

চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল ভিয়েলি দ্য হুলার। 'কথাটার মানে?'

জবাব দেয়ার সময় পেল না টার্ক, দপ্‌ করে সব আলো নিভে গেল। জমে গেল সে। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কি ব্যাপার!'

'পাওয়ার অফ হয়ে গেছে।'

'শিট, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু...'

বাইরে মেশিনগানের একক আওয়াজ উঠতে কান খাড়া হয়ে গেল টার্কের, পরমুহূর্তে একযোগে অসংখ্য অস্ত্রের হুঙ্কার প্রায় বিস্ফোরণের মত কানে বাজল। ডনকে সতর্ক করার জন্যে ঘুরল সে, খেয়াল হলো বিদ্যুৎ না থাকলে ইন্টারকম সিস্টেম কোন কাজে আসে না।

তাই দরজার গায়ে মুখ লাগিয়ে চেঁচিয়ে বলল সে, 'বের হবেন না, ডন! আমি দেখছি কি চলছে।'

ওদিকে অন্ধকারে চলতে গিয়ে দু'বার আছাড় খেল ভিয়েলি। ধুমসে গালাগাল করছে আর অভিসম্পাত দিচ্ছে সে। পকেট

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

হাতড়ে গ্যাস লাইটার বের করল, কিন্তু জ্বালতে গিয়ে দেখা গেল রিফুয়েলিং দরকার ওটার। 'এ নিশ্চই মাসুদ রানা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। 'আমি জানতাম হারামজাদা এমন কিছু একটা ঘটাবে! "স্টেট ছেড়ে পালাচ্ছে," কেমন? বুল শিট!'

জবাব দিল না টার্কি লিনি, কারণ সে মনে মনে নিশ্চিত জানে এসব ওই লোকের কাজ নয়। উন্মাদ লুপ বস্ মারিওর কাজ, বা তার গুণ্ডা বাহিনীর। ওরাই যে করে হোক লাইন কেটে দিয়েছে এ বাড়ির। নিশ্চয় তাই, নিজেকে বোঝাল সে, এ না হয়েই যায় না। ঠিক আছে, এত বাড় যখন বেড়েছে, তখন ওর জড়সুদ্ধ টেনে উপড়েই ফেলবে সে আজ।

কিছু রক্ত ঝরাতে হবে দেখা যাচ্ছে। ওকে, হলে হবে। প্রচুর রক্ত আছে এখন তার ভাণ্ডারে, কোন সমস্যা নেই। আন্ডারবসের লাইটার নিভে গেছে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তার হোঁচট আর আছাড় খাওয়ার শব্দ শুনেও পাত্তা দিল না টার্ক, তাকে কোন সাহায্যও করল না। দেয়াল ঘেঁষে পিছন দিকে এগোল সে, নিজের পথ খুঁজতে লাগল।

কাপোর ক্ষমতা, প্রাণ সব এখন হুমকির মুখে। সে সব রক্ষার দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে টার্ক একটু আগে, এখন তাকে যে কোন মূল্যে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ডনের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্যামিলির রয়্যাল কোর্টে নিজের অবস্থান আরও উঁচু, আরও সুদৃঢ় করতে হবে। এবং টার্ক খুব ভালই জানে তা কি ভাবে করতে হবে।

দেখতে দেখতে সীনে এসে হাজির হলো লুপ বসের 'রক্তার্ত বাহিনী, রাইফেল, শটগান, পিস্তল, রিভলভার ইত্যাদির সম্মিলিত হুঙ্কারে মনে হচ্ছে নরক ভেঙে পড়েছে বুঝি মাফিয়া হার্ডসাইটের ওপর।

আহতদের চিৎকার, গোঙানিতে ভারী হয়ে উঠল পরিবেশ। এত আওয়াজে বিচলিত হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বাসা ছেড়ে বেদিশার মত উড়ে পালাল।

একটু দূরে অপেক্ষায় আছে মাসুদ রানা। অন্ধকার হলেও দুই পক্ষের মুভমেন্ট-কাউন্টারমুভমেন্ট, সব টের পাচ্ছে ও। বিজয়ীদের আনন্দ উল্লাস আর পরাজিতের হতাশার চিৎকার, দুটোই শুনতে পাচ্ছে। পরিকল্পনার সবটুকুই কাজে লেগে গেছে বুঝতে পেরে খুশি রানা। মরুক ওরা নিজেরা মারামারি করে, জঞ্জাল যত কমে তত ভাল।

সময় হয়েছে মনে হতে গাছের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও, ছায়ার মত এগোতে শুরু করল। অনেক দূর দিয়ে ঘুরে বাড়ির পিছনে চলে এল। এদিক দিয়ে একটু আগেই একবার গেছে ও, জেনে গেছে কোথায় পৌঁছতে হবে, কাজেই কোন সমস্যা হলো না। আড়াল ছাড়ার আগে সুবিধের জন্যে স্ন্যাপব্রিম আর টপকোট, দুটোই খুলে রেখে এসেছে, সাদা জমিনে ওকে দৈত্যাকার সাদা সরীসৃপের মত লাগছে দেখতে।

জায়গামত এসে থমসন কাঁধে ঝোলাল রানা, ওপরতলায় ওঠার কঠিন বিপজ্জনক কসরতে লেগে পড়ল। উইন্ডোসিল, কার্নিস ইত্যাদি ধরে ধরে উঠে যেতে শুরু করল। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, অল্প সময়ের মধ্যে দু'হাতের পেশী টনটন করতে আরম্ভ করল ওর, কাঁপতে লাগল থরথর করে। আহত কাঁধে চাপ পড়ল খুব।

কিন্তু সেদিকে খেয়াল দিল না, প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খাটিয়ে শুধু লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত রাখল মন, ব্যথা-কষ্টের দিকে নজর দেয়ার সুযোগ দিল না। একটু পর পরিশ্রমের ফল মিলল, ওপরের প্রাইভেট সানডেকের রেলিং রানার নাগালে এসে গেল। তারপর মুহূর্তে খোলা ডেকে উঠে গেল ও। হাত দুটোকে কয়েক মুহূর্ত

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

বিশ্রাম দিয়ে পা টিপে আপার পোর্চের দিকে এগোল। থমসন বাগিয়ে ধরে আছে দু'হাতে।

ওর বুটের চাপ খেয়ে মৃদু আওয়াজ তুলে খুলে গেল পোর্চের ফ্রেঞ্চ ডোর, চট করে খুদে রুমটায় ঢুকে পড়ল রানা। দরজা বন্ধ করে দৃষ্টি সয়ে আসার অপেক্ষায় থাকল। চামড়া আর ঘামের গন্ধ এল নাকে। সাথে আরও কিছু আছে, কিন্তু সেটা কি ধরতে পারল না।

নিচ থেকে কয়েকটা চাপা গলার আওয়াজ আসছে। কারা কি সব বলছে বিড়বিড় করে। গাঢ় অন্ধকারে অস্বাভাবিক, ভৌতিক লাগছে শুনতে। হঠাৎ করে বুঝল রানা কোথায় আছে ও এখন। গোল, প্যাঁচানো এক সিঁড়ির মাথার ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম এটা। খাটো সিঁড়ি। তার মাথায় আছে ও। সরাসরি নিচে, খানিকটা বাঁ দিকে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা চারটে কাঠামো দেখা গেল আবছামত।

চোখ আরেকটু সয়ে আসতে ওদের স্পষ্ট দেখতে পেল রানা, অবশ্য চেহারা নয়। কারণ ওর দিকে পিছন ফিরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সবাই, লড়াই দেখছে। আর কেউ নেই রুমে। অন্তত সেরকমই মনে হলো।

থমসন তুলল ও, রেডি মোডে সেট করে জাম্পস্যুটের পকেট থেকে খুদে এক ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার বের করে ছুঁড়ে দিল নিচে। হিস্‌স্‌ শব্দে জ্বলে উঠল ওটা, উজ্জ্বল নীলচে আলোয় হেসে উঠল রুম। ক্রমে নিচে নামছে ফ্লেয়ার, দেয়ালে চার কাঠামোর গাঢ় ছায়া তার সাথে পাল্লা দিয়ে আকার বদল করছে। আলো দেখে চমকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে লোকগুলো, দাঁতে দাঁত পিষল রানা ওদের চিনতে পেরে।

ডন গিতানি পাগারিনাসহ কোয়াড কাউন্সিলের চার সদস্য। বিষাক্ত মাফিয়ার চার বিষগাছ। রক্ত চোষার দল। রিচার্ডের আসল খুনী গিতানির চোখে চোখ রাখল রানা, সেখানে নগ্ন মৃত্যুভয় দেখে কঠোর হাসি ফুটল মুখে। তখনই কাছে কোথাও গুলির শব্দ উঠল, ধাতব কিছু একটা ওর কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল পিছনে। ঝপ করে বসে পড়ল রানা।

একই মুহূর্তে নিচের দলটা লক্ষ্য করে থমসনের ট্রিগার টেনে ধরল, ইংরেজি আট অঙ্কের মত ঘোরাতে লাগল ব্যারেল, দ্রুত। নানা রকম চিৎকার উঠল নিচে, ছিটকে দেয়ালের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ল চারজন, সেখান থেকে মেঝেতে। নিচে থেকে একটা অস্ত্র গর্জে উঠল হঠাৎ করে, ওপর থেকে একরাশ-প্লাস্টার ঝরে পড়ল ওর মাথায়।

নতুন আপদটার দিকে দ্রুত থমসন ঘোরাল রানা, এমন সময় ভারী কিছু একটা আঘাত করল ওর আহত কাঁধে, সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল ডান হাত। খসে পড়ল থমসন। পরের আঘাতটা লাগল ঠিক খুলির নিচে, ঘাড়ে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা, সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে যেতে শুরু করল।

পতন ঠেকাতে না পেরে শেষ সময়ে জাম্পস্যুটের পকেটে হাত ভরতে চেষ্টা করল ও বেরেটার জন্যে-কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। ওর পিছন পিছন আরও কে একজন যেন দৌড়ে নেমে এল, ওর মুখের ওপর শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট ধরে রেখেছে লোকটা। আলোর পাশেই একটা কোল্ট .৪৫ দেখতে পাচ্ছে রানা-যে-ই ধরে থাকুক, লোকটা যে প্রফেশনাল, তাতে কোন সন্দেহ রইল না।

ব্যথায় চেহারা বিকৃত করে তাকে দেখল ও। চিনে ফেলল। অলবার্তো 'টার্কি' ফেলিনি। 'মেরো না ওকে!' কম্পিত একটা গলা চেঁচিয়ে উঠল, হাঁপাচ্ছে পরিশ্রম আর উত্তেজনায়। 'মেরো না, টার্ক! আমার জন্যে বাঁচিয়ে রাখো!'

'শিওর, ডন!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। তার কোল্টের

amisumon@yahoo.com www.murchona.com ©

নীরব কমান্ড বুঝতে একটুও সমস্যা হলো না রানার, তাই কোন ঝুঁকি নেয়ার কথা ভাবল না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফ্ল্যাশলাইটের আলো আর কাঁধের ব্যথা, দুটোই অসহ্য লাগছে।

'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, মাসুদ রানা!' হুকুম করল টার্ক। 'তোমার খেলা শেষ। এবার আমাদের খেলার পালা।'

নির্দেশ পালনে দেরি করল না ও। ডান হাত তুলতে কষ্ট হলো, তবু যতটা সম্ভব তুলে রাখল। মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটা সুযোগের আশায় আছে। লড়াই এখনও শেষ হয়নি–নিজেকে বলতে লাগল বারবার, এখনও সময় ফুরিয়ে যায়নি। সবচেয়ে বড় কথা এখনও বেঁচে আছে ও, সুস্থ-সবল আছে, কাজেই আশাও আছে।

'ঘুরে দাঁড়াও!' দ্বিতীয় নির্দেশ দিল টার্ক। 'দুই হাত দেয়ালে রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়াও।'

এরপর কি ঘটবে জানা আছে রানার, কিন্তু এত সহজে বেরেটা হাতছাড়া করতে রাজি নয় ও। লোকটাকে খেপিয়ে তোলার জন্যে নির্দেশ অমান্য করল। 'জাহান্নামে যাও তুমি!'

টার্ক কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবার সুযোগ পেল না, তার আগেই বিচ্ছিরি শব্দে হেসে উঠল ডন। 'ওর মধ্যে এখনও তেজ রয়ে গেছে দেখছি, টার্ক! কে লোকটা? সেই...?'

'ইয়েস, ডন। মাসুদ রানা।' বিজয়ীর অহঙ্কার ফুটল লোকটার কণ্ঠে। 'সব তেজ প্রথম চোটেই বের করে দেয়া ঠিক হত না বলে দেইনি। মনে হলো আপনি নিশ্চয় কাজটা ধীরেসুস্থে শেষ করতে চাইবেন, তাই রেখে দিয়েছি।' ওর দিকে ফিরল সে। 'ঘুরে দাঁড়াও রানা, নয়তো...' বাইরে আচমকা অন্য ধরনের কোলাহলের শব্দ উঠতে থেমে কান খাড়া করল।

আসলেই অন্য ধরনের ওটা–অনেকগুলো অ্যামপ্লিফাইয়ারের

মাধ্যমে চেঁচিয়ে কী সব নির্দেশ দিচ্ছে কয়েকটা গলা। জানালা-দরজা বন্ধ বলে কথা বোঝা যাচ্ছে না, তবে ওর মধ্যে যে কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট, তা বুঝতে কারও অসুবিধে হলো না।

'কারা...?' প্রশ্ন অসমাপ্ত থেকে গেল লর্ড হাই এনফোর্সারের।

'পুলিস,' হেসে উঠল রানা। 'খেলা ভাঙার সময় হয়েছে টার্কিমেকার। পুলিস যোগ দিয়েছে বাইরের পার্টিতে, যে-কোন মুহূর্তে ভেতরে ঢুকে পড়বে।'

'পুলিস!' চোখ কুঁচকে তাকাল সে।

'হ্যাঁ, শিকাগো সেন্ট্রালের সমস্ত পুলিস। আর্মিও আছে ওদের পিছনে।' ডনের দিকে তাকাল ও। 'তোমার খেলা খতম, গিতানি। সাম্রাজ্যও শেষ। অনেক বাড় বেড়েছিল তোমার, আজ পাই পাই করে তার হিসেব দিতে হবে। আজকে টাকায় বিক্রি হবে না পুলিস, আর্মির তো প্রশ্নই আসে না।'

দাঁত বের করে হাসল রানা। 'অবশ্য তোমার তো পাহাড়সমান হারামের টাকা, একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো। হাজার হোক মানুষ তো, বড় টোপের লোভে পেয়ে বসলে কী না হয়! যাও, ট্রুপ কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক বার্নার্ডকে প্রস্তাব দিয়ে দেখো!'

ডন ও টার্ক, দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। এত খবর ও ঘরে বসে জানছে কিভাবে মাথায় খেলছে না। ডন সচকিত হলো আগে, মেঝেতে পড়ে থাকা তিন মৃত সঙ্গীকে ডিঙিয়ে ব্যস্ত পায়ে জানালার পাশে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল সাবধানে। মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'ও ঠিকই বলেছে, টার্ক। গড!' পিছিয়ে এল। 'তুমি এত খবর জানলে কি করে?'

অবাক হওয়ার ভান করল রানা। 'আহাম্মকটা বলে কি! সব করলাম নিজে, আর আমি জানব না?'

অপদস্থ হয়েও কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না বুড়ো ডন, স্থির

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

চোখে তাকিয়ে থাকল। 'তুমি করেছ মানে?'

'ওই হলো আর কি, কথার কথা!'

অস্বস্তির সাথে নড়ে উঠল আলবার্তো ফেলিনি, দিশে করে উঠতে পারছে না কি করবে। 'এত পুলিস...!' বিড়বিড় করে উঠল ডন।

'তবে আর বলছি কি, গর্দভ! শিকাগো সেন্ট্রালের সমস্ত পুলিস আছে ওখানে। ঘুষ খেয়ে যে ওরা তোমাদের ছেড়ে দেবে, আজ সে উপায় নেই ওদের। কারণ ওরাও একরকম আর্মির ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়েছে।'

'তুমি...একা এত কিছু...'

'একা নই,' মাথা দোলাল ও। 'আমার এক বন্ধু সাহায্য করেছেন আমাকে।'

'কে?' টার্ক করল প্রশ্নটা।

অমায়িক হাসি ফুটল ওর মুখে। 'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের নাম শুনেছ বাপের জন্মে? শোনোনি, কেমন? উনিই আমার সেই বন্ধু, বর্তমানে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা। বুঝলে কিছু? বোঝোনি, আমি জানি। শোনো তাহলে, রিচার্ড উীন খুন হওয়ার আগে তোমাদের সমস্ত নাড়ির খবর ডায়েরীতে লিখে রেখে গিয়েছিল আমার জন্যে। তাঁকে ওটা দেখিয়েছি আমি।

'এখানকার মাফিয়া নামের শুয়োরের খোঁয়াড়ে যত বড় বড় শুয়োর আছে, প্রত্যেকের নাম-ধাম এ দেশের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত জেনে গেছেন ওটার কল্যাণে, বুঝলে? ওদিক থেকে আগেই তোমাদের সবক'টাকে ধরার ব্যবস্থা করতে চাওয়া হয়েছিল, আমি হতে দেইনি। কেন, কি ঘটছে, তা আমি আগে থেকে হাড়ে হাড়ে বোঝাতে চেয়েছি তোমাদের। কেমন বুঝছ এখন, ডন?'

ফেলিনির আত্মবিশ্বাস টলে গেছে। মিশিগান টাউয়ার্সে বসে

একটাই মাত্র সরল সোজা পথ দেখতে পেয়েছিল সে সঙ্কের দিকে, কিন্তু এখন দেখছে দুটো—একটা গেছে মাটির নিচে, অন্যটা ঈশ্বর জানেন কত শিকের পিছনে।

'তোমার জন্যেও মেসেজ আছে, টার্কিমেকার,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'তুমি নিরপরাধ রিচার্ড উীনাকে কতভাবে নির্যাতন করেছ, সব জানা আছে আমার। তোমাকেও সেই ভাবে টার্কি বানাব আমি।'

এতকিছুতেও বিশেষ আসর হলো না লোকটার, কেবল চোখের মণি ঘুরতে শুরু করল স্থিরতা হারিয়ে। 'একে শেষ...'

'না!' দ্রুত বাধা দিল ডন। 'আমাদের কাছে ও এখন অনেক দামী, বুঝতে পারছ না? যদি প্রয়োজন দেখি, ওকে পাসপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারব। তাছাড়া খেলা যে শুরু করতে জানে, সে শেষ করতেও জানে, বুঝলে? ওকে বরং এখন আমাদেরই বাঁচিয়ে রাখতে হবে নিজেদের স্বার্থে।'

'লাভ নেই,' ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল রানা। 'কোন লাভ নেই আমাকে জিম্মি করে, এস্টেটের বাইরে এক পা-ও যেতে পারবে না তোমরা কেউ। সব পথ বন্ধ। ঠিক তিনটায় আর্মি মুভ করবে তোমাদের ধরতে। বাঁচার একটাই পথ আছে তোমাদের, তা হলো আত্মহত্যা...' থেমে গেল রানা বন্ধ দরজার দুমদুম কিলের শব্দে।

'দরজা খুলুন! দরজা খুলুন! হারামজাদাকে ধরে এনেছি আমি!'

'ডিয়েলি,' বিড়বিড় করে বলল গিতানি। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে নিজের অস্ত্র বের করে রানার দিকে ধরল। 'দরজা খুলে দাও টার্ক, মনে হচ্ছে মারিওকে ধরে এনেছে ও। আমি একে গার্ড দিচ্ছি।'

'সাবধানে, সেনিয়র,' বলল টার্কিমেকার। 'ওর হাত-পা থেকে দূরে থাকবেন।'

দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল সে, ইলেকট্রনিক লক

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

মেকানিজমের সাথে খানিক কোস্তাকুস্তি করে খুলে ফেলল দরজা। পরক্ষণে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল কুমড়ো ভিয়েলি, এক হাতে লূপ ওভারলর্ড মারিওর শিলাচিকে কলার ধরে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। আহত সে, রক্তাক্ত।

এই সময় হঠাৎ জ্বলে উঠল ঘরের সব আলো, তবে আগের মত জোর নেই—নিষ্প্রভ, হলদেটে।

'জেনারেটর কে চালু করেছে?' প্রশ্ন করল ডন।

'পুলিস,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ভিয়েলি। 'পুলিস চালু করেছে। কয়েকশো পুলিস ঘিরে ফেলেছে পুরো এস্টেট।' কষে এক চড় মারল আহত বন্দীর গালে। 'এই শালাই যত নষ্টের গোড়া। উঠে দাঁড়াও, হাঁটো!'

কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না লূপ বসের মধ্যে। দেখে মনে হয় না পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন সে। লোকটার এক হাত ভাঙা দেখল রানা, অন্য হাতে ওটাকে পেটের সাথে চেপে ধরে দু'ভাঁজ হয়ে আছে। গোঙাচ্ছে সারাক্ষণ।

'টার্ক, ধরো তো একে,' মারিওকে সামলানোর অসম্ভব চেষ্টা করতে করতে বলল আন্ডারবস। 'শালার ওজন...'

রানার ওপর চোখ পড়তে থমকে গেল, ক্রমে দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠতে শুরু করল। বন্দী সতীর্থের ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল লোকটা, তাকে ছেড়ে দৌড়ে এসে দাঁড়াল ডনের পাশে। 'ওই তো মাসুদ রানা!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ওই তো সেই কুত্তার বাচ্চা!'

'আমি জানি,' মাথা দোলাল গম্ভীর ডন।

ওদিকে টার্কি লিনি আহত, বিধ্বস্ত লূপ বসকে ধরে নিয়ে এক লাউঞ্জ চেয়ারের দিকে এগোল। এদিকে ভিয়েলি দু'চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। খানিক পর হঠাৎ করে মাথা বিগড়ে গেল লোকটার, বিচার-বিবেচনা হারিয়ে বসল।

টার্কির দেয়া রিভলভারটা মাথার ওপর তুলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

এরকম এক সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল রানা, হাত তুলে ভিয়েলির আঘাত ঠেকিয়ে দিল ও, পরমুহূর্তে হাত মুচড়ে ধরে লোকটাকে ঘুরিয়ে দিল ডনের দিকে। এক মুহূর্ত পর সাইডহোলস্টার থেকে লাফ দিয়ে বেরেটা উঠে এল ওর হাতে। চিৎকার করে উঠেই গুলি ছুঁড়ল ডন, সোজা ভিয়েলির বুকে এসে বিঁধল ওটা, সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল সে। আবার গুলি করল গিভানি, এবার বিঁধল পেটে।

তৃতীয় গুলি বের হলো রানার বেরেটা থেকে। নির্ভুল লক্ষ্য—সোজা ডনের বুকে গিয়ে বিঁধল ওটা। পরমুহূর্তে আরেকটা গুলি করল ও, এটা লাগল পেটে। সিনেমার স্টান্টম্যানদের ভঙ্গিতে উল্টে পড়ল ডন, এদিকে আধমরা ভিয়েলিকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ায় ছেড়ে দিল রানা। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল।

ওদিক থেকে তুফান বেগে ছুটে আসছে টার্কি লিনি, গুলি করছে একটার পর একটা। মেঝেতে পড়েই তাকে গুলি করল রানা, পরক্ষণে এক গড়ান দিয়ে সরে গিয়েই আবার। যেন কোন অদৃশ্য দেয়ালে বাড়ি খেয়ে থমকে গেল লোকটা, বড় বড় চোখের 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না' ধরনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, বুকের দুপাশের দুই গর্ত থেকে হড়হড় করে রক্ত গড়াচ্ছে। এক মুহূর্ত পর কপালে তৃতীয় গুলি খেয়েই 'এইবার বিশ্বাস করেছি' গোছের চেহারা বানিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে। স্থির হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়াল রানা, একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পায়ে পায়ে ডনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুই ক্ষত থেকেই সমানে রক্ত গড়াচ্ছে লোকটার, বুড়ো চোখের জ্যোতি ক্রমে নিভে আসছে। একবার কাশল সে, কষা বেয়ে রক্ত বেরিয়ে এল খানিকটা।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'আমাকে ধরো,' ওকে দেখে গুঙিয়ে উঠল লোকটা। 'আমার চেয়ারে বসিয়ে দাও দয়া করে।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কেন?'

'আমি...আমি ওই...চেয়ারে বসে মরতে চাই। ড-ডনের মর্যাদা নিয়ে।'

'মর্যাদা! দুঃখিত, গিতানি। ওখানেই মরতে হবে তোমাকে। যেখানে যেমন আছ, তেমনি ভাবে। সারাজীবন অন্যের রক্তে গোসল করেছ, এখন নিজের রক্তে গোসল করতে করতে মরো।'

তার কাছ থেকে উঠে মারিও শিলাচির সামনে এসে দাঁড়াল ও। গোঙাচ্ছে লোকটা। এইবার খেয়াল করল রানা, শুধু হাতই ভাঙেনি, পেটে গুলিও লেগেছে তার। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে সে এরইমধ্যে—এখন প্রায় যায় যায়। ওর দিকে তাকিয়ে আছে হাবার মত। কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হয় না।

'হ্যালো, মারিও, চিনতে পারছ আমাকে?' কঠিন, নির্দয় হাসি ফুটল ওর মুখে। 'আমি মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা!' ফিস্ ফিস্ করে বলল লুপ বস্। 'তুমি...তুমি সেই টেলিফোনের লাইনম্যান না!'

'এই তো চিনেছ।'

'মাসুদ রানা...লাইনম্যান...?'

'হ্যাঁ, গত কয়েকঘণ্টায় অনেক কিছুই হতে হয়েছে আমাকে। টেলিফোন গাই, পাওয়ার গাই, আরও কত কি!'

'তুমি...তুমি আমাকে কথা দিয়েছ আমাকে ডন বানাবে,' অস্থির হয়ে উঠল মারিও শিলাচি। 'এখন...এখন...'

'বলেছি, মারিও। এবং আমি আমার কথা রেখেছি। ওই দেখো তোমাদের ডন, গিতানি মরে পড়ে আছে। এখনও যদি না মরে গিয়ে থাকে, মরবে অল্প সময়ের মধ্যে। ওদিকে দেখো, কোয়াড কাউন্সিলের বাকি তিন সদস্য, খতম। ওই দেখো আন্ডারবস

ডিয়েলি, খতম। ওর দোসর তো আগেই শেষ। এখন শুধু তুমিই আছ। কাজেই তুমিই তো এখন ডন, উলুবনে শেয়াল রাজা।'

নিঃশব্দে হেসে উঠল ও। 'চলি, মারিও। বেঁচে থাকার চেষ্টা করো। তুমি ছাড়া শিকাগো মাফিয়ার আর কোন কাণ্ডারি নেই। তুমি মরে গেলে চলবে না।'

লাউড হেইলারে নিজের নাম শুনে কান খাড়া করল ও। মোটা একটা গলা ডাকছে: মাসুদ রানা...মাসুদ রানা, আপনি বাড়ির ভেতরে আছেন? আমি ট্রুপ কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক বার্নার্ড বলছি। ভেতরে থেকে থাকলে চলে আসুন।' একটু বিরতি। 'ডন গিতানি পালারমো, তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো, এর মধ্যে সারেন্ডার করবে। নইলে ভেতরে ঢুকব আমরা।'

এক কথা কয়েকবার বলল সে, তারপর থেমে গেল।

লুপ ওভারলর্ডের দিকে ফিরে হাসল রানা। 'ওরা এখনও গিতানিকে ডন বলছে শুনলে? নতুন ডন যে মারিও শিলাচি, সে খবর এখনও পায়নি মনে হচ্ছে। যাই, ওদের ভুলটা ভাঙিয়ে দিই গিয়ে।'

ধীরপায়ে দরজার দিকে এগোল ও।

চোদ্দ

এখনও আলো জ্বলছে স্টেইনের বাড়িতে। কেউ মনে হয় ঘুমায়নি আজ। ভয়ে? ভাবল রানা, না অন্য কোন কারণে?

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ডোরবেল পাঞ্চ করল ও, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে একজোড়া ছোট ছোট পায়ের দৌড়ে আসার শব্দ উঠল। কয়েক সেকেন্ড পর সেই ছোট্ট, মিষ্টি নিনা দরজা খুলে দিল। খুশিতে ঝলমল করছে ওর গোল মুখটা। অবাক না হয়ে পারল না রানা, ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ঘুমানো পরের কথা, বিছানার ধারেকাছেও বোধহয় যায়নি।

ওকে দেখে দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল নিনার। 'হ্যালো!'

'হ্যালো, ইয়াং লেডি! তুমি এখনও ঘুমাতে যাওনি মনে হচ্ছে?'

'নাহ্! টিভি দেখছি।'

'তুমি একা?'

আদুরে ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ও। 'না, সবাই। আমি, ড্যাড, মম, রুডি, সবাই মিলে।' দরজা লাগিয়ে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল নিনা। লিভিংরুমের দরজায় পৌঁছে ঘোষণা করল, 'ড্যাড, দেখো কে এসেছে।'

বলার দরকার ছিল না, সবাই তৃষ্ণার্ত চোখে এদিকেই তাকিয়ে ছিল। রানাকে দেখামাত্র একছুটে এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুডি। ঝরঝর করে কাঁদছে–তবে এ অন্যরকম কান্না–আনন্দের।

ওর বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়াতে অনেক সময় লাগল রানার। আইনজীবীর মুখোমুখি বসল হাত-পা ছড়িয়ে। নিনা আর রুডি বসল দু'পাশে, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক।

'আমার পা দুটো যদি সুস্থ থাকত,' স্টেইন বলল। 'তাহলে আজ মনের সুখ মিটিয়ে নাচতাম, মিস্টার রানা। কংগ্রাচুলেশনস্! অ্যান্ডমেনি মেনি থ্যাঙ্কস! থ্যাঙ্ক গড, এমন কচুকাটা করার ঘটনা আমেরিকার ইতিহাসে দ্বিতীয়টা আছে বলে মনে হয় না আমার।'

ও কিছু বলার আগে রুডি প্রশ্ন করল, 'তোমার গা থেকে কিসের গন্ধ আসছে, রানা?'

'কই?' আস্তিন শুঁকে দেখল ও। 'এক ধরনের পাউডারের গন্ধ, করডাইট।'

'না, ওষুধ ওষুধ গন্ধ। আর কোথাও লেগেছে তোমার?'

ওকে উদ্বিগ্ন হতে দেখে হাসল রানা। 'সামান্য। দুই-একটা আঁচড়।'

'কই, দেখি!' রোজালিনের মসৃণ কপাল কুঁচকে উঠল। 'কোথায় কোথায়? গুলিটুলি...'

'তেমন মারাত্মক কিছু না, বিব্রত হলো ও। 'চিন্তার কিছু নেই, অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে করে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিয়েছি।'

কিন্তু শুনল না মহিলা, জবরদস্তি করে দেখেই ছাড়ল। মোট তিনটে ব্যান্ডেজ, একটা কাঁধের গুলির ক্ষতে, ওটা তার বাঁধা, অন্য দুটোর একটা ডান পাঁজরে, অন্যটা বাঁ কনুইয়ে। পরের দুটো চোট কখন লেগেছে ও নিজেও জানে না। চেক্ করে হাসল মহিলা।

'বাহ্, এটাও তো মন্দ পারেন না দেখছি!'

'ধন্যবাদ।'

'বসুন, কফি নিয়ে আসি।' স্ত্রী বেরিয়ে যেতে চেয়ার গড়িয়ে ওর কাছে নিয়ে এল আইনজীবী। বলল, 'আমার খুব গর্ব হচ্ছে। খুব গর্ব হচ্ছে।'

"কেন?' প্রশ্ন করল ও।

'এই যে, এতবড় এক ইতিহাস ঘটে গেল আজ এখানে, সবাই তার স্রষ্টার শুধু স্কেচ দেখেছে টিভিতে, আর আমি তাকে দেখছি সশরীরে। এ যে কত বড় সৌভাগ্য, সে আমিই বুঝি।'

'আপনি খুব বেশি ক্রেডিট দিয়ে ফেলছেন আমাকে,' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'বেশি বড় করে দেখছেন। আসলে তেমন

amisumon@yahoo.com www.murchona.com©

কিছু করতে পারিনি আমি। ওদের সাইজ কিছুটা কেটে-ছেঁটে ছোট করে দিতে পেরেছি, এইটুকুই।'

মাথা দোলাল লোকটা। 'আপনি ভুলে গেছেন, গোটা ব্যাপারটা টিভিতে দেখেছি আমরা সবাই। আপনি আসার এক ঘণ্টা আগেই সবকিছু জেনে গিয়েছি। সেই জন্যেই তখন বলেছি এতবড় কচুকাটা করার ঘটনা আমার জানামতে আমেরিকার ইতিহাসে দ্বিতীয়টা নেই। শিকাগো মাফিয়া সিন্ডিকেটের তেমন কেউই আর নেই। কেবল এক সাবকাপো আছে, তাও যায় যায় অবস্থা। বাঁচবে কিনা ডাক্তাররা এখনও শিওর না। আর আছে দুই লেফটেন্যান্ট, জিয়ানলুকা ফোর্যাি, আর কি যেন?' মাথা চুলকাল লোকটা। 'হ্যাঁ, চার্লস ভেঞ্চি। এই পর্যন্তই, আর সব খতম।'

'আর বেনি রোকো?' বলল রানা। 'বা আলবার্তো ফেলিনি?'

মাথা দোলাল স্টেইন। 'নেই। মরে বেঁচে গেছে।'

'তাহলে রিচার্ডের নোটবই থেকে কেটে দিতে হবে নাম দুটো।'

কফি শেষ করে আধ ঘণ্টা পর উঠল মাসুদ রানা। 'এবার যেতে হয় লিও, রোজালিন। আপনাদের উপকারের কথা ভুলব না।'

'যাওয়ার সময় এসব বলে অপমান করবেন না,' মিসেস বলল। 'রুডির কোন কাজে লাগতে পেরে আমরাই বরং কৃতজ্ঞ।'

বিদায় নিয়ে রুডিসহ বেরিয়ে এল রানা, দরজায় এসে শেষবারের মত ঘুরে তাকাল। নীরবে হাত নাড়ল পঙ্গু আইনজীবী রোজালিন ও নিনা। ওরাও হাত নাড়ল।

ঝড় তখন থেমে গেছে—একদম শান্ত ধরণী। তুষারপাতও সম্পূর্ণ বন্ধ। মেঘ পাতলা হয়ে গেছে। কেবল বাতাস আছে, তারও

গতি পড়ে আসছে দ্রুত। ছুরির মত ধারাল, ঠাণ্ডা বাতাস বুক ভরে টেনে নিল মাসুদ রানা। তেরো ঘণ্টা, মাত্র তেরো ঘণ্টায় শেষ হয়ে গেছে ওর ওয়ান ম্যান শো। রিচার্ড হত্যার প্রতিশোধ নিতে পেরেছে ও।

এখন হয়তো কিছুটা শান্তি পাবে ওর আত্মা।

একটুপর গড়াতে শুরু করল রানার ওয়র ওয়াগনের হেভি টায়ার। 'উইন্ডি সিটি' ছেড়ে রওনা হয়ে গেল নিউ ইয়র্কের পথে।

***

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, সম্প্রতি গুদাম স্থানান্তর করার সময় বেশ কিছু দুর্লভ বই আমরা খুঁজে পেয়েছি। এই বইগুলোর দাম একেবারেই কম। দেড়-দুশো পৃষ্ঠার বই, দাম হয়তো ৬, ৮, ১০ বা ১২ টাকা। বইগুলির কোন কোনটায় সামান্য খুঁত আছে, তবে বেশির ভাগই মোটামুটি ভাল অবস্থায় রয়েছে। এসব বই পাঠকের কাছে বিক্রির জন্যে ৪০% কমিশন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ ১২ টাকার একটি বই আপনি পাবেন ৭ টাকা ২০ পয়সায়, এবং ৬ টাকার বই মাত্র ৩টা ৬০ পয়সায়। যাঁরা এক খণ্ডের দুষ্প্রাপ্য রানা, ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা, ক্লাসিক, টারজান, জুলভার্ন, অনুবাদ, উপন্যাস ইত্যাদি বই সংগ্রহ করতে আগ্রহী, তাঁরা আজই সেবা প্রকাশনীর হেড অফিস ২৪/৪ সেগুনবাগিচায়, অথবা আমাদের শো-রুম ৩৬/১০ ও ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকায় যোগাযোগ করুন। পাঠিকাদের বাছাই করে কেনার সুবিধার্থে এসব বই আমরা হেড অফিসে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে রেখেছি।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

A lonely man in the crowded planet